The Ramakrishna Mission Institute of Culture Library

Presented by

Dr. Baridbaran Mukerji

rmicl-8

হিন্দু আচার-বৃদ্ধ

পারিবারিক ও সামাজিক।

শ্রীমনোমোহন বস্ত্র-প্রণীত।

দ্বিতীয় মুদ্রাঙ্কণ।



কলিকাতা।

৩৩ নং করন্ওয়ালিদ ষ্ট্রাট, মধ্যস্থ যন্ত্রে বেঙ্গল্-প্রব্লিশিং কাম্পানি দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

হৈত্র, ১২৯৩ দাল। ইং এপ্রেল ১৮৮৭।

[All rights reserved.]

2/225 Pg

স্থাপিদ্ধ লেখক ও বাগ্যী বাব্ মনোমোহন বহু ন্যান্ত্রী প্রাচাব-ব্যবহার" প্রবন্ধটা ছই ভাগে বিভক্ত। প্রথম "পার্যান্তিন"। প্রত্যেক ভাগ পৃথক্ বক্তৃতাব বিষয় হইয়াছিল— "দামাজিক"। প্রত্যেক ভাগ পৃথক্ বক্তৃতাব বিষয় হইয়াছিল— "দামাজিক" ভাগটী ঐ সালেব ফান্তন, মাসে "হিন্দুমেলা" নামক মেলাস্থলে বিবৃত্ত হয়। তন্মধ্যে কেবল প্রথম ভাগটী বক্তৃতাকালেব অনাজ্যু বিলম্বেই পুস্তকাকারে প্রচারিত হয়। দিতীয় "দামাজিক" ভাগটী নানা কাবনে কিল্পে আকাবে তথন প্রকাশ পাম নাই। প্রথম ভাগের প্রথম মুক্তিত পুস্তকভিলি কয়েক বংসর হইল নিঃশেষিত হইয়াছে। পুস্তকবিক্তেতাগণের নিকট গুনা বার, বহু বহু গ্রাহক সে পুস্তকের নিমিত্ত বিশেষ মাগ্রহ প্রকাশ কবিয়া থাকেন। তদভাব নিবারণার্থ "পারিবারিক" ও "সামাজিক" উভর ভাগই একত্র মৃত্তিত কবিয়া আন্য আমরা এই সম্পূর্ণ 'হিন্দু-আচার-ব্যবহাব" প্রচাব করিয়াম।

যৎকালে এই ছই বক্তৃতা বিবৃত হয়, তথন "জাতীয় সভা" ও "জাতীয় নেলা" র অত্যন্ত অভ্যদ্যের সময়। ছই বাবেই সভাবাজারের স্বর্গত স্থাসিদ্ধ বাজা কালীক্ষণ দেব বাহাছর সভাপতি ছিলেন। তত্তৎসভাস্থলে মনোনোহন বাবুব বক্তৃতা কিন্ধপ আদরে গৃহীত হইত এবং সহস্র সহস্র শ্রোতা তচ্ছুবণে কিন্ধপ উত্তেজিত ও বিমোহিত হইতেন, তাহা বাহারা স্বচক্ষেনা দেখিবাছেন, স্কার বর্ণনা দারা তাঁহাদের স্বদেধি জ্মানো ভাব।

পথম ভাগের প্রচার মাত্র বহু বহু সংবাদ ও সাম্যিক পত্র তৎপ্রশংসাবাদে পূর্ণিত হইয়াছিল। স্থান থাকিলে তত্তাবৎ উদ্ভূত করিয়া স্থাই ইইতাম। কলতঃ মনোমোহন বাবুব বক্তৃতা মাত্রই যে সর্কায়্দয়গ্রাহী, তাহা আর অভিজ্ঞ সাধারণকে বলিয়া দিতে হইবে না। গত বৎসর চৈত্র সংক্রান্তি দিবসে বিথাত গুপ্ত-বৃন্দাবনে বা সাতপুকুরের বাগানে যে বৃহতী সভা হয়, মনোমোহন বাবু তাহার স্ক্রাপ্ট াম বিহত হইয়া যে সকল বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা কিছি বিশ্বিকাশে গুণ্জ সম্পাদক সহাশয়

ভাব ৰাজ করেন যে "বঙ্গভাষায় মনোমৌহন বাবুর ভায় ই নাই।"

ুৰ্বিন "বক্তি তামালা" বাদদে বাগ্মী-প্ৰবৰ বাবু কালীচৰণ বন্দ্যোপাধ্যাম ত তাৎকা**লিক "**বেঙ্গল ক্রিশ্চিয়ান হেরাল্ড" পত্তে যাহা লিখিত ইঁল, তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। A speech in the Bengalee language, worthy of the name, till lately, been a thing unknown. No wonder therefore, at public opinion had prejudicated the matter so far as to laugh to scorn any proposal made in its favor. Manomohana Basu, our excellent editor of the Madhyastha, belongs the credit of rescuing Bengalee speeches from the contempt in which they were held of our educated countrymen. We take leave now to congratulate him on his success in recommending, by the force of his own example, the cultivation of Bengalee eloquence. * * * We have carefully gone over the 111 pages covered by these speeches, and we have been struck with the purity and chasteness of the style; the evolution of the latent elasticity of our language in the expression of ideas foreign and intractable; the flights of eloquence, fiery and of the heart; the warmth of feeling, the earnestness of purpose, the zeal of patriotism, and the vein of honesty:which mark Babu Manomohana's speeches. The last speech in which the duties of Teachers and of Scholars are enforced, is particularly instructive." The Bengal Christian Herald. June 20th, 1873.

অতএব সম্পূর্ণ ভরসা আছে, এমন বক্তার বক্তাপুস্তক পুনঃপ্রচার দারা সাধারণের বিরাগ ভাজন হইব না, বরং উাহাদের নিক্ত প্রচুর অন্তরাগ ও উৎসাহ লাভেই সমর্থ হইব।

হিল্ফু-আচার-ব্যব্

জাতীয় সভায় বক্ত,তা।

বারু মনোমোহন বস্থ কর্ত্তক ১২৭৯ সাল, ১৭ই আশ্বিনে বিব্লক্ত।

হিন্দু আচার ব্যবহার—পারিবারিক।

"কেবলং শাস্ত্রমাঞ্জিত্য নকর্ত্তব্যা বিনির্ণয়ঃ। যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্মহানিঃ প্রজায়তে॥"

কেবল শাস্ত্রকে আশ্রয় করিয়া বিচার করা কর্ত্তব্য নহে, যুক্তিহীন বিচার শ্বারা ধর্ম্ম হানি হয়।

বৃহস্পতি-মৃত্যুক্ত এই বচনই অদ্য আমাদের প্রবন্ধের শিরোভ্যণ হউক।
বিশেষে পাশ্চাত্য বিদ্যালোকের প্রভায় আ'জ্কা'ল্ সকল বিষয়ই পরিদৃশ্রমান
হইতেছে। যে সমস্ত বিষয়ের প্রতি দেশের লোক কণামাত্র চিত্তার্পণ
করিতেন না—যে সমুদয় ব্যাপার জ্ঞানমন্দিরের চতুকোণে অন্ধকার ও জ্ঞালাবৃত্ত হইয়া পড়িয়া থাকিত, ঐ বিদ্যার প্রথম বিমল জ্যোভিতে তাহাও লোকে
দেখিতে পাইতেছে। যাহা না গাইতেছে, যাহা দূরে আছে, যাহা আরুত
আছে, যাহা সহজে প্রকাশ পায় না, তাহাও দেখিবার জন্ত লোকে অনিবায়্য
আগ্রহাতিশয় দেখাইতেছে—কোনো কোনোটীর জন্ত নিতান্ত অধৈয়্য
হইয়া উঠিতেছে।

বিজ্ঞানের ক্ষু মৃত না হউক; শিরের জন্ম যত না হউক; সমরকুশলতার জন্ম যত
ক্ষিত্র জন্ম, স্বান্ধর জন্ম, স্বান্ধর হীন্দ্র
মোচন ক্ষ্মান্ত ক্ষিত্র মহা ব্যস্ত। বাহারা হিন্দুনাম ত্যাগ

কাররাছে 👫 🛍 মন হিন্দুবংশোত্তব ব্যক্তিগণও হিন্দু সমাজের উন্নতির আশার महा दाख चाट्टन ! को मिटारे बाखका, को मिटारे काकना, को मिटारे चाना-त्वाध, क्रोमिशाई पाछाव स्मानत्त्र यश्र ! त्मरे क्रोमिशाव क्यांत्रा क्यांत्रा দিগে 🕏 উদ্যোগ, এত আড়ম্বর, এত অসহিষ্ণুতা, যে, এক বংসরে—এক भक्क- এক' মানে- একদিনে- আ! এই দণ্ডেই- এই মুহুর্তেই हिन् সমাজ যদি মহাপ্লাবনের ভায় কোনো অলোক-সামাভ ঘটনায় বিপর্য্যন্ত হইয়া—আমূল উৎক্ষিপ্ত হইয়া—কোনো অভিনব নাম ও অভিনব স্বভাব ধারণ করে, তবেই তাঁহাদিগের অত্যুগ্র আগ্রহের শাস্তি হইতে পারে! **ফলত: পূর্ব্ব ও বর্ত্ত**মান আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, সমাজ-পদ্ধতি মাত্রই পুর্ব্বোক্ত অপুর্ব্ব আলোকের আভায় অনেকের চক্ষেও কল্পনায় এরূপ ভাবে দৃষ্ট হইতেছে, যেন তাহার সমস্তই অব্যবহার্য্য, অনার্য্য, অপকারক, স্থতরাং ভদ্রলোকের অগ্রাহ। তত্তাবতের আভ্যস্তরিক কোনো গুণ আছে কিনা, তাহা সেই অগ্নি ভেদ করিয়া দেখাইতে পারে না। বছকালের বাহিক মলাতে আচ্ছন, ভিতরের কথা কে বলিতে পারে ? ওতপ্রোতভাবে এবং বিদীর্ণ করিয়া না দেখিলে সার বস্ত অবশ্রই অদৃশ্র থাকা সন্তব। যাঁহারা भरन करतन, সমুদায়ই দেখিলাম, সমুদায়ই চিনিলাম, ভালমন্দ বুঝিতে পারিশাম, তাঁহারা কতদুর দেখিয়া কিরূপ পরীক্ষার জোরে এই কথা বলেন ? স্ক্রামুস্ক্র রূপে আভ্যন্তরিক ভাগ পরীক্ষা করিয়া কি বলেন ? না, এ ষ্মনলের দীপ্তিতে বাহভাগ যতটুকু দেখা যায়, তাহাই দেখিতে পাইয়া সম্ভূষ্ট ছইয়া এই সিদ্ধান্ত করেন ? বোধ হয় শেষেরটীই হইবে। যদি শেষেরটী ভ্য়, তবেতো দে দেখা দেখাই নয় ! কিন্তু আশ্চর্য্য এই, কেহ যদি বলে, তোমাদের দেখা ঠিক দেখা হয় নাই, তবে ওহোৱা ঐ অনলকে—ঐ পাশ্চাত্য বিদ্যার অগ্নিরাশিকে—আরো দীপ্ত করিয়া দেন—তদ্দেশের দৃষ্টান্ত ব্লপ দাহ भाग किया (मह अधित आदता अवन करतन, कतिया वरनन, राम रामिश किंक দেখা হইয়াছে কি না ? ফলতঃ সেই বিজাতীয় অগ্নির এমন একটা ধর্ম আছে, ভাহার আলো যত বাড়ে, দ্রপ্তব্য আচার ব্যবহারের গাত্র-মলা ততই বেশী দৃষ্ট হয়—তত্তাবতের প্রতি গুণা সেই পরিমাণে আরো ক্ল্যক্রিত থাকে—আপত্তি-কারীদের মুখের উপর আরো অউহাস, আরে

পারিবারিক।

তথন সেই দৃষ্ট বস্ত গুলি "পদার্থ ই" নয়, এই সিদ্ধান্তটা হিন্দুর **ক্রব**দ, মুসল-মানের কোরাণ, প্রীষ্ঠানের বাইবেলের ন্তায় অন্তান্ত হইয়া উঠে!

কিন্ত সেই তেজােময়ী, অত্যন্ত দীপ্তিময়ী বিদ্যার অত তেজ না বাড়াইয়া
স্বলমাত্র আলােকের মৃছ কিরণ দারাই যদি আচার ব্যবহার গুলিকে ব্রাভিয়া
চাড়িয়া, উল্টাইয়া পাল্টাইয়া, অভ্যন্তর ভাগ খুলিয়া থালিয়া দেখা যায়, তবে
অবশ্রই আর এক প্রকার দেখাইবে—ভাল হ'ক মন্দ হ'ক একবারে সেরপ
শুকারজনক গাত্রমলার স্থায় আর দেখাইবে না! সত্য সত্য কিছু আদিম
কালের চূড়ান্ত সভ্যজাতির সামাজিক কার্য্য-প্রণালী এতই অসার—এতই
বস্তহীন—এতই ফোঁফ্রা হইতে পারে না! ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ ইতিহাসবন্তর
এল্ফিনিষ্টন সাহেব তল্প তন্ন বিচারের পর রাজ্যশাসন ও সমাজ সম্বন্ধে গ্রীকজাতির অপেকা হিন্দুদিগের প্রাধান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন;—

"It might be easier to compare them with the Gaeeks, as painted by Homer, who was nearly contemporary with the compilation of the Code (মৃত্ব); and however inferior in spirit and energy, as well as in elagance, to that heroic race, yet, on contrasting their law and forms of administration, the state of the arts of life, and the general spirit of order and obedience to the laws, the eastern nation seems clearly to have been in the more advanced stage of society. Their internal institutions were less rude; their conduct to their enemies more humane: their general learning was much more considerable; and in the knowledge of the being and nature of God, they were already in possession of a light which was but faintly perceived even by the loftiest intellects in the best days of Athens. Yet the Greeks were polished by free communication with many nations and have recorded the improvements which they early derived from each; while the Hindu civilization grew up alone, and thus acquired an original and peculiar character, that continues to spread an interest over the higher stages of refinement to which its unaided efforts afterwards enabled it to attain. It may, however be cubted whether this early and independent civilization was misfortune to Hindus; for seeing themselves superior to all tribes of whom they had knowledge, they learned to despise the institutions of foreigners and to revere their own, until they became incapable of receiving improvement from without, and averse to novelties even amongst themselves."

ষ্ঠতাবে সেই দীপ্ত অগ্নিকে আর উদ্দীপ্ত করিও না, কি জানি অতিশয় উত্তাপে অক দাহ, কি হয়তো গৃহ দাহ পর্যন্তও ঘটিতে পারে। আর যদি উদ্দীপ্ত করিবে, তবে শিল্প বিজ্ঞান প্রভৃতি দেশের প্রকৃত অভাব-বাচক পদার্থ দর্শনার্থেই উদ্দীপ্ত কর ; তাহাতেই ইউরোপীয় জ্ঞানরূপ গ্যাদের আলোক বড় আবশুক ; আনাদের দানাজিক আচার জন্ত সে গ্যাদের প্রয়োজন কি ? দেশীয় বর্ত্তিকাতেই সে কাজ হইতে পারে—তাহাতে যদি পরিষ্কার দেখিতে না পাও, না হয় ইউরোপীয় যুক্তি রূপ দানান্ত কাচের আলোকাধার গ্রহণ করিলেই মনোভিলাব পূর্ণ হইবে !

এই শেষেক্ত প্রণালীতে কার্য্য করিবার অভিপ্রায়েই দেশহিতেচ্ছু মহাশরেরা এই "জাতীয় সভাকে" প্রতিষ্ঠিতা করিয়াছেন। সমাজের দেবি গুণ
অল্লে অল্লে দর্শন, অল্লে অল্লে গুণের বর্দ্ধন, অল্লে আল্লে দেবির সংশোধন,
আল্লে আল্লে সোলাত্র-রস স্বজাতি মধ্যে সিঞ্চন, অল্লে আল্লে স্বজাতীয় ধর্ম ও
সমাজ-বন্ধনকে দৃঢ়ী করণ, ইহাই এই সভার প্রধান উদ্দেশ্ত। তাহা করিতে
গেলে অপ্রে সমাজের ধর্ম; পরে তাহার আচার ব্যবহার-তত্ত্বের তত্ত্বাবধান
করিতে হয়। সে গুলি কি অবস্থায় ছিল এবং কি দশায় উপস্থিত, তাহা
সন্ধান না করিলে—ক্ষত স্থানের মধ্যে শলাকা সন্নিবেশ না করিলে—রোগ
কোথায়? কতদুর? আছে কি না? ইহা জানা যাইবে কিলে? ধর্মের বিবর
গত অধিবেশনে স্থযোগ্য অমুসন্ধারীর দারাই অমুসন্ধান করা হইয়াছে।
তাহাতে আশাতিরিক্ত ফল লাভ করা গিয়াছে *। স্তরাং পরবর্ত্তী জ্ঞাভব্য
"হিন্দু-আচার-ব্যবহার" বিষয়টীর তথ্য গ্রহণের আবশ্রকতা করেকজন চিস্তাশীল সভ্যের মনে স্থভাবতঃই উদিত হইল। বিষয়টী যেমন প্রয়োজনীয়,
তেমনি গুক্তর। ইহার আলোচনা এই সভার দ্বারা অবশ্রুই হওয়া উচিত।
কিন্তু যেরপ ব্যক্তির দ্বারা হওয়া আবশ্রুক, তাহা ঠিক হইতেছে না। সভা-

ইহার পূর্বে সভায় স্কুপ্রসিদ্ধ ভাবুক রাজনারায়ৣঀ বয় মহাশয় কর্তৃক
"হিন্দুধর্মের প্রেইতা" নামক বক্তৃতা হয়।

, পারিবারিক।

ছলে বক্তামাত্রেই শিষ্টাচারের বশে আপন অযোগ্যতা প্রথমেই ধেনন জানাইয়া থাকেন, আমি সেরূপ মৌধিক লৌকিকতার ইহা বলিতেছি না। এরূপ প্রবন্ধ-লেথককে আর্য্য-জাতির শাস্ত্রীয় জ্ঞানে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ হওয়া আবশ্যক। বর্ত্তমান বক্তা তাহাতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। এরূপ লেথককে পূর্ব্ধ কালিক ও আধুনিক সামাজিক ও ধর্ম বিষয়ক ইতিহাসের জ্ঞানে স্থাক হওয়া চাই। অভ্যের বলিবার পূর্ব্বে আপনিই স্বীকার করিতেছি, সেরূপ জ্ঞানের সহিত বক্তা দ্রতর সম্বন্ধই রাধিয়া থাকে! প্রকৃত প্রস্তাবে এরূপ প্রস্তাবের লেথক বঙ্গীয় সমাজে হুই চারিজন পাওয়া যায় মাত্র। যদি বলেন, তবে কেন এমন ছরুহ কার্যের তার গ্রহণ করিলে। তার গ্রহণ করিবার হুইটা কারণ আছে।

তাহার প্রথম, যোগ্যব্যক্তিগণকে উত্তেজিত করা—তাঁহারা আলভে মৌন আছেন, সেই ওঁদান্ত ভাঙ্গিরা দেওয়া। এই প্রবন্ধ মধ্যে অবশ্রই অনভিজ্ঞতা ও অযৌক্তিকতা দোষ লক্ষিত হইবে, হইলে তথন, বত্রিশসিংহা-সন-বর্ণিত মৌনবতীর মান ভঞ্জনের স্থায়, তাঁহারা অন্থায় সহ্য করিতে পারি-বেন না—অন্থায় সহ্য করা অলসেরও সাধ্য নয়—অন্থায় দেথাইতে কথা কহিবেন; কহিলেই বিষয়টীর সম্যগালোচনা হইয়া উঠিবে!

দিতীয় কারণ, যথা সাধ্য সিদ্ধিয়ে লিগু হওয়া সকলেরই উচিত। অধিকী
দাধ্য, সম্পূর্ণ যোগ্যতা, যথোচিত ক্ষমতা নাই, তাতে কি ? তাজমহলের ভায়
পুরী নির্দ্ধাণে অসামর্থ্য বশতঃ কি কেউ আর পুরী নির্দ্ধাণ করিতেছে না ?
ইলোরার গুহা-থোদকের ভায় নৈপুণ্য নাই বলিয়া কি আর কেহ পাষাণের
বায় বাঁটালীর আঁচড়টা দিতেছে না ? না, কালীদাসের অলোকিক প্রতিভা
প্রাপ্ত না হইলে কেহই আর কাব্য রচনার প্রবৃত্ত এবং তান্দানের ভায় অভ্ত
বিজ্ঞ নাই বলিয়া কেহ আরু সঙ্গীত ব্যাপারে নিযুক্ত হইতেছে না ? ঢাকা
মার শান্তিপুরে চমৎকার বন্ধ বরন হয়, হউক ; প্রাম্য উত্তি—প্রাম্য মুগী সে
সঙ্গে ত্রিশ নম্বরের স্তা বুনন ছাড়িবে কেন ? মৃদ্ধ এই মহদ্পীস্ত সম্মূণে
বাহিয়াই আমার আ'জ্ এই অসমসাহদিক কর্ম্বে প্রবৃত্ত হওয়া। এই ত্ইটা
চারণ অরণ না হইলে কদাচই ইহাতে অগ্রসর হইতে পারিতাম না। অতএব
হস্র ক্রটা হইলেও সন্ধদ্য স্রোভ্বর্গের সদম্য হুদ্য প্রপ্রত্ত হইলাম।

বিষয় ভাগ।

আমি মানদ করিরাছি, এই প্রস্তাব লিখিতে ধর্ম-প্রতায় ও ধর্মবিচার হইতে যত দূর অন্তর থাকা সম্ভব তাহাই থাকিব। ইহাতে যে যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা যাইবে, প্রয়োজনায়ুদারে তাহার পূর্ব্ব, মধা ও বর্ত্তমান অথবা পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান অথবা স্থন্ধ ও বর্ত্তমান অথবা স্থন্ধ করা উচিত। অতএব ইহাকে প্রথমতঃ ছই প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যাইতেছে। প্রথম পারিবারিক। দ্বিতীয় সামাজিক। বিচার্য্য বিষয়গুলির মধ্যে কোনো কোনোটার প্রকৃতি এরপ যে, তাহা পারিবারিক ও সামাজিক উভ-ধর্মাক্রান্তম্ব; যেমন বিবাহ। কিন্তু বিবাহ সম্বন্ধীয় অধিকাংশ ব্যাপার পরিবারের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং হিন্দু গৃহছের গৃহস্থালীর আদি স্বত্ত, এইজন্ত ইহাকে পারিবারিক ভাগেই সন্নবেশিত করাগেল। এই সঙ্কেতামুদারে যে বিষয়তী বেদিগে সম্বিক সম্বন্ধ রাধে, তাহাকে সেই ভাগেই কেলা গিয়াছে। ফলতঃ পারিবারিক ও সামাজিক ব্যাপার প্রায় একই বস্তু। আমাদের প্রয়োজন সাধন জন্তই পৃথক্ করা হইতেছে।

এই ছই ভাগই অদ্য আলোচিত হওনের কল্পনা ছিল। কিন্তু প্রথম ভাগ লিখিতে লিখিতে দেখা গেল, যে এক দিনের অধিবেশনে এই দ্বিভাগবিশিষ্ট সমৃদর প্রবন্ধনী পঠিত হইলে, শ্রোভ্বর্গের বৈরক্তির কারণ ইইরা
উঠিবে। প্রথম যথন এই প্রবন্ধ লিখিবার কথা উঠে, তথনই বুঝা গিয়াছিল
যে, এক দিনে ইহা হওয়া ভার। কিন্তু লিখিতে লিখিতে ষেত্রপ হইয়া উঠিল,
সেরূপ যে হইবে, তথন স্পষ্ট বুঝা যার নাই। নিস্প্রোজনে বেশী বর্ণনা
হইয়া যে এরূপ ঘটিল, তাহা নহে। প্রস্তাবের অন্তর্গত প্রত্যেত প্রসন্ধই
শুক্তর ও বিস্তৃত। তাহার অধিকাংশেরই পূর্বে বুজান্ত কিছু জানা চাই।
কোনো কোনোটীর সম্বন্ধে নানা দিগে নানা মত। তত্তাবতের সংক্ষিপ্র
উল্লেখ ও কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলেও বহু হইয়া পড়ে। স্ক্তরাং
প্রস্তাব্দী নিজের প্রকৃতিতেই দীর্ঘ হইয়া উঠিয়াছে, লেখকের অনাবশ্রকীয়
বাগাড়ম্বর কম্বনহে। বরং ইহার কোনো কোনো প্রত্যেল বাহ্বর সমরের
কোনো কোনো ক্রানা ক্রেনা কোনো কোনো প্রবন্ধ সমরের

স্বন্ধতায় যথোচিত রূপে গঠিত নাহওরার ক্লোভ রহিয়া গেল। ভরসাকরি গুণজ্ঞ বুধমণ্ডলী সর্কপ্রকার ক্রটীর জন্মই ক্লমা করিবেন।

এক্ষণে প্রথম ভাগকে আবার চারিটী উপভাগে বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা আবশ্যক বোধ হইতেছে, যথা ;—

প্রথম। জাত কর্মাদি বিবাহের পূর্ববর্তী সংস্কার। দ্বিতীয়া বিবাহ। তৃতীয়া সংশ্লিষ্ট পরিবার।

চতুর্থ। পরিবার মধ্যে পরস্পারের আচরণ ও অন্তঃপুরের আচার ব্যবহার ইত্যাদি।

প্রথম অধ্যায়।

জাতকর্মাদি বিবাহের পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্কার।

'জাত' শব্দ ব্যবহার করাতে সস্তান ভূমিষ্ঠ হওনের পরের কথাই বুঝাইবে না—গর্ভে জাত অর্থাৎ গর্ভ সঞ্চারাবধি সময়কেও গণ্য করিতে হইবে। অস্তঃসন্থা অবস্থায় হিন্দু পরিবারে পূর্বকালে কিন্ধপ আচরণ আচরিত হইত এবং এক্ষণেই বা কি হয়, তাহা দেখা কর্ত্তব্য। যে হিন্দুগর্ভে ভীমার্জ্ঞ্দরাম শ্রাম জন্মিয়াছিলেন, এখনও তো সেই হিন্দু-গর্ভ আছে, তবে কেন স্থোকৃতি প্রকৃতির সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় না, তাহা চিম্বা করিলে যত কারণ অম্পুত্ হয়, তত্মধ্যে পিতা মাতার দৈহিক অবস্থা সামান্ত হেতু নহে। বহু পূর্বে কালেঃ হিন্দু মহাত্মারা তাহা সম্যুগ্ ব্রিতেন। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে লিখিত আছে;—

অত্যাশিতোহধৃতি ক্ষুব্ধঃ সব্যথাঙ্গঃ পিপাসিতঃ। বালোবুদ্ধোন্যরোগার্ভস্তকেন্রোগীচ মৈথুনং॥

অতিশয় ভোঞ্চী, কুধিত, চঞ্চল, বেদনাযুক্ত, পিপাস্থ, বালক, বৃদ্ধ এব উৎকট রোগ-গ্রস্ত স্ত্রীপুরুষ এককালেই সহবাস পরিত্যাগ করিবে। অতি প্রাচীন সংহিতাকার মন্ত্র মহাশন্ত উৎকট রোগ-গ্রস্তকে বিবাহ করিতেই এককালে নিষেধ করিরাছেন। আধুনিক দর্শন-শাস্ত্রবিৎ ইউরোপীর পণ্ডিতগণের মতের সহিত ইহার সম্পূর্ণ ঐক্য আছে।

অত এব জনক জননীর দৈহিক অবস্থার উৎকর্ষ ভিন্ন স্কৃষ্ণ বলিষ্ঠ সন্তানের জাশা র্থা। তঘ্যতীত গভাবস্থায় গভিণী-কর্ত্ত্বক করেকটা স্থনিয়ম পালন, অন্ত কর্ত্ত্বক গভিণীর স্থপালন এবং গভি-দোহদস্বরূপ উপমৃক্ত্রু উপভোগাদি কারণ গুলিও বড় সামান্ত কারণ নহে।

বৈদ্যক ও ধর্মশাস্ত্রে পরিকার রূপে ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, যে হেতু, প্রতি নাদে নারী পুশিত হওনের চতুর্থ হইতে যোড়শ দিন পর্যান্ত অপত্যোৎ-পাদনের কাল, তদতিরিক্ত সময়ে পরমাদের তদবটনা হওন পর্যান্ত জদসেতি-শ্যা পৃথক হওয়া আবশুক। "এবং তামভিসঙ্গম্য পুনর্মাসান্তজেদদৌ।" (আরুর্কেদ) এইরূপ ব্যবস্থার ফল কথা এই যে, পরমাদে যদি গর্ভ সঞ্চারের লক্ষণ আভাষিত হয়, তবে সেই অতন্ত্র শ্যা দীর্ঘব্যাপী হইল—সন্তান হওয়া পর্যান্ত স্ত্রীপুরুষের অতি নৈকট্যভাব আর থাকিবে না। আর যদি পরমাদে তদ্ধেপ লক্ষণ লক্ষিত না হয়, তবে চতুর্থ হইতে ষোড়শ দিন যাবৎ সেই পার্থক্যের কোনো আবশ্রক্তা নাই। অরামুশ্যায় জীব-সঞ্চারের পর অহিত নিবারণের শুভ উদ্দেশেই এই সকল স্থনিয়ম পূর্মকালে প্রতিপালিত হইত।

ক্রমে এই শাসন শিথিল হইরা ইতিপুর্ব্বে এতাবনাত্র সাবধানতা দৃষ্ট হইত, গর্ভ সঞ্চারের তিন চারি মাস পরে "কাণার মা আর কাণার বাপ" এক ঘরে শরন করিতেন না! আ'জ্ কা'ল্ আবার সে টুকুও নাই—এখনকার স্থাশিক্ষিতা জ্ঞান-গর্ব্বিতা তরুণীগণ যতক্ষণ প্রস্ব বেদনায় কাতরা না হন, ততক্ষণ পর্যান্ত স্থামীর পার্শ্ববর্ত্তিনী পাকিতে ক্ষান্ত হয়েন না! অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি! ইহার পরে আরো বা কি হয়! ইহার পরে হয় তো হতিকাগার প্রবেশ-কালে স্বামীকে ত্যাগ করিয়া যাইবেন না!

পুরাকালে এই শুভকর নিয়মের আয়ুক্ল্যে পুষ্প, চন্দন প্রভৃতি সৌগন্ধ দ্রব্য, আদিরসাত্মক সঙ্গীত বা কাব্যাদি প্রবণ, অয়ুপযুক্ত স্থীসঙ্গ প্রভৃতি বিলাস-রসোদীপক বস্তু ও ভাব-মাত্রই পরিত্যক্ত ছিল। অর্থাৎ অন্তর্বামী কামিনীর স্বামী-সঙ্গ-ইচ্ছা যাহাতে না হয়, তিছিখান করা হইত। অধুনা তন্মধ্যে কেবল পূস্প ও আতর পোলাপাদি শুঁকিতে ও ব্যবহার করিতে চেতনী গিলীরা মানা করিয়া থাকেন! কিন্তু কেন যে তাহা ব্যবহার করিতে নাই, তাহা তাঁহারা জানেন না। এদিগে শান্ত্রকারেরা যে কারণে উহা নিষিদ্ধ করিযা গিয়াছেন, সে কারণের পিতা পিতামহ পর্যান্ত হইয়া যাইতেছে! তবে অকারণে উদ্দীপনের নিষেধ করিলে ফল কি প

তৎকালে এত্ব্যতীত আরো বছবিধ শুভকারিণী সতর্কতার সমাশ্রম লওরা হইত। ত্রিশেষ বলা এরপ প্রবন্ধের আয়তনে সম্ভব নহে, কেবল কিঞ্চিৎ বুঝাইবার উদ্দেশে স্থলভ পত্রিকোক্ত আয়ুর্ব্বেদোক্ত বচন নিমে উদ্বৃত হইতেছে। যথা;—

গর্ভিণী প্রথমাদহুঃ প্রহৃষ্টা ভূষিতা শুচিঃ। ভোজ্যন্ত মধুর প্রায়ং স্নিগ্ধং হৃদ্যং দ্রব্যং লঘু॥ সংস্কৃতং দীপনীয়ন্ত নিত্যমেবোপযোজয়েৎ। গুর্বিণী নতু কুব্রীত ব্যায়ামমপতর্পণং॥ ব্যবায়ঞ্চ ন সেবত ন কুর্য্যাদতিতর্পণং। রাত্রে জাগরণং শোকং যানস্থারোহণং তথা। রক্তমোক্ষং বেগরোধং ন কুর্য্যাত্রৎকটাশনং। মলিনাং বিকৃতাকারাং হীনাঙ্গীং ন স্প্রদেৎ স্ত্রিয়ং॥ নিজত্রেদপি তুর্গন্ধং ন পশ্যেন্নয়নাপ্রিয়ং। वहाः नि नां भ भू यां कर्न त्यां तथियां निह ॥ নামংপযু ্যদিতং ত্মুক্ষং ভুঞ্জীত ক্ষথিতঞ্যৎ। চৈত্যশাশান রুদ্ধাংশ্চভাবাংশ্চাপ্যযশস্করান ॥ विश्विक्षांभागः त्कांभः भृष्णांभात्रकः वर्ष्क्रायः । নোচৈত্র রাৎ ন তৎকুর্ব্যাৎ যেন গর্ভো বিনশ্যতি। তৈলাভ্যঙ্গোষর্ভনেচ নাত্যর্থং কার্য্যেদ্পি। নমূঘান্তরণং কুর্য্যান্নাত্যুচ্চং শ্য়নাশনং ॥ ইত্যাদি।

অস্যার্থ:। গর্ভিণী নারী প্রথম দিবসাবধি অতি মনোহর বেশ ভূষা সমাধাম পূর্বক পরম প্রাকৃত্ন চিত্তে কাল্যাপন করিবেন। এবং অগ্নিসন্দীপনী স্থমপুর স্লিগ্ধ লঘু দ্রব্য ভোজন করিবেন। ব্যায়াম, লজ্মন, স্বামী-সন্জোগ এবং অতিশয় স্লিগ্ধাদি সেবাও কদাচ করিবেন না। রাত্রি-জাগরণ, শোক, যানারোহণ, রক্ত-মোক্ষণ, মলম্ত্রাদির বেগধারণ এবং উৎকট আহার পরিত্যাগ করিবেন। বিক্বতাকারা অঙ্গহীনা নারী ও নয়নের অপ্রিয় পদার্থ দশন করিবেন না এবং ছর্গন্ধ দ্রবের ঘাণ লইবেন না। কর্ণের অপ্রিয় বাক্য শ্রমণ এবং পর্যুচিত ভক্ষ ছর্গন্ধ অন্ধ ভোজন করিবেন না। ভয়ন্ধর শাশানভ্মির ভাব আন্দোলন, লোলচর্ম কদাকার বৃদ্ধের মূর্ত্তি ভাবনা, অযশস্কর কর্মা, বহির্গমন, শৃশু গৃহ, এই সকল পরিত্যাগ করিবেন। উচ্চক্রথা কহিবেন না, এবং যাহাতে গর্ভ বিনাশ হয় এরূপ কর্ম্ম ও অতিশয় তৈল মর্দ্ধন করিবেন না। অত্যন্ত স্থকোমল শ্য্যায় শ্রন করিবেন, কিন্ত্র তাহা অতিশয় উচ্চ করিবেন না, ইত্যাদি।

ইত্যাকার কত উপায়, কত নিয়ম, কত শুশ্রষাই বিধিবদ্ধ ও ব্যবহারদিদ্ধ ছিল, তাহার কত উল্লেখ করিব। তৎপরে অন্তান্ত দৈব মান্সলিক আচারের তো কথাই নাই। আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের নবাবিদ্ধৃত মতের সহিত সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বের উক্ত ব্যবস্থার অধিকাংশ যে এতদ্রপ সম-বেদনাশীল, ইহাই আশ্চর্যা! যে বৃদ্ধির সাগরেরা বলেন, হিন্দু-আচার-ব্যবহার কিছুই নয়, উক্ত ব্যবস্থা-লিপি পাঠ করিয়া তাঁহাদের বৃদ্ধির পায় নমস্কার করিতে কি ইচ্ছা হয় না ? পঞ্চামৃত, কাঁচাসাধ, পাকা সাধ প্রভৃতি প্রথা কি নিন্দাম্পদ ? এ সব কি শুভোৎসবের সোপান নয় ? এ সব কি মান্সল্য-ব্যঞ্জক চিত্তরপ্রক অন্তর্চান নয় ? যদি সন্তানের ভাবী প্রকৃতির বীজ জরায়ু-ক্ষেত্রেই অন্তর্গ্রক অন্তর্গন করে, একথা সত্য হয়; যদি তত্ত্বপ্র প্রস্তুতিকে সার্বানে, স্বাস্থ্যে, সন্তোমে, স্বশ্বে রাখা কর্ত্ব্য হয়, তবে এসব কি নিরবচ্ছিন্ন তাহারি উত্তরসাধক সত্পায় নয় ? এ সব পরিত্যাগ করিবার হেতু কি ? যে দেশের বিদ্যা শিথিয়া এ দেশের সকলই দ্যা বোধ হইতেছে, সে দেশে ইহা নাই বিদ্যা কি এদেশেও থাকিবে না ?

এক্ষণে সন্তান ভূমিষ্ট হওরার পর জাত-ক্রিয়াদি ও হুতিকাগার সম্বন্ধে যংকিঞ্চং বক্তব্য। শাস্ত্রে হুতিকাগৃহের কিন্ধণ নির্দেশ আছে, তাহা নিশ্চম করিতে আমি সাবকাশ পাই নাই। কেবল "হুতিকাগৃহাক্কতিঃ—অষ্টহস্তায়তং চাক্ষ চতুর্হস্ত বিশালকং।" চারি হস্ত প্রশস্ত, অষ্ট হস্ত আয়ত মনোহর হুতিকাগৃহ হওয়া আবশুক, ইহাই স্মরণে আছে। ইহাই যথেষ্ট। যে প্রকার হুতিকাগৃহ সচরাচর দৃষ্ট হয়, তাহা অশুচি ও অনাচারের ভয়ে অতি জম্মগ্রুপ্রে জম্ম স্থলেই নির্মিত হইয়া থাকে। তাহার পরিবর্ত্তন আপনা হইতেই হইয়া আসিতেছে এবং সেই পরিবর্ত্তনই নিতাস্ত প্রার্থনীয়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে নাড়ীচ্ছেদ প্রভৃতি জাত-কর্ম প্রকালের স্থায় অদ্যাপি কিছু কিছু প্রচলিত আছে। কিন্তু যেরপ্রপ্রাত্রীত। ধাত্রীর লক্ষণ এইরপ্র লিথিত আছে,

স্থবর্ণাং মধ্যবয়দাং দচ্ছীলাং মুদিতাং দদা।
শুদ্ধত্বধাং বহুক্ষীরাং দবৎসামতিবৎদলাম্ ॥
স্বাধীনামল্লদস্তফাং কুলীনাং দজ্জনাত্মজাং।
কৈতবেন পরিত্যক্তাং নিজপুত্রদৃশাং শিশো॥
স্বায়ুর্বেদ।

মধ্যবয়স্কা, স্থানীলা, সর্বাদা হর্ষযুকা, বিশুদ্ধগা, সপুজা, অত্যন্ত দয়াধিতা, স্বাধীনা, অল্লে সন্তুষ্টা, সৎকুলোদ্ভবা, সজ্জন-ছ্হিতা, ছলরহিতা, শিশু প্রতি নিজপুজ্বসুল্য দৃষ্টা, ইত্যাদিরূপ বছগুণসম্পন্না ধাত্রীই প্রশস্তা।

অধুনাতন কালে ইহার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ প্রকৃতি আকৃতির ধাত্রীই নিযুক্ত।
হয়। অনুমান হইতেছে, পূর্বকালে স্তিকাগার-বাদিনী হইলেই এক্ষণকার
স্থায় এমন অম্পৃঞ্জা হইতে হইত না। অথবা তথন শিক্ষিতা ধাত্রী রমণীর
স্বতন্ত্র শ্রেণী ছিল, নচেৎ এমন রূপ-গুণযুক্তা ধাত্রী কোথায় পাওয়া যাইত ?

বাহুল্য ভয়ে ধাত্রী সম্বন্ধে আরো যে সব ব্যবস্থা এবং উপাথ্যান আছে, তাহা বলিতে পারিলাম না। সেই ব্যবস্থাতে স্পষ্ট আদিষ্ট হইয়াছে বে, যাহারা পরিস্কৃত নয়, সদাচারিণী নয় এবং ভদ্র মহিলার সহচারিণীর যোগ্যানয়, এমন সকল স্ত্রীলোককে ধাত্রী কবিবে না। এখন অত্যন্ত ইতর লোকের

মেরেরাই ধাত্রী হয়, স্থতরাং যত জবতা হওয়া সম্ভব, তাহাই হইয়া থাকে। দেশস্থ লোকের এ বিষয়ে মনোযোগী হওয়া আশু কর্ত্তব্য।

অপিচ স্তিকালয়ের কতিপয় নৃতন প্রথা যাহা প্রবর্ত্তিত ইইয়াছে, ভদ্র লোকে তাহার অন্ধনাদন কদাচই করিতে পারেন না। সে সমস্ত লইয়া কাল হরণ করা বিধেয় নহে। অতএব তৎপরিত্যাগ পূর্ব্বক জাতায়ুষ্ঠানের আর ছই একটা কথার উল্লেখ করিয়া অন্তর্ত্র গমন করা উচিত। পাঁচট্, আটকোড়ে, ণদ্ধা, ষষ্ঠা পূজাদির ব্যাপার ধর্ত্তব্যই নহে, স্ত্রীসমাজের সংস্কারাধীন মান্দল্য-কর্ম বিশেষ দোষাবহ হইতে পারে না। স্ত্রী সমাজ স্থাশিক্ষিত হইলে আপনা হইতেই তাহার যথোচিত সংস্করণ হইয়া আদিবে। তজ্জন্ত যুক্তি, বিচার, বছল বাগাড়ম্বরের কোনো প্রয়োজন নাই। সে সব আচার থাকিলেই বা কি, আর না থাকিলেই বা কি। কিন্তু গর্ভাবস্থার যে সমস্ত প্রকরণ পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, অথবা বাছল্য ভয়ে যাহা হয় নাই, তত্তাবতের প্রতি চিত্তার্পণ করা শিক্ষিত হিন্দু মাত্রেরই উচিত।

শুভ অন্ধপ্রাশন ও নামকরণ অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়। আমাদের বর্ত্তনান শিক্ষাগুরুদের দেশেও তল্লপ একটা প্রথা প্রচলিত আছে। স্থতরাং নব্য সভ্যগণ তাহাতে আপত্তি না করিতেও পারেন! কেবল পৌতলিকতা-মূলক দেবার্চনার জন্ম যাহা কিছু গোল! কিন্তু ধর্ম্ম-প্রত্যয়ের কথায় স্বতন্ত্র থাকা যথন অভিপ্রায়, তথন তাহার ইতিকর্ত্তব্যতার বিচার-ভার অন্থের উপর থাকিল। কেবল এই মাত্র বলিতে পারি, যথন স্থদ্ধ হিন্দু সমাজের আচার ব্যবহারের বিষয় এই প্রবন্ধে বিচার্য্য, তথন অহিন্দুর কথা এন্থলে আসিতেই পারে না। তবে কেনই বা অন্ধ্রপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, প্রত্তি বিবাহের পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্কারগুলিকে স্থন্দ্র, প্রথা বলিয়া উল্লেখ না করিব ? এই সকল দেশাচার পূর্বকালের বাহুল্য-ব্যাপারের তুলনায় এক্ষণে হীনাল হইয়া উঠিয়াছে। কেবল মূলাংশে কতক নিয়ম সংরক্ষিত হয়; বোধ হয় ক্রমে আরো হ্রাস হইয়া যাইবে। পূর্ব্ব ও বর্ত্তনানের প্রভেদ ব্যাইবার জন্ম বহু প্রাচীন মন্থ সংহিতার তির্বন্ধক ব্যবস্থা হই চারিটা উদ্ধৃত হইল। যথা;—

প্রাড়াতিবর্দ্ধনাৎ পুংসো জাতকর্ম বিধীয়তে। মন্ত্রবৎ প্রাশনকাম্ভ হিরণ্য মধু সর্পিযাং॥ ২অ, ২৯॥ অস্যার্থ:। বালক জন্মিবামাত্র নাড়ীচ্ছেদের পূর্ব্বে তাহার জাতকর্ম নামে সংস্কার করিবেক ও সেই সময় মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক স্কুবর্ণ, মধু ও ঘৃত ভোজন করাইবেক। এখন এ সব না করিয়াই একেবারে নাড়ীচ্ছেদ করে।

নাধেয়ং দশম্যান্ত দাদশ্যাং বাস্থকারয়েৎ। পুণ্যে তিথো মুহূর্ত্তে বা নক্ষত্রে বা গুণান্বিতে॥ ৩০॥

একাদশ বা দ্বাদশ দিবদে নামকরণ করিবেক, তাহাতে না পারিলে শ্বীজ্যোতিঃশান্ত্রোক্ত প্রশস্ততিথি, মুহুর্ত্ত ও নক্ষত্রে করিতে হইবেক।

মঙ্গল্যং ব্ৰাহ্মণস্থ স্থাৎ ক্ষত্ৰিয়স্থ বলান্বিতং। বৈশ্যস্থ ধনসংযুক্তং শূদ্ৰস্থ তু জুগুপিস্তং॥ ৩১।

ব্রান্সণের মঙ্গলবাচক, ক্ষত্রিয়ের বলবাচক, বৈশ্রের ধনবাচক এবং শুদ্রের ব্রিন্দাবাচক নাম রাথিবেক।

এখন এরপ কিছুই নাই। সাতকজি, দোকজি, দোলগোবিন্দ, মানগোবিন্দ,
যৈ জাতিতে যাহার যদৃচ্ছা, সে তাহাই রাখিয়া থাকে! উপাধি বিষয়েও

ক্রিরপ শর্মা, ভূতি ও দাসাদি মঙ্গল, বল, সম্পত্তি ও দাস্যবাচক উপপদ
ক্রিক করিবার ব্যবস্থা ছিল। এখন ব্রাহ্মণের উপাধিতে বল ও পেসা বুঝায়,

র্ষথা চৌধুরী, হালদার, ঘটক ইত্যাদি। শুদ্রের উপপদে উচ্চতা, যথা দেব ও

মিত্র ইত্যাদি। অপিতৃ—

ন্ত্রীণাং স্থোদ্যমক্রুরং বিস্পান্তার্থং মনোহরং। মঙ্গলং দীর্ঘ বর্ণান্তমাশীর্কাদাভিধানবৎ॥ ৩৩॥

্বী যে নাম স্থথে উচ্চারিত হয়, কুরার্থের বাচক না হয়, অনায়াদে যাহার কার্থ বোধ হয়, যাহাতে মনের প্রীতি জন্মে, যাহা মঙ্গলবাচক হয়, যাহার কান্তে দীর্ঘস্বর থাকে, যাহা উচ্চারণে আশীর্কাদ বুঝায়, স্ত্রীলোকের এই প্রকার নাম রাথা কর্ত্তব্য। অধুনা এই নিয়ম প্রায়ই রক্ষিত হইয়া থাকে।

চতুর্থে মাসি কর্ত্তব্যং শিশোণিচ্চুমণং গৃহাৎ। যঠেহন্দ্রপ্রাশনং মাসি যদ্ধেষ্টং মঙ্গলং কুলে॥ ৩৪॥ জাত শিশুর চতুর্থ মাদে ত্র্যা দর্শন করাইবার জন্ম স্ভিকা-গৃহ হইতে
নিজ্রমণ নামা সংস্কার করিতে হয়, পরে ষষ্ঠ মাদে অর্থাশন নামক সংস্কার
কর্ত্তব্য। অথবা আপনাদের কুলে যে সময়ে নিজ্রমণাদি সংস্কার হইয়া থাকে,
তাহা করিবেক।

তৎপরে প্রথম অথবা তৃতীয় বৎসরাদিতে চূড়াকরণের ব্যবস্থা ছিল।

তৎপরে গর্ভসঞ্চারের গণনায় অষ্টম বৎসরে অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ হওনাবধি সওয়া ছয় বৎসরের পর সওয়া সাত বৎসরের মধ্যে ব্রাহ্মণ বালকের উপনয়-নের বিধি ছিল। ক্ষত্রিয়ের ঐরপ গর্ভ গণনায় একাদশ বর্ষে ও বৈশ্রের ছাদশ বর্ষে হওয়া কর্ত্তব্য।

উপনয়ন সময়ে ব্রহ্মচর্য্যের যে রীতি, তিষ্বিধ্যে ক্ষণার চর্মাদির উত্তরীয়, শণবস্ত্রের অধোবাস প্রভৃতি তিন বর্ণের পৃথক্ ব্যবস্থা। কোন্ বর্ণ কিরূপ মেথলা, চর্ম্ম, দণ্ড, উপরীত কিরূপে ধারণ করিবে; কে কিরূপে কি বলিয়া ভিক্ষা করিবে? কে কিরূপে কোন্ অঙ্গুঠে কোন্ তীর্থে আচমন করিবে; কিরূপে ভোজন করিবে; গুরু কর্ত্বক শিষ্যকে কিরূপ শোচাদি ক্রিয়া শিক্ষা দেওয়া ইইবে; অধ্যয়নাদি কিরূপে সম্পন্ন করাইবেন; শিষ্য কিরূপ আচমণ করিবে; কিরূপে সমাবর্ত্তন প্রত্যাবর্ত্তন কাল পর্যান্ত গুরু-কুলে অবস্থান করিবে; কিরূপে সমাবর্ত্তন প্রত্যাবর্ত্তন কাল পর্যান্ত গুরু-কুলে অবস্থান করিবে; কিরূপে হোম-কাঠ ভিক্ষানাদি আহরণ ও অধ্যোশ্যাম শয়নাদি হীনতা স্বীকার করিবে; ইত্যাদি শত শত বিষয়ের বেরূপে বাহল্য ব্যবস্থা ছিল, এখন তাহার অনেক পরিবর্ত্তন ইইয়াছে। এমন কি, কোনো বিষয় একবারেই আর দেখা যায় না—স্লাতক ব্রাহ্মণ এখন আর নাই।

যাহার সমাবর্ত্তন অতি সম্বর সম্পাদিত হয়, তাহাকেই স্নাতক আখ্যা দেওয়া হইত। শিষ্য ঐ আখ্যা পাইবার পুঁর্ব্বে ব্রহ্মচারী থাকেন। ইত্যগ্রে যে সকল আচরণের ইঙ্গিত করা গেল, তদ্বতীত ব্রহ্মচারীকে এই সকলও করিতে হইত যথা;—

মতু। বর্জ্জয়েমধুমাংসঞ্চ গন্ধং মাল্যং রসান্ স্ত্রিয়ঃ।
শুক্তানি যানি সর্ব্বাণি প্রাণিনাকৈব হিংসনং॥ ১৭৭॥
অর্থাৎ মধু, মাংস, কপুর, চন্দনাদি গন্ধজব্য, মাণ্য ধারণ, গুড়, ক্লীদংসর্গ

ত্যাগ করিবে। স্বাভাবিক মধুর দ্রব্য কারণ বশে অস্ন হইয়া শুক্ত নাম পায়, তাহাও খাইবে না। এবং প্রাণি হিংসা করিবে না।

অভ্যঙ্গমঞ্জনঞ্চাক্ষেক্সপানচ্ছত্রধারণং।

কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ নর্ত্তনং গীত-বাদনং॥ ১৭৮॥

অর্থাৎ যাহাকে লোকে আভান করিয়া তৈল মাথা বলে, তাহা করিতে পাইবে না; নয়নে অঞ্জন দান, চর্ম-পাছকা ও ছত্র ব্যবহার ক্রিতেও পাইবে না; বিষয়াভিলাষ, ক্রোধ ও লোভ ত্যাগ করিবে; এবং নৃত্য গীত বাদ্যও ত্যাগ করিবে। ইত্যাদি বিস্তর বিধি নিষেধ আছে। সকল শুনিলে, যাহারা কথনো সে সব ব্যবস্থা পাঠ করেন নাই, তাঁহাদিগকে অবাক্ ইইতে হয়! কয়েক বৎসর পূর্বে শুনা যাইত, দিল্লীত্রে গান শিথিতে গেলে ওস্তাদ্-জীর যেরূপ উপাসনা করিতে হয়, তাহা অসহা! কিন্তু আমাদের বহু-পূর্বেশ্রেরা যে সব শ্বসাধনে জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়া স্লাতক নাম পাইতেন, তাহার নিকট আধুনিক কালের কোনো ক্লচ্ছু সাধনকেই কন্তু সাধন বলা যায় না।

এই কঠোর ত্রত পালনপূর্ব্বক ছত্রিশ বর্ষ ব্যাপিয়া গুরুগৃহে থাকিবার পর স্নাতক ক্রন্ধচারী দারপরিগ্রহণানস্তর গৃহস্থ হইতে পারিতেন!

কৈ ? এখন আর কি তাহার অগুমাত্র দৃষ্ট হয় ? এখন যাহারা শিক্ষার্থী, তাহারা তজ্ঞপ করা দূরে থাকুক, তদিপরীতে বরং এমনি বোধ হয়, যেন শিক্ষা করিয়া শিক্ষককে চরিতার্থ করিলেন—ছাত্রত্ব স্বীকার করিয়া গুরুর প্রতি যেন বিশেষ অমুগ্রহই দেখাইলেন!

এই সকল পূর্ব্বরীতি বর্ণনা করাতে আমার এমন অভিপ্রায় নহে যে, সেই পূর্ব্বরীতি পুনর্ব্বার প্রবর্ত্তিত হউক। পরিবর্ত্তনের ক্রম দেখানোই উদ্দেশ্য। পরিবর্ত্তন-ধর্ম জগতের স্বাভাবিক বৃত্তি। সেই অলংঘ্য প্রকৃতিকে লংঘন করে, কাহার সাধ্য ? অনেক ইউরোপীয় ও ইউরোপীয়-জ্ঞানালোক-সম্পন্ন ব্যক্তিরা বলিয়া থাকেন, হিন্দুসমাজ সহস্র সহস্র বৎসরেও অপরিবর্ত্তি তভাবে চলিয়া আসিতেছে। বস্তুকর্তৃক তাহা নহে। যাহা বলা গেল তাহা এবং বক্ষ্যান অস্থান্থ বিষয়েও এইরূপ পরিবর্ত্তন দৃষ্ট ইইবে। সমাজের আদ্যাবস্থার ব্যবস্থা পরবর্ত্তী কালে অবশ্রই অবস্থাস্তর প্রাপ্ত হইবে। তাহাতে এখন তো

বিপুল পরিবর্ত্তনের যুগ—কোনো কোনো আভ্যন্তরিক প্রক্রিয়া যোগে আপনা হইতেই সকল বিষয়ের রূপান্তর দিদ্ধ হইতেছে। যথন এরূপ অবস্থা, তথন দল বাঁধিয়া পূর্ব্ব সমাজ ছাড়িয়া বলপূর্ব্বক অস্বাভাবিক পবিবর্ত্তনের চেষ্টা পাণ্ডয়া কেন? আমি যদি কোনো বস্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাকে দিতে উদ্যত্ত হই, তাহা বল করিয়া আপনার লওয়ার আবশ্রুক কি? সে বলের একমাত্র অভিসন্ধি এই হইতে পারে যে, লোকে জানুক এ কাজ আমার যত্ত্বে—আমার দারাই হইয়াছে, আপনা হইতে হয় নাই—কিন্তু সেটা বিষম ভ্রান্তি। কোনো গুরুতর পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে সেই বিষয়ের পূর্ব্ব প্রকরণ গুলি পরিপক না হইলে অকালে বলপূর্ব্বক কিছুই হয় না—কিলিয়ে কাঁঠাল কথনই পাকে না!

যাহাহউক এ কথা একণে থাকুক। ইচ্ছা আছে "দামাজিক" নামক দ্বিতীয় ভাগে তদালোচনা করা যাইবেক। অধুনা দর্কাপেকা গুরুতর সংস্কার বিবাহের কথা বক্তব্য। তাহার পূর্কাপর অবস্থাও দর্শন করা উচিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বিবাহ।

পূর্বকালের অষ্ট প্রকার বিবাহের নাম সকলেই শুনিয়াছেন। তদ্যথা;—
মনু। ব্রান্দো দৈবস্তথিবার্যিঃ প্রাজাপত্যস্তথাস্থরঃ।
গান্ধর্বের রাক্ষসশৈচ্ব পৈশাচশ্চাষ্ঠমোহধমং॥ ৩অ, ২১।
ব্রাহ্ম, দৈব, আর্থ্য, প্রাজাপাত্য, আস্থ্য, গান্ধর্ম, রাক্ষস ও সর্বাধম
পৈশাচ, এই আট প্রকার বিবাহ।

আচ্ছাদ্য চার্চয়িত্বা চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ং।
তাহুয় দানং কস্থায়া ব্রাক্ষোধর্মঃ প্রকীর্ত্তিঃ॥ ঐ, ২৭।
সবিশেষ বন্ধালকারাদি দারা কস্থাও বরকে বিভূষিত করিয়া বিদ্যা,
সদাচার সম্পন্ন অপ্রার্থক বরকে কন্তাদান করা ব্রাহ্ম।

যজেতু বিততে সম্যগৃত্বিজে কর্ম কুর্বতে।
অলঙ্কত্য স্থতাদানং দৈবং ধর্মং প্রচক্ষতে॥ ঐ, ২৮।
অতি বিস্তৃত জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞারস্কালে যজের পুরোহিতকে সালঙ্কতা
কল্যা সম্প্রদানকে দৈশ বিবাহ বলে।

একং গোমিথুনং দে বা বরাদাদায় ধর্মতেঃ।
কন্মা প্রদানং বিধিবদার্ঘো ধর্মঃ স উচ্যতে ॥ ঐ, ২৯।

যাগাদি সিদ্ধির জন্ম (কন্মা বিক্রারে মূল্য স্ক্রপ নহে) বরের নিক্ট

ইইতে এক বা হুই গোমিথুন লইয়া কন্মাদানকে আর্ষ বিবাহ বলে।

সহোভৌচরতাং ধর্মমিতি বাচাত্মভাষ্য চ।
কন্মা প্রদানমভ্যর্চ্য প্রাজাপত্যো বিধিঃ স্মৃতঃ॥ ঐ ৩০।
তোমরা উভয়ে গার্হস্থ্য ধর্মের আচরণ কর, বর ও কন্তাকে এই বিলিয়া
অর্জনা পূর্বক বিবাহ দেওয়া প্রাজাপত্য বিবাহ।

জ্ঞাতিভ্যো দ্ৰবিণং দত্ত্বা কন্সাইয় চৈব শক্তিভঃ। কন্সা প্ৰদানং স্বাচ্ছন্দ্যাদাস্থরো ধর্ম উচ্যতে ॥ ঐ ৩১। কন্সার পিত্রাদি জ্ঞাতিকে বা কন্সাকে শক্তান্থদারে শুল্ক দিয়া বরের স্বেচ্ছান্থদারে কন্সার পাণিগ্রহণ আহ্বব বিবাহ।

ইচ্ছয়ান্তোভ্যসংযোগঃ কন্তায়াশ্চ বরস্থ চ।
গান্ধর্বঃ সতু বিজ্ঞেয়ো মৈথুতাঃ কামসম্ভবঃ ।। ঐ ৩২।
বর ও কন্তা উভয়ের অন্ধর্মাণ-সঞ্চার-জনিত বিবাহকে গান্ধর্ম বিবাহ বলা
যায়। এই বিবাহ কামবশতঃ ভোগেছায় ঘটিয়া থাকে।

হত্বাচ্ছিত্ত্বা চ ভিত্ত্বা চ ক্রোশন্তীং রুদতীং গৃহাৎ। প্রসহং কন্যাহরণং রাক্ষদো বিধিরুচ্যতে॥ ঐ, ৩৩।

ৰলপূৰ্ব্বক হরণ করিয়া বিবাহ করাকে রাক্ষ্য-বিবাহ বলে। কোনো মতে এ বিবাহে পরেও দান করা যাইতে পারে। স্থপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং বা রহো যত্তোপগচ্ছতি। দ পাপিটো বিবাহানাং পৈশাচশ্চাউমোহধমঃ॥ ঐ. ৩৪।

নিজ্ঞাভিভূতা, মদ্যবিহ্বলা অথবা অনবধানযুক্তা রমণীতে নির্জ্জন প্রদেশে গমনের নাম পৈশাচ বিবাহ। ইহা পাপজনক, এই জন্ম অথম নামে অভিহিত।

স্বয়ন্থরা হওনের প্রথা ক্ষত্রির জাতিতেই শুনা যার। ফলত: এই করেক প্রকার বিবাহের মধ্যে অধুনাতন কালে ছয় সাতটা প্রার উঠিয়া গিয়াছে, ছই এক প্রকার মাত্র প্রচলিত আছে। যথা আস্থর বিবাহ। শুক দিয়া পাণিপ্রাড়নের নাম আস্থর এবং আংশিকরূপে প্রাজাপত্য বিবাহ এক্ষণে বিদ্য়মান দেখা যায়। যদি বলেন পণ না লইরা শত শত ঘরে যে বিবাহ হইতেছে, তাহাকে রাক্ষবিবাহ কি বলা বায় না ? আমার মতে সম্পূর্ণ নয়। কেননা, মদিও রাক্ষ বিবাহের অঞান্ত লক্ষণের সহিত প্রচলিত দান করা বিবাহের প্রকার্যাছে, কিন্তু "অপ্রার্থক বরকে" দান করার লক্ষণটী মিলিতেছে না। অনেক স্থলে অপ্রার্থক বর লইয়া বিবাহ দেওয়া হয় বটে, বিশেষতঃ আ'জ্ কা'ল্ বিম-বিদ্যালয়ের উপাধিধারী সচ্ছাত্ররূপ সংপাত্রকে বহু উপাসনায় বহু মূল্য দিয়া এক প্রকার ক্রয় করিয়া তোবামোদের সহিত আনিয়া ক্লাদান করা হয় বটে, কিন্তু সে ঘটনা সাধারণ নহে। যাহাহউক, তথাপি আস্থর ভিন্ন সর্ব্বাস্ক্রমন্থ সত্তালপ্র করিস স্বার্থক বর করিয়া তোবামানিকের প্রক্রমারের ভার গান্ধর্ব বিবাহটী সেই সিন্ধু-গর্ভ হইতে পুনর্বার উত্তোলনের উদ্যোগ এখন হইতেছে।

স্থতরাং প্রায় সকল প্রকার বিবাহই যথন পরিত্যক্ত হইরাছে, তথন সে কালের বিভাগ এখন আর থাটেনা। এখন নূতন প্রকারের বিভাগ করিয়া বিচার করিতে হয়। বোধ হয়, নিম লিখিত রূপে বিভাজিত হইলে অপ্রযুজ্য হইবে না। বুপা;—বছ বিবাহ, তরুণী বিবাহ, বিধবা বিবাহ, অসব্ধা বিবাহ, গান্ধর্ম বিবাহ, চুক্তিবিবাহ, যুক্তি বা মুক্তি বিবাহ এবং বিবাহ।

এই আটপ্রকার বিবাহ ছুই মতে সিদ্ধ। অল্ল ভাগ চির-প্রচলিত হিন্দু
মতে, তদপেকাও অল্ল ভাগ রেজিইরীমতে এবং বেশীর ভাগ নব প্রচলিত
ব্রাক্ষমতে।

শাস্ত্রোক্ত আট প্রকার বিবাহ যেমন ব্যাখ্যা করা গিন্নাছে, এই অষ্ট্রিধ উদ্বাহের কোনো কোনোটীর সেইরূপ ব্যাখ্যারও প্রয়োজন হইতেছে।

বছ বিবাহ, বিধবা বিবাহ, অসবর্ণ ও গান্ধর্ক বিবাহের তাৎপর্য্য বেশী বলিতে হইবে না। অবশিষ্ট তিন্টীর অর্থ পরিষ্কার্ত্তপে বুঝানো আবশ্রক।

১ম, চৃক্তি বিবাহ। চৃক্তি বিবাহ তাহাকেই বলে, যাহাতে ধর্মের কোনো সংশ্রব নাই। ধর্ম-বিবাহের মতে পতি পরম গুরু, পতি বৈ অবলার গতি নাই, পতি-ভক্তি ঐহিক পার ব্রিকের এক মাত্র মঙ্গলের নিদান, পতি অহিতাচারী ও অপ্রিরবাদী হইলেও পত্নীকে হিতকারিণী ও প্রেরবাদিনী হইতে হইবে, অভ্যথা ঘোর নরক অবশান্তাবী। ও পক্ষে আবার ধর্মের দারে—ঈশ্বরের নিকটে পবিত্র প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইয়া যে পত্নীকে পতি চির-জীবনের জভ্য প্রহণ করেন, তিনি যদি তাহাকে যথাসাধ্য রক্ষণাবেক্ষণ, প্রতিপালন, বত্র ও মেহ করিতে; সন্তবমত স্থেনী ও প্রকৃতরূপে সহধর্মিণী ভাবিতে এবং তাহার ইহপরকালের কল্যাণব্রতে ব্রতী হইতে ক্রটী করেন, তবে তাঁহারও ঘোর পাপ ও তৎ-ফল-রূপ নরক-গমন অবশ্রভাবী। এরূপ দম্পতীর মতে সর্ব্বপাতা পরম পিতা অথবা প্রজাপতির নির্বন্ধে বা আজ্ঞাতে আমরা সংবদ্ধ, আমরণ এবং মরণের পরেও আমাদের ছাড়াছাড়ি নাই। আমাদের পরম্পরের স্থ্য হুঃখ, পাপ পুশ্য পরম্পরের প্রতি নির্ভর্করে। ইত্যাকার ধর্ম-মূলক সংস্কার যে বিবাহে নাই, তাহাকেই চুক্তি-বিবাহ বলে।

বাণিজ্য কার্য্যে য়ে প্রণালীতে ও যে ভাবে দেনা পাওনা ও ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তিনামা অথবা স্বীক্কতি-নামায় লোকে বদ্ধ হয়, সেইরূপ প্রণয়ের আদান প্রদান, স্থথের বিনিময় এবং কর্ত্তব্যের ক্রয় বিক্রয় জন্ত স্ত্রীপুরুষে বিবাহ নামা অঙ্গীকার-হত্তে পরস্পর আবদ্ধ হইলে তাহাকেই "চুক্তি-বিবাহ" বলে। দর্পণে মুখদেখা—তুমি ভাল বাসিবে, আমিও বাসিব; তুমি ভাল বলিবে, আমিও বলিব; তুমি ভাল করিবে, আমিও করিব; তুমি ভালরূপে চলিবে, আমিও চলিব; তুমি প্রেম ও প্রতিপালন রূপ মূল্য দিবে, আমিও প্রেম ও সহবাস রূপ দ্ব্য বিক্রয় করিব। তুমি সেই মূল্য দিতে যথন না পারিবে, আমি চুক্তিপত্রের নিরমমতে থালাস পাইয়া আর্ত্রের সহিত চুক্তি-নামা অথবা যদ্চছা

গমন করিব। তাহাতে ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইতে হইবে, কি তাহাতে কোনো কলুম জন্মিবে, এমন বোধ থাকে না ; তাহাকেই চুক্তি-বিবাহ বলে।

২য়, যুক্তি বিবাহ। বারাঙ্গনাদি কুলটার সহিত প্রণয় সংঘটন হইল। বিবাহার্থী পুরুষ মনে মনে যুক্তি করিল "জগতে পাপী নয় কে ? আমি পাপী, এ রমণীও পাপিনী। পূর্ব্বে যে কারণে হউক পাপাচরণ করিয়াছে, এখন তো আমা বৈ জানে না। আমিও ইহা ভিন্ন জানি না। তবে কেন ইহার সহিত অসামাজিক সমন্ধ রাখি ? ইহাকে বিবাহ করাই কর্ত্তব্য !" যে চিস্তা, সেই কাজ। তৎক্ষণাৎ একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর ঘোটক-যান আনাইয়া বর ক'নে রেজিষ্টরি আফিসে উপস্থিত। ব্যবস্থাপক সভার কল্যাণ হ'ক। যে আইন বিধি বন্ধ করিয়াছেন, তাহাতো পতিতপাবন—উপপতি উপপত্নী শক্টী অভিধান হইতে উঠাইয়া দিবার স্বত্রধর। রেজিইরী হইল তো প্রম পৰিত্র উদ্বাহ-সংস্কারও হইয়া গেল ! বর, বধু লইয়া বাটী আইল। পিতা ভাতা আত্মীয়জন মহা বিপদে পভিলেন। হয়তো তাঁহাদের দেই বউমাকে উাহারা পূর্ব্বে কোনো অসাধু সঙ্গে দেখিয়া থাকিবেন—হয়তো নিজ বাটীতেই নর্ত্তকী দলের সঙ্গে নাচিতেই দেখিরা থাকিবেন—আ'জ কি বলিয়া পুত্রবধ্ ক্সপে গ্রহণ করেন
 কিন্তু উপায়ই বা কি
 আইনমতে ছেলে বিবাহ করি-যাছে, রেজিষ্টরী হইয়াছে ! ওদিগে হিন্দু-ধর্মমতে পতিত সন্তানেরাও বিষয় পাইতেছে, কি করেন ? বকা ঝকা করিয়া কর্ত্তা রাগ করিয়া কিয়ৎক্ষণের জন্ত বাটীর বাহিরে গেলেন। ছেলে বউ লইয়া বিকালে গড়ের মাঠে বেড়াতে গেল। **এই** विवाहरक "युक्ति" वा "मुक्ति विवाहछ" वना यात्र ! कनना युक्ति वरन পাপের জীবন হইতে অবলার মুক্তি দাধন যে বিবাহে হইল, তাহাকে "মুক্তি-বিবাহ" বলাতে কোনো মতেই অযুক্তি হইতে পারে না! *

^{*} বাঙ্গালা ১২৮১ সালে কোনো স্মবর্গবণিক কুলধ্বজ এইরূপ এক কীর্ত্তি করিয়াছেন। তিনি সমাজ-শোধক নব্য সভ্যদলের পথ প্রদর্শক হইয়া গোলাপ নামী বঙ্গনাট্যালয়ের জনৈক রঙ্গময়ী বেখা অভিনেত্রীর সহিত ঐ রেজিষ্টরি-মূলক আইনাম্পারে শুভ পরিণয়-স্ত্রে শুভ সম্বন্ধ হইয়াছেন।

তত্বপলক্ষে মধ্যস্থ পত্তে শ্লেষাত্মক যে গানটা প্রকটিত হইয়াছিল, তাহা যদিও বক্তৃতা মধ্যে ছিল না, কিন্তু এই দ্বিতীয় মুদ্রান্ধণ কালে তাহার সংশো-ধিত পাঠ "মনোমোহন-গীতাবলী" পুক্তক হইতে নিল্লে উদ্ভুত না করিয়া

এক্ষণে যে বিবাহকে "বিবাহ" বলা গেল তাহার ব্যাধ্যা বাকী। তাহা আর কিছুই না, আমাদের চির-প্রচলিত দাদা দিদে বিবাহ। "বাল্য বিবাহ" থাকিতে পারিলাম না। গান্টী নগরসঙ্কীর্ত্তনের স্করে এবং "আ'জ্ বৃন্দাবনে, কে এক সন্নাদী এদে, ভ্রমে রাধা কুঙে'' ইত্যাদি গানের অমুকরণে রচিত। আ'জ্ বঙ্গদেশে, কে এক যুবতী এদে, ভ্রমে সতী বেশে, উন্নতি উন্নতি

মুথে ঘোষে, রক্ষভূমে রক্ষে নাচে হাদে!
আহা মরি! কি আশ্চর্য্য হাব্, চাতুর্য্য ভাব্ হেরি!
যুবজন-মন মোহিতে গো, এ মহীতে নাই হেন নারী!
হেন জ্ঞান হয়্, সামান্তা নয়্, ভূতলে উদয়্, বুঝি গো—
নারী রূপ ধবি, অর্গ-বিদ্যাধরী, উর্বসী স্ক্ররী! কলির্পুক্ররা পতি আশে!১।

আছে সঙ্গে ক জন্ ভক্ত গো বন্ধবারু গণ্!
মাথি পদরেণু, ভাবে ভোব্ তহা!—তাদের সহায় নিজে ফুলতয় !—
এই কুল্-নাশা-ফুল্ ফুটাবার্ মূল্ সেই ফুল্ধয় !
ভক্তি-ভরে, নাম্ করে—প্রেম্দে কহ গোলাপ্ ধন্!

সদা স্থাপানে মাতোয়ারা! প্রেমের মধু পানে দিশে হারা!
তারা নিজে যেমন, তাদের দেবী তেমন!

लाक्-मूर्य अन्त, **अक अ**क्ड, तम्य जाय गांत्र काँही!

া যারা সঙ্গে আছে, তারা ব'ল্ছে সেই পতিএতার্ কাছে—
দেবি ! দেথ গো, এই সেই লীলার্ স্থান্ শ্রীগরাণ্হাটা !
বসিতে নাগরদলে—যোগিনী-চক্র যামিনী কালে !

যত নব্য সভ্য মেলি, পাত্রে স্থা ঢ়ালি, চন্দ্রমুধে দিয়ে থেতো প্রসাদ হ'লে ! সতিগো! বারবধ্ যবে ছিলৈ গো—শত-পতি-বধ্ যবে ছিলে গো! সাবার্যশ, কীর্জি, মান্, যথায় দীপ্তিমান্; তোমার্ ঐ সেই নাচিবার্স্থান গো!

বঙ্গ-রেন্সালের, যত নব্য কাব্য-গব্যকার্ ল'লে!

ঐ সেই মধুর্ গ্রিন্ রুম্—যথার পতিনিধি বিধি মিলিয়ে দিলে!
সেই মধুর্ ধাম্, মধুর্ নটা নাম্, বঁধুর্ তরে যথা সমাধান্! (ক'লে !)
অন্তাপ করি, জন্ম পরিহরি, হ'লে স্তীশ্রী, এতাব্ধরি গো!
বিণিক-স্বর্ণ, তোমার প্রেম জন্ম, হ'য়ে প্রধা মাঞ্জা, পিড়পুণা ধন্ম প্রকাশে।

বলিয়া যে বিবাহের নামকরণ আছে, এ বিবাহ তাহাও হইতে পারে। বাল্য বিবাহ বলুন, হিন্দু-বিবাহ বলুন, আর ক্ষ বিবাহই বলুন, এই বিবাহতেই হিন্দু সমাজ চলিয়া আসিতেছে। তরুণী-বিবাহ বলিয়া যে একটা নৃত্ন নাম ইতিপুর্বের বলা গিয়াছে, তাহাই ইহার প্রতিঘন্দী। অনেক কুলীনের ঘরে এই তরুণী-বিবাহ মাঝে মাঝে হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা সাধারণ প্রথানহে।

অধুনা দেইরূপ বিবাহ প্রচলন জন্ম চতুর্দ্দিকে চেষ্টা হইতেছে। বাল্য বিবাহের ভূরি ভূরি দোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক তরুণী-বিবাহের পক্ষ সমর্থনে এক্ষণে শिक्षिত यूवक मार्ट्या প्रश्नुष्ठ । वाला विवादित दर मव दाव छौहाता वरणन, তাহার বহুলাংশই বহু লোকের মতে যুক্তি-মূলক বটে। কিন্তু বালিকার বাল্যকাল কত দিন পর্য্যস্ত ; বালিকা বয়সের দীমা কি ; তাহা নিরূপণ করিয় প্রায় কেহই বলেন না। একজন ইংল্ণীয় প্রাপিদ্ধ প্রাক্ত-ইতিবৃত্তলেথক বহু সন্ধানে প্রমাণ প্রয়োগ পূর্বক ছির করিয়াছেন, উষ্ণ-প্রধান দেশে নয় বর্ষেব পর একাদশ বর্ষের মধ্যেই সচরাচর স্ত্রীজাতির যৌবনদশা উপস্থিত হয়। সাহেবের সিদ্ধান্ত বলিলে অনেকের ভক্তি হইবে, এই জন্ম বলিলাম ; নচেৎ আমাদের মধ্যে কে না চাক্ষ্য করিতেছেন, কোনো কোনো বালিকা নবম मन्म वर्षरे वमःमिक প्राश्चा वा सोवन-स्मानात्न श्राक्तः। हरेमा शास्कः? একাদশ অন্ততঃ দ্বাদশ ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকারা সচরাচর পুত্রবতী হইতেছে ! ইহার প্রমাণার্থ দূরে বাইতে হইবে না, হয় তো এই সভাস্থলে এমন মহাশয় অনেকেই আছেন, ধাঁহারা তজ্রপ পুজের পিতা! মনে মনে হয় তো তাঁহাদের এমন আগ্রহ হইতেছে যে, এখনি উঠিয়া বুকে হাত দিয়া বলেন যে, "হাাগো, আমি এই ঘটনার ভুক্তভোগী সাক্ষী!" কিন্তু ইংরাজী শিখিয়া আমাদের त्कमन এको ताय अविद्यारङ, आंशन क्तक किंडू हे तिथित ना--- आंशन कर्त কিছুই ভানিব না-আপন বুদ্ধে কিছুই বিচার করিব না! বিশেষতঃ সামা-জিক বিষয়ে আট্লাণ্টিক মহাসাগরকূলে যাহা লিখিত হয়, যাহা দৃষ্ট হয়, যাহা বিচারিত হয়, তাহাই লেখা, তাহাই দেখা, তাহাই বিচার, তাহাই বেদ, তাহাই ব্রহ্ম ! সে দেশের মীমাংদা যে দেই দেশের অবস্থারুদারে হইয়া থাকে, দে মীমাংসা যে সকল দেশে, সকল বিষয়ে থাটে না, তাহা আমরা

ঠাহর করিয়া দেখি না! তাহা আমরা যদি মুথের কথাতেও ছই একবার বলি, কিন্তু উন্নতির কাজে উন্নত হইয়া কাজের বেলা ভূলিয়া যাই!

এন্থলে গ্রীস দেশের মহাজ্ঞানী সক্রেটীসের একটী ক্ষুদ্র উপাধ্যান মনে পড়িল। তিনি যে সময় এথেন্স নগরে অবতীর্থ হন, তথন তাঁহার জন্মভূমিতে কুতার্কিক দলের অত্যন্ত প্রান্থলি। সেই কুতার্কিক উপদেষ্টাবর্গের তর্কশক্তি সামান্ত ছিল না। তাহারা আশ্চর্য্য তার্কিকভাবলে দিনকে রা'ত্, রা'ত্কে দিন, মন্থাকে পশু, পশুকে মন্থ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া দিত। সক্রেটীস স্বীয় অসাধারণ সত্য-প্রকাশক ক্ষমতা শুণে তাহাদিগের কুযুক্তি ও মিথ্যা মীমাংসক তর্কপ্রণালীকে স্বীয় আশ্চর্য্য যুক্তি-প্রণালীতে থণ্ড থণ্ড রূপে ছেদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার জন্ত তাহাদের অযশন্ধর ব্যবসায়ের হানি হইতে লাগিল। কাজে কাজেই তাঁহার প্রতি তাহারা বিরূপ ও প্রতিশোধের উপায়াবলন্ধী হইয়া উঠিল। একদা ঐরপ একজন কুতার্কিক তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে ঠকাইবার জন্ত বলিল;—"আছে। সক্রেটীস! তুমি কেমন বিজ্ঞ, বল দেখি পৃথিবীতে উত্তম বস্তু কি?"

সকে। "তুমি কি স্বান্থ্যের জন্ম কি উত্তম জিজ্ঞাসা ক'চ্ছেন।?"

তার্কি। 'না'—

সক্রে। "তবে পীড়ার সময় কি উত্তম ?"

তার্ক। 'না'—

সক্রেটীস এই রূপ যে করেটী বিষয়ের নামোক্লেথ করিলেন, ঐ কুতার্কিক সে সমুদায়ের উত্তরেই "না" শব্দ ব্যবহার করিল। তথন সক্রেটীস বলিলেন, "তবে তুমি সেই উত্তমের কথা প্রশ্ন করিয়াছ, যাহা কোনো কিছুরি পক্ষেই উত্তম নয়!" কুতার্কিক বলিকে "সে কি ? আমি জানিতে চাই স্ক্রাপেক্ষা উত্তম পদার্থ কি ?" সক্রেটীস বলিলেন, "এমন বস্তু নাই!"

উত্তর। কেন १

প্রত্যন্তরে সক্রেটীস ব্থাইলেন, "নিরবচ্ছিন্ন উত্তম বা নিরবচ্ছিন্ন অধম এমন কিছুই জগতে নাই। সময়, অবস্থা ও স্থানভেদে এক বস্তই কথনো উত্তম কথনো অধম হইয়া থাকে। ক্ষ্ধার সমন্ন যে আন অমৃত, অক্ষ্ধায় তাহা বিষ। বোগ বিশেষে যে বিষ প্রাণদাতা হয়, সুস্থাবস্থায় তাহাই প্রাণদাশক হইতেছে। এক ব্যক্তিতে বে দান প্রম উপকারী, অন্ম ব্যক্তিতে সেই দান অপকারী হয়। এক দেশে যে নিয়ম, যে আচার, যে রীতি অপরিহার্য্য ও শুভকরী, অন্মত্র তাহাই অপ্রয়াও অশুভকরী, স্মতরাং ত্যাল্য। ইত্যাদি।"

তথন তার্কিক কহিল, "আছো বলদেখি, জগতে অত্যন্ত স্থানার কি ?"
সক্রেটীস পূর্ব্ব প্রণালী ক্রমে ব্রাইরা দিলেন, এমন বস্তুও নাই। এক পদার্থ
এক সময়ে এক স্থানে প্রম স্থান্দর, কিন্তু অন্ত কালাদিতে অতি কুৎসিত। যে
আলভাদী নৃত্যকালে স্থান্দর দেথায়, গমন বা উপবেশন কালে তাহাই অতি কদ্য্য
হইবে। মণিমাণিক্য-খচিত বেশ ভ্রা যাহার জন্য প্রস্তুত, তাহার আদে
যদি ঠিক না খাটে অর্থাৎ টিলা বা ক্ষা হয়, তবে তাহাও কুৎসিত। আব
সামান্ত বস্ত্রের পরিচ্ছেদ যদি বেশকারীর অলে ঠিক খাটে, তাহাও পরিপাটী
হয়। অতএব সর্ব্বহলে, সর্ব্বকালে ও সর্ব্ব-পাত্রেই যে এক বস্তু উত্তম ও
স্থানর হইবে, তাহা নহে। যে বস্তু যে উদ্দেশে স্থাই, তাহার তাহাতে স্থানিয়োগ
হইলেই স্থানর বল, উত্তম বল, উপকারী বল, সব হইতে পারে। অন্যণা
হিতে বিপরীত ঘটবার সম্ভাবনা।

আমাদের শিক্ষিত যুবকর্দ এই অঞ্পম নীতিসারময় মহহাকাটী পদে পদে ভূলিয়া যান। তাঁহাদের শিক্ষাগুরুর দেশ শীতপ্রধান, তাঁহাদের নিজের দেশ উষ্ণ। তত্ত্য মাটির গুণে আর আব্হাওয়ার গুণে প্রীলোক কুড়ির কোটায় পা না দিলে যোগ্যা হয় না, এখানকার মহিলারা তত দিনে পাঁচ ছেলের মা! সে দেশের বিবাহকাল একারণে বিলম্বে ব্যবহাপিত। এদেশের বিবাহকাল একারণে বিলম্বে ব্যবহাপিত। এদেশের বিবাহকাল একারণে বিলম্বে ব্যবহাপিত। এদেশের বিবাহকাল একারণে সমাজ-সংস্কারকগণ এদেশে সেই বয়স পর্যান্ত অপেক্ষা করিতে প্রস্তুত। একজনের একটা খাসা বাড়ী আর একজন দেখিয়া স্বীয় ক্টীরে আসিয়া তাহার সাধ হইল, আমিও এরপ বাড়ী করিব। কিন্তু দৃষ্ট পুরী যে হুলে নির্মিত, তাহার আয়তন অযুত হস্ত; দর্শকের ভিটায় দশহন্ত ভূমি মাত্র আহে। দৃষ্ট পুরীর দক্ষিণে নির্মান বিলম্বান বিল

সঙ্গত ? সে চিস্তা কি স্বাভাবিক ? না, এই কথা গুনিতে পাইলে তাহার আত্মীয় জনেরা তাড়াতাড়ি কবিরাজের বাড়ী হইতে বিষ্ণু তৈল আনাইয়া তৎকণাৎ তাহাকে মাথাইতে থাকে ! আমাদের সমাজ-হিতৈষী অনেক তর্মনের অনেক বিষয়ের সাধও সেই প্রকার ! অতএব তাঁহাদের আত্মীয় জনের উচিত হয়, অচিরাৎ প্রতীকারের কোনো উপায় অবলম্বন করা!

উপরে যে সকল কথা বলা গেল, তাহাতে এমন ব্রাইতে পারে, যেন সে দেশের ব্যবস্থাপিত বিবাহ কালকে স্বভাবার্যারী ও দোষশৃষ্ঠ বলা হইতেছে এবং এদেশের একাদশ ঘাদশ বর্ষে সন্তান হওয়ার অবস্থাকেও উত্তম বলা যাইতেছে। আমার স্বভিপ্রায় কিন্তু তাহা নহে। যাহারা সে দেশের রীতির স্ততিবাদক, তাঁহাদিগের প্রবোধের জন্মই বলা হইল যে, যদিও তাঁহাদের বাক্যপ্রনাণে সে দেশেব বিবাহকাল সে দেশের পক্ষে উপযুক্ত হয়, তথাপি এদেশে তদত্করণ সম্পত হইতে পারে না। এবং যদিও একাদশ কি হাদশ বর্ষে সন্তান হওয়া ভাল নয়, কিন্তু তা বলিয়া সে দেশের স্থায় তত বেশী বয়সে বিবাহ দেওয়াও যুক্তিসম্পত বলিতে পারি না। ইহা ব্রাইবার পর সে দেশের প্রচলত নিয়মে সে দেশেই অনিষ্ঠ কি ইই ঘটতেছে, এক্ষণে তদর্শন কর্তব্য। এইটা দেখা হইলেই, আমাদের দেশের বয়স নির্গয়ও সহজ হইবে।

আমাদের দেশে যেমন কন্তাপক্ষে বৈবাহিক বন্ধনের ও সময়ের উর্দ্ধনীমা নিরূপিত আছে, ইউরোপে তাহা নাই। অদত্তা কল্লা ঋতুমতী হইলে, পূর্ব্ব পূরুষ নরকগামী হন, এই শাসন থাকাতে কুলীন ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপরাপর হিন্দু শ্রেণী বিশেষ চেষ্টা করিয়া কল্লার তদবস্থা সংঘটনের পূর্ব্বেই তাহাকে পাত্রন্থা করেন। ইউরোপে ইহার বিশরীত নিয়ম—উর্দ্ধনীমা নাই, বরং নিম্ন সীমা স্থির আছে। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অবস্থা সংঘটনের পূর্বেব বিবাহ দেওয়া অত্যন্ত নিন্দিত বিষয় বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। তাহার উপর আবার গান্ধর্ব বিধান অর্থাৎ নায়ক নায়িকার পূর্বেরাগ সঞ্চারিত না হইলে কৌমার অবস্থার পারিবর্ত্তন হয় না। স্ক্রবাগ সঞ্চারিত না হইলে কৌমার অবস্থার থাকিতে হয়। স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, প্রকৃতির প্রয়োজন এবং প্রকৃত মুক্তি অনুসারে যে কালে দাম্পত্য-শৃঙ্খালে আবদ্ধ হওয়া উচিত, অনেক কুমারীর সেকাল অতীত হইয়া য়ৢয়—পরামর্শের বিরন্ধ বিস্তারেই অতীত হইয়া য়ৢয়—পরামর্শের বিরন্ধ বিস্তারেই অতীত হইয়া য়ায়।

ভাহার ফ্লম্বরূপ ভব্দ সমাদ্রে অবক্রবা গোণনীয় কাপ্ত সকল ঘটিয়। থাকে। তথন উচ্চ ধরণের সভ্যতা, উচ্চ ধরণের শিক্ষা, উচ্চ ধরণের জ্ঞানোপদেশ এবং তাঁহাদের মতে সর্প্লোচ্চ ক্রিশ্টান ধর্ম, কিছুতেই সেই শোচনীয় পাপের স্লোভকে রোধ করিয়া রাখিতে পারে না! কুৎসিত বিষয়ের বিবরণ করা এবং আক্রমণ ব্যতীত অন্ত জাতীয় কুৎসার বিশেষ কাহিনী বলা কর্ত্তব্য নহে, নচেৎ সভ্যজাতির এই সামাজিক দোষ—এই কৌমার্য্যপাপের এত বড় বড় উদাহরণ সংগৃহীত হইতে পারে যে, বহু থণ্ড বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া যায়। যতচুকু বলা গেল, তাহাও বলিতাম না, কেবল আমাদের অবোধ ঘরের লোককে বৃশাইবার জন্তই অথবা মারণ করিয়া দিবার জন্তই বলিতে বাধিত হইলাম। আমাদের হুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশত্ব অনেক লোক ইউরোপের অবাল্য-বিবাহ-জনিত আভ্যন্তবিক ঘৌর অনাচারের বৃত্তান্ত জানিয়াও তদ্দেশের বাঞ্ছিক সভ্যতা ও বাঞ্ছিক যুক্তির চাক্চিক্য শোভা দেশন একেবারে মুগ্ধ হইয়া অক্ষ ঢালিয়া দেন; তাহার অত্যন্ত উজ্জ্বল্যে স্থাকাণার স্থায় বদেশের ধর্মমূলক যথার্থ পূর্ব্ব সভ্যতাকে আর দেখিতে পান না।

উপরে বে বাছিক সভ্যতা ও বাছিক যুক্তি বলা গেল, তাহা বলিবার তাৎপর্য্য আছে; তাহা এখনই প্রকাশ পাইবেক। অধিক বয়সে বিবাহ দিবার পক্ষে প্রধান যুক্তি এই কীয়টী;—

- ১। অপত্যোৎপাদন ও গর্ভ ধারণের শক্তি পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত না হইলে,
 কৌমার অবস্থা ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নয়।
- ২। যাহাদের চির জীবন একাস্মভাবে কাল্যাপন আবশুক, তাহারা পরস্পরের মতি গতি না জানিয়া অছেদ্য বন্ধনে কিরুপে আবদ্ধ হইতে পারে ? কিন্তু তাহা জানা অল্ল ব্যুসে সম্ভব নধা। স্মৃতরাং স্কল্ল ব্যুসে বিবাহ হওয়া অস্কৃতিত।
- ৩। ঘর সংসার কিন্ধপে নির্বাহ হওয়া উচিত; পতি পত্নীর, মাতা পিতার কি কি কর্ত্তব্য; এন্ধপ জ্ঞানফোগ হওনের পর বিবাহ হইলে ভাল হয়।

এইরূপ যুক্তি অবাল্য-বিবাহের পক্ষ। কিন্তু আমরা বলি, ইহার প্রথমটী ব্যতীত আর ছুইটা যুক্তি, যুক্তিই নহে। শারীরিক ধর্ম বিবেচনায় প্রথমটী গ্রাহ্ম হুইতেছে। সেই দৈহিক বিবেচনাকে অঞ্জেরাথিয়া বিবাহের যোগ্য কাল যদি নির্ণয় করা হয়, তবে কোনো আপত্তিই হইতে পারে না। আর হইটীকে যে অগ্রাহ্য বলিলাম, তাহার কারণ এই যে, মতি গতি জানা, প্রণয় হওয়া ও হিতাহিত বুঝা ১৩। ১৪ বৎসরের মেয়ের পক্ষে যেমন হরুহ, ১৭। ১৮ বৎসর বয়স্কার পক্ষেও প্রায় তাই। অপিচ, যেমন মৌথিক বা বাহ্যিক যুক্তিতে মতি গতি জানা, প্রণয় সঞ্চার হওয়া, হিতাহিত বুঝা ইত্যাদি আবস্থাক বলিয়া অধিক বয়দে বিবাহের বৈধতা সমর্থন করা হয়, তেমন ও পক্ষে যে বে দেশে অবাল্য-প্রথা চলিত আছে, সেই সেই দেশে যে সব মন্দ ঘটন। ঘটিতেছে এবং এদেশে, যেবানে অধিক বয়দে নয়, অল বয়দের বিবাহ প্রচলিত আছে, তাহাতে যে সব ভাল ঘটনা ঘটিতেছে, তাহা তৌল করিয়া দেখাও কি উচিত নয় ?

आंगता हिन्तू, आंगता वानाकानाविध हिन्तू शतिवादत ও हिन्तू समारक এই শুনিয়া আসিতেছি, হিন্দু কাব্যাদি গ্রন্থে এই পড়িয়া আসিতেছি এবং উচ্চতম হিন্দু-ধর্ম-শান্ত্রেও এই উপদেশ পাইয়া আসিতেছি যে, স্ত্রীলোকের সতীত্ব রত্বের ন্যায় যত্বের ধন আর কিছুই নাই-আর কোনো বস্তুই তদপেক্ষা অধিক রক্ষণীয় ও অধিক প্রার্থনীয় নয়। আমরা অর্দ্ধ সভ্য দীন হঃখী পরা-ধীন ঘূণিত হিন্দু, আমাদের পক্ষে ঐ সামান্ত ধনটীই পরম ধন-সাত রাজার ধন অমূল্য মাণিক অপেকাও মূল্যবান ! আমানৈর সতীর তেজের নিকট যমও আগিতে পারে না-- আমাদের সতীর শাপে ত্রিভুবন এক নিমিষে দগ্ধ হইতে পারে। আমাদের সতীর মাহাত্ম্য এত। হিন্দুদিগের অসভ্য মনে সতীত্বের নিকটে ইন্দ্রত্ব তুচ্ছ পদার্থ। দেই সতীত্ব রক্ষার জন্ম বিষয় বিভব গো মহিব व्यव रखी - এমন कि वांत्रांनी एवं होकदी के थाना रायका जानवारमन, रम চাকরী পর্য্যন্ত-অধিক কি জাতি কুটুম্ব আত্মীয় বন্ধু পুদ্র কন্তা দেহ প্রাণ পর্যান্তও বিদর্জন করিতে হিন্দুমাত্রেই প্রস্তুত । স্মৃতরাং মৌখিক যুক্তিতে যত বাহ্মিক স্প্রবিধা, যত বাহ্মিক উপকার, যত বাহ্মিক গুণ কেন প্রদর্শিত হউক না-সহস্র প্রণয় নাশের শঙ্কা, সহস্র হিতাহিত জ্ঞানের অভাব কেন শিখান হউক না, কিন্তু যাহাতে সতীত্ব ধর্ম্মের বিশ্ব হওয়া সম্ভব-সম্ভবই বা বলি কেন, বিলক্ষণ ব্যাঘাত তো রাশি রাশি ঘটতেছে—যাহাতে সতীত্বের এত বিশ্ব নিশ্চিত, সে কাজ অভ কোনো বিবেচনাতেই কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার্য্য নহে!

অধিকন্ত পুথিগত মৌণিক যুক্তি যদি কিঞিৎ কালের জন্ত দ্রে রাথ এবং সংসারের প্রকৃত ঘটনাবলী যদি একবার ধ্যান করিতে সমত হও, তবে একটা কথা জিজ্ঞানা করি। সে কথাটা এই ;—

বল দেখি—সত্য ঠাহর করিয়া বল দেখি, এই বাল্য কালের বিবাহ জন্ত, এই পূর্বরাগ-শৃত্ত বিবাহ জন্ত, এই কোর্ট-সিপ-বর্জ্জিত বিবাহ জন্ত এদেশে ক্ষাটা সংসারের স্ত্রীপুরুষে অপ্রণয় ঘটিতেছে ? কয় জন রমণী বা কয়জন পুরুষ পতির বা পত্নীর অনুরাগে বঞ্চিত হইয়া মর্মবেদনায় দগ্ধ হইতেছে ? কয়জন বা ছাড়াছাড়ি হইয়া পরস্পারে স্বাতন্ত্র অকলম্বন করিতেছে ?

আবার সেই উচ্চ উচ্চ সভ্যদেশের প্রাত্যহিক ঘটনাবলী উত্তর রূপে ঠাহরিয়া দেখ দেখি, সেই অধিক ব্য়সের বিবাহ জন্ত, সেই পূর্ব্রাগ ও কোর্টি সিপজনিত বিবাহ জন্ত অধিক সংখ্যক দম্পতি প্রণম-পদার্থে প্রতারিত হইরা
মর্ম্মবেদনায় দগ্ধ হইতেছে কিনা ? সহল্র সহল্র গৃহলক্ষী পরের অন্ধলক্ষী হইয়া স্ব প্র্রের সর্ব্রনাশ করিতেছে কিনা ? শত শত পিতা ভ্রাতাদি
অভিভাবক কুমারী ভগ্নী ও কন্তাদির কল্মপন্ধে তুবিয়া নতশিরা হইতেছে
কিনা ? "ডাইভোর্স কোর্ট" নামক দাম্পত্য-বিয়োগ-ধর্মাধিকরণের নিম্পত্তিনথীতে প্রতিদিন ভয়ন্ধর ভয়ন্ধর কুলকলন্ধ অন্ধিত হইয়া রহিতেছে কিনা ?

মেণিথিক আর বাছিক যুক্তিত কি করিবে ? এইসকল প্রত্যক্ষ প্রমাণের সমক্ষে এমন সকল বিষয়ে বিদ্যালয়ের ছাত্রলিথিত নবশিক্ষিত তর্কশান্ত্রের যুক্তি পরম্পরা কি দাঁড়াইতে পারে ? যদি বলেন, হিন্দু-সমাজেও কি তজ্ঞপ গৃহবিচ্ছেদ, দাম্পত্য মনাস্তর এবং ব্যভিচারাদি দোষ নাই ? স্বীকার করি, আছে। স্বীকার করি, ইহা সর্ব্ধ দেশে সর্ব্ধ সমাজেই আছে। কিন্তু তবে ঠাহর করিয়া দেখিতে বলিলাম কেন ? তবে তৌল করিয়া দেখিতে বলিলাম কেন ? তালিকা নাই যে ঠিক তুলনা করা যাইবে—দেশে বরং আছে, এদেশে তো কিছুই নাই যে ঠিক তৌল করা যাইবে। তথাপি মন্থ্যের অন্থমান কোথায় যায় ? সে দেশের তালিকা তো দৃষ্ঠ হইয়া থাকে ; যদিও সে তালিকা ঠিক নয়—যাহা প্রকাশ পায় তদ্বাতীত আরও কত আছে—তথাপি যাহা পাওয়া যায়, তাহাই যথেষ্ট। এদেশের বিষয় এদেশের লোকের অক্তাত নয়, স্ক্তরাং একটা স্থল অনুমান অবশ্রুই হইতে পারে। সেই স্কন্থ্রণক্তির গুণে অবশ্রুই

ইতর বিশেষ প্রতীত হইবে। তদ্ধপ অন্নতব করিয়াই দেখুন দেখি, বালাবিবাহ আর কোট সিপমূলক অবাল্য-বিবাহের ফল কিরপ দাঁড়ায় ? এরপে তুলনা করিয়া যদি সর্বপ আর তাল ফল, গোষ্পদ আর সরোবর, পরেশনাথ আর হিমালয়ে যত প্রভেদ, তত প্রভেদ না দেখিতে পান, তবে এইরপ মত, যাহা আমি ভঙ্গনা করিতেছি, তন্মতাবলম্বীদিগকে উন্মাদ বলিতে যোগ্য হয়েন—তবে আপনারা এদেশে অদ্যই কোর্টসিপের প্রথা—গান্ধর্ক-বিবাহের প্রথা প্রচলিত করিতে সম্পূর্ণ যোগ্য হয়েন।

কিন্তু পরিবর্তনভূক নবীন সম্প্রদায়ের প্রতি যেমন বলা ইইতেছে, ও পক্ষে অর্থাৎ প্রাতনের নিতান্ত ভক্ত পক্ষেও হুই এক কথা বলা উচিত। অত্যন্ত অধিক বয়দে অনুরাগ সঞ্চার দারা স্বাধীন ভাবে বিবাহ কর্ত্তব্য নম্ব বিলয় দে পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকার পরিণয় সংস্কারই বিধেয়, তাহা কোনোমতেই স্বীকার করা যায় না। তাহা স্বীকার করিলে বাল্য-বিবাহের বিরুদ্ধে কয়েকটী যুক্তির মধ্যে দৈহিক ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আপত্তিকে যে প্রামাণ্য বলিয়াছি, তাহার সামপ্রস্তা রক্ষা কিরূপে হর ? সকল বিচার্য্য বিষয়েরই হুই অস্ত্য এক মধ্য ভাগ আছে। অত্যন্ত অন্তা ভাগ প্রায় সকল বিষয়েরি পরিত্যস্ত্য। মধ্যভাগ গ্রহণ করিলে অনিষ্ঠ ঘটিবার অন্ত সন্তাবন। এরপ মীমাংসা অত্যুগ্র স্বভাবী-দের নিকট অসম্ভব। এরপ মীমাংসা তাহাদের নিকট উপহাসাম্পদ হয়। কিন্তু ভাগিলাগ্যারের চরিত্র বর্ণনায় লর্ড মেকলে যে স্বর্ণাভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া-ছেন, তাহাই উাহাদিগের ব্যবহারের প্রকৃত উত্তর বোধে উদ্ধৃত করিতেছি।

* * * "He (Lord Halifax) was the chief of those politicians whom the two great parties contemptuously called Trimmers. Instead of quarelling with this nickname, he assumed it as a title of honor and viudicated with great vivacity, the dignity of the appellation. Every thing good, he said, trims between extremes. The Temperate Zone trims between the climate in which men are roasted and the climate in which they are frozen. The English Church trims between the Anabaptist madness and Papist lethargy. The English constitution trims between Turkish despotism and Polish anarchy. Virtue is

nothing but a just temper between propensities any one of which, if indulged to excess becomes vice. Nay, the perfection of the Supreme Being himself consists in the exact equilibrium of attributes, none of which could preponderate without disturbing the whole moral and physical order of the world."

ইহার অমুবাদের চেষ্টা করিয়া বৃথা কেন ইহার সৌন্দর্য্য নষ্ট করিব ?
ইহার প্রকৃত অমুবাদ এই যে, বাড়াবাড়ি কিছুই ভাল না, মাঝামাঝি সবই
ভাল! দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় সকল কার্য্য করিতে হয়। এফণে যে
কাল, তাহাতে পরিবর্ত্তন কেহই ধরিয়া রাখিতে পারিবেন না। অতএব
পূর্ব্বকালের গৌরীদানের ফলের লোভটী অধুনা ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। অর্থাৎ
দিতাস্ত শিশু-মতি পুত্র কভার বিবাহ প্রথা উঠাইয়া দেওয়া অবশ্য কর্ত্রর।
বয়ঃসন্ধি ব্যতীত বিবাহ দিব না, এই সংস্কল্পটী যেন সকলের মনেই স্থিরতব
হয়। ইহা কিছু নৃত্তন পরিবর্ত্তন হইতেছে না। পূর্ব্বকালের ঋষিবাক্যায়্সারে
যে সব বিধান ছিল, তাহা কালক্রমে সকলই বিপ্র্যুম্ভ ইয়াছে। মহুর নিষম
ছিল কভার অপেক্ষা বরের বয়স আড়াই বা তিন গুণ বেশী হওয়া উচিত।

जिः भवर्षा वरह कराः इताः वानभवार्षिकीः।

ত্র্যেউবর্ষোহার ধর্মে সীদতি সন্থরঃ।। ৯ অ, ৯৪ ।। অর্থাৎ ত্রিশ বৎসরের বর, বার বৎসরের কল্পাকে বিবাহ করিবে। চতু-বিংশতি বর্ষ বয়ন্ধ পুরুষ অষ্টম বর্ষীয়া কল্পার পাণিপীড়ন করিবে।

এই ব্যবস্থায়সারে বিবাহ হওয়ার প্রথা বছকাল রহিত হইয়া গিয়াছে—
পুনঃ প্রচলন কর্ত্তব্যও নহে। অধুনা স্থপাতের অভাবেই হউক বা যোতের
অভাবেই হউক, যদিও ভব্র ঘরে প্রায় দশ হইটে চৌদ পনের বংসর বয়সেও
কন্তার বিবাহ দেওয়া হইতেছে বটে, কিন্তু অত্যন্ত বালিকা কন্তাকে পাত্রস্থ করা এবং অত্যন্ত বালক পুত্রকে পরিণয় স্ত্রে বদ্ধ করা যে অন্তিত, অর্থাৎ প্রাপ্ত-বয়স্ক না হইলে বিবাহ দেওয়া যে অকর্ত্তব্য, এভাবটা এখনো সাধারণ হয় নাই। যাহাতে সেই ভাবটা সকলের হ্রেষেও ত্রিয়ম অবশ্য-প্রতিপাল্য হয়য়া উঠে, ভাহার চেষ্টা শিক্ষিত শিষ্ট সমাল ধারা হওয়াই প্রাথনীয়।

কিন্তু আর না। এক বাল্য-বিবাহ লইয়াই স্কল সময় কেপণ করিলে

চলে কৈ ? বাল্য-বিবাহ ও বছৰিবাহের প্রতিপক্ষে লোকের চিত্ত মি জনক দ্ব কর্ষিত ও বীজধারণের জন্ত প্রস্তুত হইয়াছে বলিয়াই তাহাতে যুক্তি-বীজ বপন ও উত্তেজনা-বারি সিঞ্চন করা কর্ত্তবা। এই জন্তই এত বলা গেল। ইহার মধ্যে আবার বছবিবাহ বিষয়ে লোকে জধিকতর চক্ষুক্রনীলনে সমর্থ ইইয়াছেন। বিশেষতঃ পূর্ব্ব বঙ্গলেশে ইহার নিবারণ পক্ষে সম্যক্ উদ্যোগ হইতেছে এবং উদ্যোগী মহাশয়েরা বছলাংশে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। তাহার জসীম দোবের কথা স্বার্থ-প্রায়ণ জনকতক লোক ব্যতীত দেশের প্রায় আর সকলেরি মনে বিশেষরূপে প্রতীত হইয়াছে। স্থতরাং তিষ্বিয়ে বাছল্যরূপ বাক্যব্যয়ের প্রয়োজনাভাব। বাল্য-বিবাহের নিগৃঢ় অনিষ্টকারিতা-তন্ত্রটী শিক্ষিত্রণ ভিন্ন অন্য কাহারো নিকট তত প্রতিভাত হয় নাই এবং বাঁহাদের সে বোধাধিকার হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকের পূর্ব্ব প্রদর্শিকরণ অতিগমনে অত্যন্ত প্রত্তি দেখিয়াই তত্বপ্রক্ত সংক্রাতীত বেশী কথা হইয়া উঠিল।

এক্ষণে দেখা উচিত, অদ্যকার বিভাজিত মন্ত প্রকার বিবাহের মধ্যে কর্মী হইল, ক্র্মটী অবশিষ্ট। চুক্তিবিবাহ ও যুক্তিবিবাহ তো পূর্ক্ষেই হইরা গির্মাছে। বাল্য, তরুণী, গান্ধর্ম ও বহুবিবাহও এক প্রকার সমাধা হইল। এক্ষণে বিধ্বাবিবাহ ও অসবণ্বিবাহ, এই ছুইটীর কথা কিঞ্চিৎ বলিলেই হয়।

विश्ववाविवाद ।

যে বিধবাবিবাহের পক্ষে বিদ্যাদাগর মহাশ্রের স্থার মহার্থী বোদ্ধা এবং প্রতিপক্ষে নবদ্বীপ পর্য্যন্ত প্রায় সর্ব্ধানীয় ব্ধমগুলী প্রতি-যোদ্ধা, দে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা আমাদের দাধ্যও নয়—শুভও নয়! পূর্বকালে ইহা প্রচলিত ছিল কিনা, শাস্ত্রে ইহার বৈধতা ব্যবস্থাপিত আছে কিনা, তাহা তর কর কপে বিচারিত হইয়া গিয়াছে! না পড়িয়াছেন, না ভনিয়াছেন, এমন লোক অতি অর । স্ক্তরাং এস্থলে তছরেথ দারা প্রতাব বৃদ্ধির প্রয়োজন কি? শাস্ত্র ছাড়িয়া যদি যুক্তি-মার্গ ধরা যায়, তাহাতেও নৃতন কথা বলিবার কি আছে? এতদ্বিষয়ক যুক্তি-মার্গ প্রমণকারীর দল বিবিধ। আমরা তম্মধ্যে কোনো দলে মিশিব বা নৃত্র এক দল বাঁধিব, অদ্যাপি সে অবান্তর ভেদে সমর্থ হই নাই। আপনারাই নিগৃত্ বৃদ্ধিতে পারি নাই—যথোচিতরপ্রে প্রেম্বিত হই নাই—অস্তকে কি বৃদ্ধাইব ? কি উপদেশ দিব ?

এমতে এক্ষণে যুক্তিমার্গ ত্যাগ করাও কর্ত্তব্য। যুক্তিপথ ত্যাগ বালার কমনীয় কোমল মুর্ত্তি চিত্তফলকে উদিত হইয়া, ঘোর চাঞ্চল্য উৎপন্ন ও অপার শোক-দিল্পনীরে মগ্ন করিয়া ফেলে; তথন কি শাস্ত্র কি যুক্তি কাহারো কথা আর ভনিতে ইচ্ছা করে না! যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়া मञ्चाजत्वात किंहूरे जानिल ना, त्कारना माध आख्नारनत आचान গ্রহণে সমর্থা হইল না, জীবিতা থাকিয়া জীবিতা কি মৃতা অমুভব করিতে পারিল না, পাঁচ স্থীর সৃহিত সুকল বিষয়ে স্থাতা-সুকল বিষয়ে সাম্যতা স্ত্তেও জীবনের সারভোগে সদৃশা হইতে পারিল না-স্বাপনার প্রাণাধিক সংহাদরের ওত-বিবাহে ও বাটীর কোনো শুভকর্মে হাত দিতে পাইল না—ভাতার আনীত নৰ বধুকে বরণ করিয়া কোলে লইয়া ঘরে যাইতে—আহা ! স্পর্শ করিতেও পাইল না, এ ত্ৰুথে কি হৃদয় বিদীৰ্ণ হয় না ? সকল থাকিতে কিছুই নাই--ছঃখের জীবন-সন্মান্তিক যাতনা-ভারবাহী জীবন কি কচি বয়সে কেবল একা-দশী করিতেই রহিল ? যিনি শাস্ত্রের পরম ভক্ত, যিনি পুরাতনের পরম ভক্ত, যিনি প্রথার চিরক্রীত দাস, তিনিও এ যন্ত্রণা দেখিয়া—দেখার মতন দেখিয়া, অস্তবে ধ্যান করিয়া দেখিয়া নেত্রনীর নিক্ষেপ না করিয়া থাকিতে পারেন না। এবং তিনিও স্বশ্রেণীস্থ লোককে আমার সহিত্বোগ দিয়া এই প্রার্থনা কবিতে অগ্রদর হইতে পারেন, যে ,—"হে দামাজিক জ্ঞানবৃদ্ধ শাস্ত্রক্ষক মহাশ্রগণ। এত্বংথ আর দেখা যায় না! এত কাল তো একথা উঠে নাই; কেহই সেই অবলাগণকে বলে নাই; তাহারাও তথন লেখা পড়া জানিত না—জানিয়া ভাল মন্দ বিচার করিতে শিথে নাই; অন্ত পথ যে হইতে পারে, তাহা তথন অণু-মাত্রও জানিতে পারে নাই; মৃত পতির পদ্যানই যে বিধবার একমাত্র প্রম ধর্ম — একমাত্র অবশ্ব-প্রতিপাল্য কর্ত্তব্য-কর্ম্ম, ইহাই তাহারা শুনিত, শিথিত, জানিত, মানিত-মনে প্রাণে সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাদ ও সেই বিশ্বাদ প্রাণপ্রে কার্য্যে পরিণত করিয়া স্থা ইইত-পবিত্র জীবন কাটাইত : স্কুতরাং তথন তাহাতে কোনো হানি ছিল না। এখন চতুর্দ্ধিকে এই প্রদক্ষের তরঙ্গ উঠিতেছে, তোমরা বাহিরে বসিয়া কিছুই শুনিতে, কিছুই দেখিতে, কিছুই জানিতে পারিতেছনা, কিন্তু দেখ গিয়ে, তোমাদের অন্তঃপুর মধ্যে—বেথানে পূর্ব্ধে জ্ঞানপরনের গতিরোধ ছিল—এখন সেই অন্তঃপুরে সেই সব তব্ব, সেই সব জ্ঞান, সেই সব সংবাদ পঠিত, শ্রুত, আলোচিত হইতেছে। আর উরির মধ্যে কোনো অভাগিনী অন্ত ছলে পাঁচ মেয়ের নিকট হইতে উঠিয়া গিয়া নির্জ্জন গৃহের শ্যার উপর মুখ খুঁজিয়া পড়িয়া শ্রাবণের এক পসলা চক্ষের জল ফেলিয়া হ্লম-বিদারক উত্তাপের হাতে কঠোর প্রাণটাকে সেদিনকার মত বাঁচাইয়া আইল! অতএব দয়ার্দ্র হও, দয়ার্দ্র হও! উত্থান কর! চেষ্টা কর! অন্তঃ যদি কোনো মাঝামাঝি রূপ উপায় থাকে, দয়া করিয়া না হয় তাহাই করিয়া দেও! পুত্রবতী প্রোচার ভাগ্যে যাহা হউক, নবপ্রস্থনবৎ নবোচ্নার মুক্তি জন্ত কোনো উপায় কি হয় না ? শারে, যুক্তি, দয়া তিনের প্রকা করিয়া কি কোনো পছা আবিদ্ধৃত হইতে পারে না ? সাধনার অসাধ্য কিছুই নাই, এই প্রাচীন বাক্য সকল সময়েই থাটে, এই হতভাগিনীদের বেলাই কি ব্যুথ হইবে ?

হায়! মানব-প্রকৃতি কি বিরুদ্ধ ধর্মাবলম্বী। যে কথায় কোনো মীমাং-সাই করিব না মনের স্থিরতা ছিল, করুণা-নদীর প্রথর স্রোতে সেই মানস-ক্রমকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া তাহার স্থানে ফলহীন প্রার্থনা-পাদপকে স্থানিয়া কিসে কি ঘটাইয়া দিল!

অসবর্ণ-বিবাহ।

অসবর্ণ বিবাহ প্রসঙ্গ আলোচনার জন্ম পূর্বকালের বিধি নিষেধ গুলি অত্যে দেখা আবশ্যক।

· স্নাতক বিজ সমাবর্ত্তানন্তর দারপরিগ্রহ পূর্বক স্নাশ্রমী হইবেন। তত্ত্বেত্র প্রথমেই সবর্ণা স্ত্রীর শ্রেষ্ঠত বৃণিত স্নাছে।

মনু। গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমারতো যথাবিধি। উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং স্বর্ণাং লক্ষণাদ্বিতাং॥৩অ,৪।

গুরু অনুমতি করিলে পর সমাবর্ত্তানম্ভর বিধানান্ত্রসারে ব্রতাক স্থান সমা-পন করিয়া সেই ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণ স্থলকণাক্রাম্ভ স্বর্ণা ক্রী বিবাহ করিবেন।

এই স্বর্ণা বিবাহের বিধি দিয়া স্বর্ণার মধ্যেও অনেক স্থলে পাণি-গ্রহণ নিষেধ করিয়াছেন। অর্ণ, রাজ্যকা, মন্দায়ি, অপকার, শ্লিত অথবা কুঠাকান্ত প্রভৃতি দোরাখিত কুলের কভা; শিললকেশী, বিক্তালী, অধিকালী, চির-রোগিণী, অল্প মাত্রও লোমহীনা বা অধিক লোমবিশিষ্টা,
নিঠুরভাষিণী, পিল্লনমনা কভা; নক্ষত্র, নদী, মেচ্ছ, পর্বত, পন্দী, সর্প ও
দাসাদির নামে যে স্ত্রীর নাম; ইত্যাদি দোবাশ্রিতা কভার পাণিগ্রহণে নিষেধ
আছে। আধুনিক কালে ইহার কতক মাভ্ত কতক অমাভ হইত। আ'জ্
কা'লু অধিকাংশই অগ্রাহ্থ হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু ইহার অধিকাংশকে গ্রাহ্থ
করাই উচিত। যদি হিল্পু আচার ব্যবহারের শারীরিক পরিছেদেটী পরে
কথনো লিবিত হয়, তবে সেই সময়ে তাহার হেতুবাদাদি বিশেষ করিয়া
বলিবার মানস্থাকিল।

এইরূপে স্বর্ণ-বিবাহকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরে অসবর্ণ-বিবাহকে নিক্কষ্ট কল্পনা পূর্মক বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। যথা—

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মণি।

কামতন্ত্র প্রস্তানামিমাঃস্ত্যঃ ক্রমশোবরাঃ॥ ৩ অ, ১২।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্বদিগের প্রথম বিবাহে সবর্ণা স্ত্রীই প্রশস্ত। কিন্তু কামবশতঃ বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হইলে পর বচনোক্ত স্ত্রীই প্রশস্ত জানিবে।

শ্দৈৰ ভাৰ্য্যা শ্দ্ৰস্য সাচ স্বাচ বিশঃ স্মৃতে।

তে চ স্বাচৈব রাজ্ঞশ্চ তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ ॥ ঐ, ১৩ ॥

শুদ্র কেবল শুদ্রাকেই বিবাহ করিবে; বৈশ্য বৈশ্যা ও শুদ্রাকে; ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শুদ্রাকে; এবং শুদ্রা চারি জাতীয়া স্ত্রীকেই বিবাহ করিতে পারেন।

কিন্ধ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় কর্তৃক শূলাভার্য্যা এহণের বহু বহু দোষ দেখাইয়া গিরাছেন। কলতঃ উপরে বেমন অন্থলোমক্রমে নিম্ন শ্রেণী হইতে জী-গ্রহণের বিধান ক্ষাছে, তৎপরে বিশেষ নিম্ন দ্বারা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পকে গ্রহাকে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নয়, ইহাই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে সে সকল বিশেষ বিধি এস্থলে উদ্ধৃত হইল না।

ফলত: পুরের হিন্দুসমাজে অসবর্ণ বিবাহ যে চলিত ছিল, তাহাতে অণুমাত । স্লেহ নাই। স্থন্ধ সংহিতা নয়, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, উপপুরাণে বর্ণিত মানা ইতিহাস তাহার প্রমাণ। কিন্তু সেই অসবর্ণ বিবাহ সীমাবদ্ধ ছিল। বে যাহাকে ইচ্ছা, সে তাহাকে বিবাহ করিয়া যপথী হইবে, প্রমান নিয়ম ছিল না। নিম শ্রেণীর কক্সা বিবাহ করিলে কোনো কথা হইত মা, কেবল প্রথম ছই শ্রেণী যদি সর্কা নীচের শ্রেণীতে বিবাহ করিতেন, তথেই দোবের বিষর হইত।

এরপ দোষ স্থসভ্যতম আধুনিক ইউরোণেও ধর্ত্তর হইয়াথাকে। তাঁহারা গর্ম করেন যে হিন্দুদের স্থায় জাতিভেদ ও সবর্ণ বিবাহের দোষ তাঁহাদিগের মধ্যে নাই। গৃষ্টানধর্মের প্রসাদে তক্রপ অঞ্চার ও অধর্মমূলক দেশাচারে তাঁহারা মূক্ত আছেন এবং সমস্ত মানবকে এক পিতার সন্তান ভাবিয়া পবিজ্ঞা গোলাত্র-রসে পৃথিবীকে ভাসাইয়া দিতেছেন। কিন্তু এ সব মৌথিক কথা, বাহ্নিক যুক্তি ও বাহ্নিক সভ্যতা! তাঁহাদের সমাজের আভ্যস্তরিক ভাগ চিরিয়া দেখিলে এই সমস্ত স্থর্গীয় কথার ব্যবহারগত সম্পূর্ণ অভাব লক্ষিত্ত হইবে। আ'জু কা'ল্ ইংলণ্ডই সর্ব্বাপেক্ষা সভ্য, স্থাধীনতা-প্রিয়, উদারতার আধার, এবং আমাদের অনুকরণ স্থল। সেই ইংলণ্ডের মধ্যে লর্ড লেডী উপাধিধারী উচ্চপ্রেণীর লোক অপরাপর শ্রেণীকে বিশেষতঃ নির্ধন শ্রমজীবী ও ক্ষুত্রব্যবসায়ী প্রভৃতি স্বন্ধাতীয়গণকে যেরূপ হেয়জান করিয়া থাকেন, তাহা প্রায়্ম আমাদের দেশের চণ্ডালের প্রতি প্রাতঃস্নাত ব্রাহ্মণের ব্যবহারের সদৃশ! ইহারা অন্ত শ্রেণীর বিশেষ ধনী ভিন্ন অন্ত কাহাকে লইয়া ভোক্ষন করিতেও চাহেন না—পরিণরের কথায় তো থজাহন্ত ।

বে দেশে বিদ্যার চর্চা অসম্ভবরূপে প্রবল, বে দেশে সভ্যতার ধার এত তীক্ষু যে ছুঁতে মাছি কাটে, যে দেশের ধর্ম-প্রচারকেরা ও উপদেশকেরা ধর্ম-মন্দিরে, যজমানের মন্দিরে, এইতিনিধি সভামন্দিরে, বাক্যো, সংবাদ পজে, প্রস্থে সৌলাত্র-তত্ত্বর পবিত্র কথা অজস্র গান করিতেছে—আপনাদের জন্মভূমি ছাপাইরা উঠিয়া সেই উপদেশ-স্রোত ভূমগুলে সর্বার বিস্তারিত হইতেছে
—অক্স দেশে তাঁহাদের গর্বিত-বাক্য শুনিলে বোধ হয় যেন তাঁহাদের নিজের দেশ হইতে সর্বা দোষরূপ জঞ্জাল র্মাটাইরা কেলিয়া দেওয়া হইরাছে—এমন যে ইংলগু দেশ, সে দেশে যথক উচ্চ-স্রোনীর এই ব্যবহার, তথন কুলংভারাবিট আর্য্য দেশের স্বার্থনার্য রাজ্যবের বে এরপে আপনাদের প্রথমিত সংখ্যা-

পদ করিয়া যাইবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি ! সেই সভ্য ইংলতে সবর্গ-বিবাহ (মুখে না হউক) কাজে এত প্রবল যে, জ্বোতিক তত্ত্বজ্ব ও শারীরিক তত্ত্বজ্ব জ্বানী লোকের প্রমাণ-সিদ্ধ উপদেশকে অবহেলা করিয়াও স্বগোত্রা কন্তা, এমন কি আপনার খুল্লতাত-জ্যেষ্ঠতাত-পুত্রী এবং অতি নিকট-সম্বন্ধীরা পিতৃ-স্থান-মাতৃ-স্থা-পুত্রীকেও তাঁহারা বিবাহ করিয়া থাকেন ! ফলতঃ কেবল সহোদরা, বিমাতা ও বৈমাত্র ভগ্নীকে এবং মহাগুরু শ্যাগুরুর ভগ্নীকে মাত্র বাছিয়া থাকেন ! * লচেৎ তাঁহাদের অগ্রহীতব্যা রমণী আর কেইই নাই !

এ বিষয়ে বরং হিলুশাল্প ও হিলুপ্রথা তাঁহাদের আদর্শস্থল হইতে পারে।
 ময়ু লিথিয়াছেন—

অসপিণ্ডা চ যা মাতুরসগোত্রাচ যা পিতৃঃ। সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্মণি মৈথুনে॥ ৩ অ, ৫।

যে স্ত্রী মাতার সপিণ্ডা না হয় অর্থাৎ সপ্ত পুরুষ পর্যান্ত মাতামহাদি বংশজাতা না হয় ও মাতামহের চতুর্দশ পুরুষ পর্যান্ত সগোত্রা না হয় এবং পিতার
সগোত্রা বা সপিণ্ডা না হয় অর্থাৎ পিতৃত্বপ্রাদি সন্ততি সন্তৃতা না হয়, এমন স্ত্রীই
দ্বিজ্ঞাতিদিগের বিবাহের যোগা। এই নিয়ম হিন্দু-সমাজে আবহমান সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে। কুলীন ব্রাক্ষণেরা মিলের ঘর না পাওয়াতেই এই
শুভকরী ব্যবস্থার যাহা কিছু বিপরীত কাজ করেন—ঠাকুরেরা নাই বা করেন
কি—মাতৃত্বসা পর্যান্তও প্রায় হইয়া যাইতেছে!—যাহা কিছু দোষাবহ তাহা
উাহাদিগেরই তেজন্মী ঘরে এবং আ'জ্ কা'ল্ উপযুক্ত পাত্রের অভাবে কোনো
কোনো স্থলে অস্তান্ত বর্ণ মধ্যেও তলিয়মের সামান্তরূপ অঙ্গতক্ষ হয়, এই মাত্র।
নচেৎ এই স্থন্দর প্রথাটী হিন্দুসমাজে সাধারণতঃ অদ্যাপি মান্ত গণ্য হইয়া
আসিতেছে। একালে অসবর্ণ বিবাহ এককালে উঠিয়া গিয়াছে, সেই সঙ্গে এই
স্থ ধারাটী যে উঠিয়া যায় নাই, ইহাকেও পরম ভাগ্য বলিয়া মানিতে হইবেক।

সবর্গ বিবাহ সম্বন্ধে আর একটী কথা বলিবার আছে। পূর্ব্ধকালে অস-বর্ণ উন্নাহ যেমন সীমাবদ্ধ ছিল, সবর্ণ বিবাহ তেমন সঙ্কীর্ণ আয়তনের ছিল

শেষেরটী নিতান্তই অবোজিক—এই জ্বতই অনেকে কার্য্যতঃ তাহা
মানেন না এবং ত্রিবয়ক ব্যবস্থা-সংশোধনের চেটা পাইতেছেন।

না। অর্থাৎ অলকণা কন্তা ও কুঠাদি রোগাক্রান্ত প্রভৃতি দোষাপ্রিত দশবিধ কল না হইলেই হইল। এই সকল দোষ একণকার ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতেও মহদোষরূপে গণ্য ও বিবাহের সম্বন্ধে তদোষাপ্রিত কুলের পুত্র ক্তা সর্ব্ব মতেই সর্ব্বণা পরিত্যজ্ঞা। তদ্ধপ কুলজাতা কলা ব্যতীত আর সকল ব্রাহ্মণের কন্তাকে সকল ব্রাহ্মণ বর, সকল ক্ষত্রিয় কন্তাকে সকল ক্ষত্রিয় বর এবং অন্ত বর্ণের সকল কল্লাকেই তজ্জাতীয় বর বিবাহ করিতে পারিত। এই মঙ্গলগর্ভ স্থলর প্রথাটা একণে নিতান্ত সকোচিত হইয়া উঠিয়াছে। রাটীয় শ্রেণী, বৈদিক শ্রেণী, বারেন্দ্র শ্রেণী প্রভৃতি বছবিধ ব্রাহ্মণ শ্রেণী, এবং দক্ষিণ রাঢ়ী, উত্তররাঢ়ী, বঙ্গজ, কটকী, মূদী-কায়েত প্রভৃতি বছবিধ কারম্ব শ্রেণী হুইয়াছে। তত্তপরি শাস্ত্রাসিদ্ধ বল্লালী কৌলিভ থাকু হুইয়া আরো সর্কনাশ ঘটাইবাছে ! পূর্বে যাহারা এক বর্ণ ও এক শ্রেণীরূপে আবদ্ধ ছিল, এখন তাহারা নানা শ্রেণীতে খণ্ড বিখণ্ড ভাবে বিভক্ত এবং ঘোরতর জাত্যাভিমানে মত্ত হইয়া পরস্পরের বৈবাহিক সম্বন্ধ উঠাইয়া দিয়াছে। এই বর্ণাস্তর্গত শ্রেণী বিভাগ কদাচ ঋষি-ক্বত নহে। ইহা শাস্ত্রে নাই, স্থতরাং হিন্দুস্থানের কুত্রাপিও নাই; বঙ্গীয় সমাজেই আধুনিক কালে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বারেক্ত কন্তা, রাটীয় বর; বৈদিক পুত্র, রাটীয় কন্তা; এরপ বিবাহ হইলে যে কোনো ধর্মণান্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ হইবে, এমন তো বোধ হয় না। সকলেই এক ব্রাহ্মণ বংশ হইতেই সম্ভূত, এমন কোনো কার্য্য কোনো শ্রেণী করেন নাই, যাহাতে সেই শ্রেণী পতিত হইয়াছেন। তবে এই ভেদ ঘটিবার প্রধান কারণ বাসস্থান। তথন দেশের এক ভাগ হইতে অল অঞ্চলে যাতায়াতের তত স্থবিধা ছিল না-রাজপথ বা শান্তিকার্য্যের তত স্থশুখলা ছিল না, এই জ্ঞাই পরস্পরের ব্যবহার রহিত হওঁয়াই প্রতীতি হইতে পারে। নতুবা শাস্ত্রে যে এরপ বিবাহের নিবেধ আছে, তাহা তো শুনিতে পাওয়া যায় না। স্মার্ক্ত পণ্ডিতকে ইহার ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিয়া স্বরূপ তত্ত জানিয়া যে আমি বলি-তেছি, তাহা নহে। এ কেবল অনুমানে বলা। সনাতন ধর্মারক্ষণী সভার মহিমায়িত সভাপতি মহাশর অদ্য আমাদেরও সভাপতি। এ ঘটনা উত্তমই হইমাছে। তিনি যদি এই অবশ্র-বিচারণীর প্রস্তাবটী উক্ত স্তার বিচার করেন এবং নবৰীপ প্রভৃতি সমাজের বৃধমগুলীকে উক্ত সভার ইহার ব্যবস্থা

পাঠাইতে অন্থরেধ করেন, তবে একটী মহান সামাজিক মলতের গ্রেপাত হয়। অসবর্গ বিবাহকে যক্তি কেই সহজ্ঞবার এরণ স্থলে, কর্ম্বর্য বিলিয়া প্রতিপদ্ধ করে, তথাপি সাধারণ হিন্দুসমাজে তাহা একণে প্রচলিত হওনের কোনো প্রজ্যোলা দেখা যায় না। কিন্তু সবর্গ-বিবাহ সর্ব্য প্রেণীতেই শান্ত্রসিদ্ধ, বর্ণান্ত-র্গত প্রেণী-বিভাগ জল্ঞ, বিবাহ আটক থাকে না, এমন কথা যদি প্রমাণীরুত হয়, এবং উপরে যে, সকল যোগ্য পাত্রের নামোলেথ করিলাম, তাঁহারা যদি সর্ব্যান্তঃকরণে সেই প্রথা পুনঃস্থাপনের চেষ্টা করেন, তবে তাহা সমাজের প্রাহ্ হইয়া আগু ফলোৎপাদক হইতে পারে। তদ্দারা এক এক বর্ণের নানা প্রেণীর প্রত্যা বিধান এবং মবর্ণ বিবাহ পদ্ধতিতে অধুনা যে নৈকট্য ও সহীর্ণতা দোষ জন্মিয়াছে, তাহার পরিহার হইয়া সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়। অত্থর প্রার্থনা করি, এমন বিষয়ে আর প্রদান্ত করা না হয়—অন্য রজনী প্রভাতে কল্যই যেন চতুর্দিগে এ প্রস্তাবের আলোচনা গুনা যায়, সনাতন ধর্মারক্ষণী সভা এমন বিধান করুন।

পুনর্ব্বিবাহ।

যে অষ্ঠ প্রকার বিবাছের কথা বলা পেল, তহাতীত একটা উপবিবাহ বা আতি-বিবাহও আছে। তাহার বহু নাম। তাহাকে বিতীয় সংস্থার, বিতীয় বিবাহ, পুন:সংস্থার, পুনর্মিবাহ, পুলোৎসব, ধিতীয় উৎসব এবং মেরেলি কথার স্থ্য-আর্য্য এবলিয়া থাকে। এই জ্বস্থ সংস্থার কবে যে হিন্দুসমাজে প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু ইহার ভাষ নির্লজ্ঞ ও ঘৃণাকর উৎসব যে বলীয় সমাজে বিতীয় নাই, তাহা নিঃসংশরে বলা হাইতে পারে।

দেশে জ্ঞানচর্চার যত অধিক্য হইতেছে, তৎফল অরূপ অল্লীল কথোপকথন, অল্লীল লেখা, অল্লীল চিত্র, অল্লীল সলী,চাদি যত উঠিরা যাইতেছে, ঐ

ফুণিরু কাঞ্চ ততই কোথার হ্রাস পাইবে, লা ততই তাহার দিন দিন অকরাগ

হইতেছে। রাজধানীতে বিদ্যার প্রাত্ত্তীব অধিক, রাজধানীর শিক্ষিত

ফ্রেকেরা সভ্যতা সভ্যতা করিরা পাগল; কিছু সেই রাজধানীতেই যে ইহার

ক্ষাক অমক বেলী হইতেছে, ইহার অপ্রেক্ষা আশ্চর্যা আরু কি ?

আমি দেখিয়াছি, এক প্রতিবাদীয়া নাটাতে পূর্কে দোল ছুর্গোৎসবাদি ক্রিয়া কলাপ বিস্তর হুইত। যম দুর্গুঃ জাজা বন্ধ ছুইয়া বায়। করেফটা জাশার ধন বালক ও একটা অকতী কর্ত্তামাত্র অবশিষ্ট। কালে ঐ বালকের।
ইংরাজীতে উত্তমরূপে শিক্ষিত ইইরা বিলক্ষণ উপার্ক্তন-শীল যুবাপুরুষ হইরা
উঠিল। কিন্তু ক্রিয়া কর্ম্ব আর দেখা দিল না। সে বাটাতে কোনো পর্বাহে,
কোনো উৎসবে, কোনো কিছুতে, ইচ্ছাভোজেও আর লোকের পাত পড়ে
নাই। এমন সময় এক অংশীর একটী মাত্র বংশধরের দিতীর সংস্কার
উপন্থিত। ঘটার সীমা নাই, আয়োজনেরও অন্ত নাই! কলিকাতার বিত্তর
বড় বড় ঘরে তাঁহাদের কুটুছিতা। উড়িয়াদেশীরের নর-যান শত শত নিযুক্ত
হইল। নিমন্ত্রিতা কুটুছিলীগণ অধিষ্টিতা হইলেন। তাঁহাদের দাসীর কর্মোলে
পাড়ায় সমূত্র-কল্লোল উথিত হইল। পুলার বাটীর বিশাল প্রান্তনে বৃহতী
সভা হইল—বাইনাচের মজ্লিস্—ধেন্টানাচের মজ্লিস্—পাঁচালির মজ্লিস্!
তৎপরে যে ভ্রি-ভোজ হইল, তাহার ইয়ন্তা করা যায় না! দেখুন, যাহাদের
আন্ত কর্মে এক কপর্দকও ব্যন্ত নাই, যাহারা সম্পূর্ণ স্থান্দিকত, যাহারা বাজালীর প্রার্থনীয় ভাল ভাল কর্ম্ম করে, যাহারা অন্ত সকল বিষ্ত্রে সভ্যাগ্রগণ্য,
তাহাদিগের ভবনেই এই, অন্ত পরে কা কথা!

পদ্মীগ্রামে সচরাচর এত ব্যস্ত সাধ্য বোর ঘটা না হইলেও যাহা হয়, তাহা ভত্রলোকের দেখা থা'ক, শুনিলেও কর্ণে হাত দিতে হয়! যে সকল ভক্ত পুরস্কুনী-গণ স্বভাবতঃ ও দেশাচারসম্মত কোনো বাচালতা ও কিছুমাত্র লজ্জাহীনতা দোষে দোষী নন, তাঁহারাও সে দিন ইতর ঘরের ইতর প্রকৃতির জ্বীলোকের সাহচর্ব্যে, তাহাদের উত্তেজনাম, তাহাদের দৃষ্টাক্ত এমন হইয়া উঠেন, যে, পরক্ষণে তাঁহারা আপনারাই তাহা মরণ করিয়া লক্ষায় মরিয়া যান!

অতএব যাহাতে দেশ হইতে এই ঘোর কদাচার মূল সহিত উৎপাটিত হইয়া যায়, এমত উপায় অবলম্বন স্করা দেশ হিতৈথী মাত্রেরি উচিত। এই সভা এই দোষ নিবারণে যত্নশীল হইলে দেশের একটা প্রকৃত দুরিত দুরীকরণ করা হয়।

স্বথের বিষয় প্রথম মুদ্রান্তণের পর এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অনেক ভন্তযুবক উাহাদেয় ভবন হইতে এই ক্প্রথা এককালে উঠাইয়া দিয়াছেন—সে
সব পরিবারে ইহার প্রকাপ্ত অন্থটান কিছুমাত্র আর হয় না।

তৃতীয় অধ্যায়।

সংশ্লিষ্ট পরিবার।

আর্য্য নাম যত প্রাচীন, বোধহর আর্য্য জাতির সংশ্লিষ্ট-পরিবার প্রণালীও তত প্রাচীন। মন্থ্য সমাজের আদ্যাবস্থায় ইহার আবশুকীয়তা যত, উর্নত ও সভ্য কালে তত প্রয়োজন থাকে না। যথন বলবানেরই প্রভৃত্ব, তুর্বলের দাসত্ব, তথন প্রবলের দোরাত্ম্য ইইতে আত্মরকার্থ আত্মীয় লোকে সকলের একত্র থাকা অপরিহার্য্য রীতি হওয়া স্বাভাবিক। স্থন্ধ তাহা নয়, জ্ঞানের ধর্মতাকালে স্থাধীনতার ভাব ও আস্বাদ মন্থ্য-হৃদয়ে অধিক প্রবল হয় না। কাজে কাজেই পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনের বলে থাকিতে স্বতঃ প্রবৃত্তি হয় এবং তর্কশক্তির কর্ষণাভাবে "আমি বড় বৃত্তি, উনিও মান্ত্র, আমিও মান্ত্র, আমিই বা ক্রুরবৎ উহাঁর পদলেহন কেন করিব ?" ইত্যাকার ভাব হ্বদয়ে তথন স্থান পায় না। স্থৃতরাং সংশ্লিষ্ট সম্বন্ধ ক্লিষ্ট হইতে পারে না।

কিন্তু হিন্দুদিগের এ অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তনের পরেও—বখন তাহাদিগের সভ্যতা, জ্ঞান, তর্কশক্তি অভ্যন্ত প্রবল, তথনো এই ভাবের রূপান্তর হর
নাই। যখন মধ্যম পাণ্ডব ভীমের এক একবারের গদাঘাতে রথ, রথী, হয়,
হক্তী, পদাতিক চুর্ণায়মান হইত, যখন তৃতীয় পাণ্ডব গাণ্ডীব-ধহার ধয়্যনির্ধোষে
ত্রিভ্বন কম্পিত হইত, তখনো তাঁহাদের মনে যুধিষ্টিরের প্রতি "কেনই বা
আমরা উহার অধীনে থাকিব ? আমাদের ভ্ল-শাসিত সসাগরা ধরামওল
কেনই বা উনি বদিয়া ভোগ করিবেন ?" এরূপ ভাবের কণামাত্র একদিনের
লগ্যন্ত উদয় হয় নাই! ইহাতেই অম্ভব হইতেছে, হিন্দু জাতির স্বাভাবিক
দয়া ও আসক্ষবিশা রুত্তি অপেকাক্ত সমধিক ভেজ্বিনী।

যাহাদের কবিরা নাটকাদি কাব্যে একটীমাত্রও শোক-শেষ আখ্যায়িকা সন্ধিবেশ করে নাই, যাহাদের পশু-পক্ষীর প্রাণহিংসাকেও মহাপাপ, তাহাদের দয়ার কথা ব্যাখ্যা করিতে হইবে কেন ? সেই দয়া যাহাদের শরীরে থাকে, তাহাদের সামাক্ত আসক নিশা বৃদ্ধি বে প্রবলা হইবে, আশুর্য্য কি ? কিন্তু খে কারণেই হউক, হিন্দ্রা যে চিরকাল সংশ্লিষ্ট-ভাবাপর তাহাতে তর্ক উঠি-বার সম্ভাবনা নাই।

তৎপ্রতিপক্ষে বা সপক্ষে এতকাল কোনো কথাই উঠে নাই—ভাই ভাইতে মিলিয়া থাকিবে, তাহাতে আবার প্রশংসা কি ? তাহাতে আবার দোবের আভাসই বা কি ? যাহারা ঐক্য বাক্যে থাকিতে না পারিত, তাহাদের নিন্দা হইত, এখনো হয়। এ প্রস্তাব যে একটা বিচার্য্য বিষয়, ইহার যে আবার প্রতিবাদ পক্ষ আছে, একথা কিছুকাল পুর্ব্বে আমাদের পিতা পিতামহ মহাশরেরা শুনিতে পাইলে হাসিয়া খুন হইতেন! কালধর্মে হাসির কথাতেও কালিতে হয়। আমরা সেই কাল-শাসনে পতিত হইয়া এই প্রথার দোষগুণ বিচার করিতে আ'ক্ষ্ বাধিত হইতেছি।

(माय खन विठादित शूर्व (मथा ठारे, हिन्दू मः क्षिष्ठे भतिवात किक्रभ ? বাটীতে সমস্ত পরিবারের মধ্যে একজন কর্তা। সম্পর্কে এবং বয়সে যিনি বড়, তিনিই প্রায় কর্ত্তা হইয়া থাকেন। কথনো কথনো বেশী কৃতী, বেশী বুদ্ধিমান, বেশী কার্য্য-কুশল বলিয়া কনিষ্ঠও কর্ত্তা হয়েন। তাহাতে জ্যেষ্ঠকে সম্ভষ্ট বৈ व्यमुख्छे इटेट थात्र (मथा यात्र ना। मुख्छे ना इटेवात वित्मय कांत्रण व्याष्ट्र। তিনি জানেন আমাপেকা আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বা ভ্রাত্পুত্র বা পুত্র উত্তমরূপে পারিবারিক, দামাজিক ও বৈষ্যিক ব্যাপার নির্মাহে পটু, তাহার হল্তে ভারা-র্পণ করিলে ভালই হইবে। বিশেষতঃ ঐ কনিষ্ঠ কর্তৃত্ব করেন বটে, কিঙ্ক জোষ্ঠের প্রতিনিধি হইয়া, জোষ্ঠের নাম রাথিয়া এবং জোষ্ঠের নামে নিমন্ত্র-ণাদি সামাজিক এবং সংকল্পাদি ধর্ম-বিষয়ক কর্ত্তব্য সকলি জ্যেষ্ঠের নাম লইয়া করিতে হয় ! কনিষ্ঠ কর্তৃত্ব করেন, কিন্তু জ্যোষ্টের নাম কর্ত্তা। তিনি কাজে না হইলে নামে কর্তা বটেন। তাঁহার পুত্রের উপার্জনে বাটীতে যদি ক্রিয়া কর্ম চলে, তবে তো তিনি প্রকৃতই কর্ত্তা! একান্নভুক্ত জ্রাতা বা জ্রাভুষ্পুজের উপাৰ্জ্জনে অথবা পৈত্ৰিক সম্পত্তির আয়ে হইলেও তিনি কর্তা। পৃথকার ভাতাদির সংসারে সামাজিক বিষয়ে তিনি কর্তা। ঐরপ স্বসম্পর্কীয় কেছ স্বতন্ত্র বাটীতে বাস করিলেও তিনি কর্ত্তা। কর্ত্তার অনভিমতে কোনো कर्षारे रहेटल भारत ना । किनिष्ठीमि तफ तूम्मात, तफ कर्पाक्रम, तफ छेभार्ष्क्रन-শীল, বড় কীর্ত্তিকুশল হইলেও বিশেষ বিশেষ বিষয়ে কর্ত্তার অহমতি ভিন্ন

किছूरे कतिए मर्थ रायन ना। जाशां कर्जात यि अभ रय, यजक्र ना তাঁহাকে বুঝাইয়া সম্মত করিতে পারেন, ততক্ষণ সাধ্য কি সে কর্ম করেন ? মনে করুন একটা সম্বন্ধ উপস্থিত, মনে করুন দলাদলির ঘোঁট উপস্থিত, মনে कक्षन वांगीत त्कारना एइएलएक विरामा कार्रा का তাহাতে কঠা যতক্ষণ মত না দিবেন, ততক্ষণ সেকাজ কি হইতে পারে ? বাটীর আবাল বুদ্ধ বনিতা সকলকেই কন্তার ইচ্ছামুসারে চলিতে হয়। তাহারাও তাহাতে ক্ষম না হইয়া বরং তৃপ্তিপূর্বক ঘাড় নত করিয়া থাকে! ও পক্ষে व्यावाद कर्त्वा अ विरम्य विरवहनाशूर्वक मानन मध हानना करतन, व्याधिकाःम বিষয়ে পরিবার পাঁচটীর মত ও ইচ্ছা জানিয়া আপন মতকে গঠন করেন। যে কাজে পরিবার মধ্যে সকলের অনিচ্ছা, তাহাতে তাঁহার নিজের ইচ্ছা হইলেও অনেক সময় তাহা পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। এমন না হইলে কর্ত্তত্ব থাকিবে কেন ? এমন না হইলে এমন স্থানর সামঞ্জস্ত কি এত কাল হিন্দু-পরিবারে অটুট্ থাকিতে পারিত ? ফলতঃ এরপ জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ ভাব, এরপ শুরু লঘু জ্ঞান, এরপে ব্যীয়ানের মান রক্ষা ও কনীয়ানের হিতাকাজ্ঞা। ভূমণ্ডলে আর কোনো রাজ্যে—আর কোনো দমাজে—আর কোনো জাতীয় পরিবারের মধ্যে কি পাওয়া যায় ? হিন্দু-পরিবার একটী ক্ষুদ্র রাজ্য, তাহাতে নিয়ন্তা ও শাসনকর্তার সমুদায় ভাবই মূর্ত্তিমান! হিন্দু-পরিবারের স্কর্তত্ত্ব যে করিতে পারে, একটা রাজ্যও সে চালাইতে পারে ! স্থদভা জাতিরা এই সংশ্লিষ্ট পরিবার-প্রণালীকে (Patriarchal system.) জনকত্ব-শাসন-প্রণালী বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, সমাজের আদ্যাবস্থায় স্বল্প সভ্যতার সম্য এই রীতি প্রবর্ত্তিত ছিল। এখন সমাজের অবস্থা তদপেক্ষা বহুগুণে উন্নত হঁইয়াছে, এখন স্বাধীনতার কাল, এখন কি আর তাহা শোভা পায় ? আমরাও দেখিতেছি তাঁহাদের সমাজ ও গৃহ-সংসারের যেরূপ শৃঞ্জলা, তাহাতে ইহার উপযোগিতা কিছুতেই হইতে পারে না ৷ শ্রুত আছে, (Extremes meet : togother.) আমাদের চলিত কথায় বলে "রাজা আর ফ্কির" "বুড়ো আর ছেলে সমান।" এ কথার তাৎপর্য্য চমৎকার। অত্যন্ত জ্ঞানাপন সভ্য মানব আর নিতান্ত জ্ঞান-হীন পশু, এ হুয়ের আচরণ কোনো কোনো বিষয়ে আশ্চর্য্য-রূপে মিলে! যতদিন স্তনপানের আবশ্রক, যত দিন মাতৃ-যত্ন ব্যতীত জীবিত

থাকা অসম্ভব, তত দিন পশু পক্ষীর শাবকেরা মার কোল-যোড়া হইরা থাকে; যেই মাত্র উড়িতে কি চরিতে শিথে, অমনি তাহারা মা বাপের স্নেহ মমতা ভূলিয়া যায়, মা বাপেও তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়! অত্যস্ত সভ্য ভাতির মধ্যেও এই প্রথার প্রাবল্য দেখা যায়। স্থতরাং রাজা আর ফ্কির, বুড়ো আর ছেলে বলিয়া যে প্রাচীন বাক্য আছে, তাহার সঙ্গে "সভ্যতম জাতি আর ইতর প্রাণী" এই নব্য শ্লোকও গাঁথিয়া দেওয়া যাইতে পারে!

অতএব সর্বান্তভাপেরয়িতা পরম পিতার নিকট প্রার্থনা করি, তিনি আমাদিগকে এক্টু অল্ল সভ্য রাথেন সেও ভাল, তব্ যেন পিতা পুল্লে, মাতা পুল্লে, ভাই ভাইতে বিচ্ছিল্ল হইবার প্রবৃত্তি হিন্দুমনে সঞ্চারিত করিয়া না দেন।

কেহ কেহ সংশ্লিষ্ট পরিবার প্রথার ছইটী বিশেষ দোষ দেখাইয়া থাকেন।
এক, ইহাতে আলস্থা বর্দ্ধন করে। অর্থাৎ এক জনের স্কল্পে দশ জনে ভর
দিয়া নিশ্চিন্ত থাকে; স্বতন্ত্র থাকিলে স্বীয় স্বীয় জীবিকা নির্বাহের পথ
দেখিতে হইত, স্কতরাং অলস থাকিতে পারিত না। দ্বিতীয় দোষ, স্বীলোকে
স্বীলোকে বিবাদ। এই ছইটীকেই আমরা সত্য বলিয়া স্বীকার করি, কিন্তু
অপকার ও উপকার তৌল করিলে অপকার ভাগ নিতান্ত লঘু হইয়া দাঁড়ার।
অতএব উপকার কয়নীর নামও উল্লেখ করা কর্ত্তব্য।

১ম। সামাজিক বল। সুক্ষ সুক্ষ তৃণ একত্রিত হইয়া হক্তী বন্ধনেরও রজ্জুহয়!

২য়। স্বভাবাস্থারী কর্তব্য-সাধন। পিতা পিতামহ, মাতা পিতামহী, লাতা ভগিনী, খুল্লতাত জ্যেষ্ঠতাত প্রভৃতি জগতের মধ্যে মন্থ্যের পরম আত্মীর বাঁহারা, তাঁহাদের পরস্পেরের প্রতিপালন ও স্বেহ-কারুণ্যে বন্ধ থাকা, সম্পদ বিপদে সহায় হওয়া ইত্যাদি ব্যবহার যে স্বাভাবিক ও স্বষ্টিকর্তার অভিপ্রেত কাল, তাহাতে সন্দেহ কি ? যদি বলেন, স্বতন্ত্র স্থলে থাকিলে কি সে সব হয় না ? কথনই এরপ হইতে পারে না। কথাতেই বলে "ভির্ভাতে-বাপ পড়্নী!"

তয়। দৃষ্টি ও শ্রুতি-সুথ। এ যেমন দেখিতে গুনিতে একটী আশ্রুক্ত সুষমার বিষয়, তেমন কি পার্থক্যে সৃষ্ডবে ? "এ প্রশংসা অবশ্রুই প্রার্থনীয়। ৪র্থ। উপটিকীর্বা, ভক্তি, স্নেহ, আসঙ্গলিক্ষা প্রভৃতি প্রচুররূপে চরিতার্থ হইয়া পরম স্বথের কারণ হয়।

ধম। সর্ব্বোপরি স্ত্রীলোকের কুপ্রবৃত্তি নিবারণের এমন মহৌষধ আর নাই। তন্মাহান্ম্য ইতিপুর্বে বাহুল্য বলা হইরাছে, স্মৃতরাং পুনরুল্লেথের প্রয়োজনাভাব। অন্থ অমুকূল হেতু না থাকিলেও স্কন্ধ এই এক কারণেই সংশ্লিষ্ট অবস্থান প্রথার জন্ম অমুরোধ করা ধাইতে পারে।

চতুর্থ অধ্যায়।

পরিবার মধ্যে পরস্পারের আচরণ ও অন্তঃপুরের আচার ব্যবহার।

সংশ্লিপ্ত পরিবার সহস্কে যাহা বলা হইল, তাহাতে এ অঙ্গেরও কিয়দংশ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গুরুলোকের প্রতি নিক্নপ্তের ভক্তি প্রকাশ ও ব্যাতা-শ্বীকার এবং নিক্নপ্তের প্রতি গুরু জনের অক্কৃত্রিম স্নেহ ও হিতকর শাসন হিন্দু-পরিবারে অম্পুস্ম।

আবার হিন্দু প্রভু ভৃত্যকে যে ইউরোপীয় আধুনিক সভ্য জাতির ন্থায় চুকিম্লক বেতন-ভূক্ একটা ভাড়া করা সামগ্রী ভাবেন না, তাহাদিগকে পরিবারের সামিলই জ্ঞান করিয়া থাকেন, ইহা কে না জানেন ? বালকপুত্রকে পিতা ভাড়না করিলে যেমন কাঁদিতে কাঁদিতে মার কাছে যায়, হিন্দু সংসারে ভৃত্যও ঠিক তদ্ধপে কর্তা রাগ করিলে কি দৈহিক দণ্ডাদি প্রধান করিলে মুখের উপর জ্বাব দেয় না, আদালতে যাইয়া নালিসও করে না, সেকেবল গিয়ির কাছে গিয়াই আদাস করে! গিয়ি শুনিয়া কর্তার উপর ব্কিতে বক্তিতে তাহাকে কিছু আহার দিয়া তথন শাস্ত করেন, কর্তা বাটার মধ্যে আইলে সক্লা. ফেলিয়া আগে ব'দের কথা না বলিয়া থাকিতে পারেন না। ক

হয়তো ব'দের চেয়েও আর একজন পুরাতন চাকর ব'দেকে তথনি এই বলিয়া বুঝায় "চাকর আর ছেলে তফাৎ কি ? মনিব আর বাপে ভেন্ন কি ? তিনি শাসন क'रर्सन ना তো কে क'रर्स ? একবার বা মারেন, একবার বা কোলে টানেন!" হায় একি সামান্ত স্থথের সম্বন্ধ! ভৃত্যেরা ঐ স্লেহের পরিবর্ত্তে আবার প্রভুর প্রতি এত ভক্তিপরায়ণ ও ক্নতক্ত থাকে, যে, তাঁহার জন্ম প্রাণ পর্যান্ত দিতে পারে। সকল স্থলেই এরপ অবিকল, আমি তাহা বলিতেছি না, কিন্তু অধিকাংশই অভিন্ন এই প্রকার। ধাঁহারা পল্লীগ্রামে পুরাতন প্রভু ও ভৃত্যের আচরণ দর্শন করিয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকেই সাক্ষী মানিতেছি। আমি স্বচকে দেখিয়াছি, প্রভূ পীড়িত হইয়া দীর্ঘ কাল শ্য্যাশায়ী, সংসার চলেনা, চিকিৎসাদির জ্বন্ত সমস্ত জ্বিনিস পত্র পর্য্যস্ত বন্ধক দেওয়া, ঋণের সীমা নাই! ভৃত্য জাতিতে ডোম, বাল্যাবিধি ঐ প্রভুর লুন থাইয়াছে, প্রভুর এই অবস্থায় আপন স্ত্রী পুত্রকে দিবারাত্রি দিগুণ থাটাইয়া ঝুড়িচুপড়ি বুনাইয়া, ধান ভানাইয়া এবং আপনি বিশ্রাম ত্যাগপুর্বক নানা কাজ করিয়া, আপন সংসার ও প্রভুর স্বন্নসংখ্যক পরিবারের নির্বাহ করিত। প্রভুর ঘর ছথানি মেরামত ভিন্ন চলেনা; বংশী কোথা ছইতে বংশ আনিল, থড় আনিল, পাট কাটিল, আপনি সমুদ্র করিল। কাষ্ঠ নাই, কোথা হইতে কাৰ্চ আনিল কিছুই বুঝা যায় না। এই ভূত্যের এই ব্যবহার সে পল্লীতে উপত্যাস হইয়া আছে! দেশের এ মুখের অবস্থা বিলাতী সভ্যতা যদি নষ্ট করে, তার চেয়ে আমরা একটু কম্ সভ্য থাকি সে কি ভাল নয় 🕈

হিন্দুপরিবারে এরপ আচরণের কথা সকলেই জানেন, স্থতরাং এ অধ্যাদ্ধে এ অংশটী এত লিথিবার আবশুক ছিল না। স্থন্ধ এক কারণেই এ প্রসঙ্গ প্রবন্ধের প্রত্যঙ্গ করিতে বাধিত হইতেছি। সমাজ মধ্যে যাহার ঐশ্বর্য হর, আর সে যদি পাঁচটা সংক্রিয়া করে, তবে তাহার কোনো কোনো দোষ থাকিলেও তাহা গণ্য হয় না, বরং তাহা আর পাঁচটা শুণের সঙ্গে বারুইরের গোচ-মধ্যন্থ পিচা পানের ভার বোঁটা শুন্তিতে চলিরা যায়!

সেইরূপে ধরামগুলে যথন বে জ্বাতির জ্বন ভাগ্য ও লক্ষী-ভাগ্য প্ররক্ত এবং সেই জ্বাতির মধ্যে যদি নানা প্রকোর স্থানিরুম ও স্থপ্রধা দৃষ্ট হর, তবে সে জাতির আভ্যন্তরিক দোষ গুলিও সেই সব গুণের সঙ্গে গুল বলিরা চলিরা যার। এবং যখন বে জাতির ভাগ্য-লক্ষী হুর্কাসার অভিশাপে ক্ষীরোদ-সাগরে নিময়া থাকে, তখন সে জাতির সাহস, বীর্য্য, প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি সন্প্রণাবলীও মা লক্ষীর অন্ন্যান্ত্রী হয়। কিন্তু কতকগুলি সামাজিক ও পারিবারিক গুণ বে অতঃপরও সমাজ মধ্যে লুকাইয়া থাকিয়া যায়, তত্তাবতকে কেইই আর বড় লক্ষ্য করে না, তাহারা বরং দোষের দলেই গণনীয় হওয়াতে অভিমানে দ্রিয়মাণ থাকে।

অমুধাবন করিলে ভারতের জেড়জাতি ও বিজিত জাতির মধ্যে অনেক বিষয়ে এই উপমা সম্পূর্ণ সংলগ্ন হইতে পারে। আমাদের জেতৃজাতির বাছ-বল, বিদ্যাবল, সভ্যতাবল, বাণিজ্যবল, ঐশ্বর্য্যবল আমানের অপেকা বহু সহস্র-শুণে এত অধিক, স্মৃতরাং বড় বড় বিষয়ে আমরা এত ছর্কল যে, জাঁহাদেব যে সকল বল নাই, তাহার বড়াই শুনিয়াও আমাদিগকে চুপ করিয়া থাকিতে হয়: এবং আমাদের সে সকল বল থাকিলেও আমরা বড়াই করিতে— মুখ পাতিতে পাই না! বিশেষতঃ আমাদের নব্য বাবরা না জানিয়া না ভ্রমিয়া সাহেবদিগের মতের পোষ্কতা করেন এবং সামাজিক কল্পিত হীনতার জন্ম রোদন করেন, সাহেবেরাও যো পান! অথচ তত্তবিষয়ে আমাদের হীনতা দূরে থাকুক, বরং আংশিক শ্রেষ্ঠতাই আছে। তাহার প্রমাণ স্বরূপ শুটিকতক বিষয় অদ্যই প্রদর্শিত হইয়াছে এবং বক্ষ্যমান আরো হুই একটী কথা বলা যাইতেছে। আমাদের জেড জাতীয় অনেকে জোর করিয়া বলেন যে, হিন্দু গৃহিণীতে আর অন্ত জাতীয়া দাসীতে কিছু মাত্র প্রভেদ নাই। প্রবন্ধটী যদি বিস্তারিত হইয়া না পড়িত, তবে আমি বাছলারূপ প্রতিবাদ করিয়া তাহার সম্পূর্ণ অসত্যতা দেখাইয়া মনের ক্ষোভ নিবারণ করিতাম। তথাপি কিঞ্চিৎ না বলিয়া থাকিতে পারি না ।

এখন বাঁচারা ইংরাজী শিথিয়া সভ্য হইয়াছেন, উাঁহারা মনে করেন, এত দিনের পর স্ত্রীলোকের গৌরব কেমন করিয়া করিতে হয়, তাহা দেশে দেখানো হইতেছে। কিন্ত ইংরাজী ভাষার বখন স্থাষ্ট হয় নাই—ইংরাজ জাতি বখন জামে নাই—ইংরাজের গুরু রোমক বংশও যখন আবিভূতি হয় নাই, তখন অবধি হিশুমহিলার কত আদর, কত গৌরব, কত মান তাহা ভাবন করুন।

যত্ত্র নার্যাপ্ত পূজ্যাপ্তে রমপ্তে তত্ত্র দেবতাং।

যত্ত্রতাপ্ত ন পূজ্যাপ্তে সর্ববিস্তত্ত্বাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥ ঐ,৫৬।

যে কুলে স্ত্রীলোকেরা বস্ত্রালক্ষারাদি দারা পূজিতা হয়েন, তথায় দেবতারা
প্রসন্ধাকেন। আর যে কুলে স্ত্রীদিগের অনাদর, সে বংশে সকল ক্রিয়া
নিক্ল হইরা যায়।

সন্তুন্টো ভার্য্যায়া ভর্ত্তা ভর্ত্তা ভার্য্যা তথৈবচ।

যস্মিনেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্ত্র বৈ ধ্রুবং॥ ঐ, ৬০।

যে কুলে স্বামী পত্নীর প্রতি, পত্নী স্বামীর প্রতি সম্বন্ধ থাকেন, সে কুলে

নিশ্চয়ই সর্বাদা কল্যাণ বিদ্ধিত হইতে থাকে।

জাময়ো যানি গেহানি শপস্ত্য প্রতিপূজিতাঃ।
তানি কৃত্যাহতানীব বিনশ্যন্তি সমস্ততঃ॥ ঐ, ৫৮।
ভগ্নী, পত্নী, পুত্রবধ্ প্রভৃতি স্ত্রীলোকেরা অপুজিত হইয়া যে কুলে শাপ
প্রদান করে, সে কুল ধন পশাদির সহিত অভিচার হতের ভায় সর্বতোভাবে
বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

এইরূপ বহু বহু স্থলে শাস্ত্রে পুরদ্ধী মহিলাবর্গের সন্মান ও সস্তোধ বর্দ্ধনের বিবিধ প্রকার বিধি প্রদন্ত হইরাছে এবং আবহমানের ব্যবহারেও তাহা দম্যগ্রূপে সংরক্ষিত হইরা আসিতেছে। আমাদের পুরস্ত্রীগণ গৃহকর্ম স্বহস্তে করেন বলিয়া কি দাসী হইলেন ? সেই সব গৃহকর্ম কি তাঁহারা অনিচ্ছাতে, পুরুবের ভয়ে বাধিতা হইয়া পরের কাজ ভাবিয়া করেন ? না, স্পেছাতে, দস্তোবে, স্থবের কাজ ভাবিয়া করেন ? না, স্পেছাতে, দস্তোবে, স্থবের কাজ ভাবিয়া করিয়া থাকেন ? সেই কাজ করাতে গৃহমধ্যে তাঁহাদের গৃহিণীত্ব ও একাধিপত্যের অধিকারটী কি অণুমাত্র হীনাক্ষ হয় ? না, সাংসারিক তাবয়াপার স্বচক্ষে দৃষ্ট ও স্বহস্তে কৃত হয় বলিয়া সর্কবিষয়্মক ক্ষমতার আরো আধিকাই হইয়া থাকে ? তাহাতে কি সংসারের স্পৃত্রলা ও গারিপাট্য সমধিক সাধিত হয় না ? তাহাতে কি স্বামী পুত্র ভাতা ভূত্য গাহার যাহা পাইবার, যাহার যাহা থাইবার, তাহা যথোচিতরূপে প্রাপ্তি হওয়াতে সকলেরি সস্তোম হয় না ? তাহাতে কি তাঁহাদের শ্রীর ও মনের রজ্তা নষ্ট ও স্বাস্থ্য লাভ হয় না ? তাহাতে কি তাঁহাদের শ্রীর ও মনের রজ্তা নষ্ট ও স্বাস্থ্য লাভ হয় না ? তাহাতে কি কারীর ও মনোর্ভিরে কীট-

ষরপ ও দর্মপ্রকার ক্পর্তির প্রবর্তক্ষরপ বে আলম্ভ, সেই আলম্ভ-রোগের প্রতীকার হয় না ? তাহাতে কি কুদ্দ ও কুবিষয়ের আলোচনার সময়াভাব হইয়া মহোপকার জন্মে না ? প্রদাবকালে দেখিবেন, তথনকার শ্রমশালিনীরমণীরা বা কত সহজে এবং এখনকার নিষ্ঠা কার্পেট্বুননীরা বা কতক্তে প্রদাব হন ?

আবার তাহাও বাল;-বিলাতে মধ্যবিধ ও সামান্ত গৃহস্থবরের গৃহিণীরা কি স্বহস্তে এইরূপে গৃহকর্ম করেন না ? আর অধিক বলিবার সম্ভাবনা থাকিলে, বিলাতের গৃহচিত্র বিলাতের গ্রন্থ হইতেই দেখাইতাম। সেথানকার ধনী ভিন্ন কাহার কয়টা চাকর চাকরাণী আছে ? এদেশে যাঁহাদের সঙ্গতি আছে, তাঁহারাও কি দাসদানী রাখিতেছেন না ? কিন্তু সেরূপ যোত্রাপন্ন ব্যক্তি দেশের লোক সমষ্টির কত ভাগের কত ভাগ, তাহাও তো ভাবিতে হয় প অল্লাংশই তদ্রুপ সঙ্গতিমান, অধিকাংশই অপারক। সেই অসমর্থ শ্রেণীর উপায় কি ঠাওরাইলেন ? আপনাদের লম্বা লম্বা উপদেশ দ্বারা লাভে হইতে সে সকল লোকের মাথা খাইয়া দেওয়া হইতেছে! পুরুষ পক্ষে এইরূপ উপদেশে একটা মহা কণ্টের সোপান তো পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছে। বিদ্যা-লয়ে যথন দ্বিদ্র বালকেরা পড়ে, তথন উপদেশ পায় "সভ্য হও, সভ্য হও! পাছকা পায় দেও, গায় পিরান পর, চায়নাকোট পর, ইত্যাদি।" তাহারা বাবু হইতে চেষ্টা করে, তাহাতেই অভ্যন্ত হয়। প্রথম খ্রেণী পর্যান্ত কায়ক্রেশে পড়ে। পিতা ভাবিতেছেন, ছেলে মাতুষ হইল, আর চিস্তা কি ? কিন্তু হায়! গ্রাম্য বিদ্যালয় ছাডিয়া কোনো উচ্চ বিদ্যালয়ে যে পড়িবে, তাহার সে যোত্র নাই। ঐ পর্যান্তই শেষ হইল। পরে কর্মের জন্ম লালায়িত। দিব্য বাঙ্গালা জানে, কিঞ্চিৎ ইংরাজী ও সংস্কৃতও জানে, তথাপি যদি ৬। ৭ টাকা মাসিক বেতনের একটা চাকরী পায়, তবে যেন তাহার উদ্ধতন চতুর্দশ পুরুষ পর্যান্তও বর্ত্তিরা যায় ৷ প্রথম হইতে সভ্য ও বাবু হইতে শিথিয়াছে, এখন আর পৈতৃক চাষ বাস, क्लोतकर्या, मत्नन গড़ा, टेल्ल चुलांनि विक्रम, अथवा बाक्षण इम তো, যজনযাজন ভিক্ষা শিক্ষা প্রভৃতি কিছুই পারে না! এদিগে চাকরীও জুটে না-সর্বনাশ-একবারে সর্বনাশ ৷ যত দিন গ্রন্থবিদ্যা ও পৈতৃক কাজ कि कार्ताञ्चल वावमांत्र कहे भिका अकत हहेवात अनानी अविधित ना इहेरन, তত দিন এই সর্বানাশই থাকিয়া যাইবে—দিন দিন ইহা বাজিতেই থাকিবে!

এক্ষণে আবার লোকের অন্তঃপুরেও দেই দর্ধনাশ বাঁধাইবার চেষ্টা করা হইতেছে। চারিদিগে রব, "সভাা হও, ভবাা হও, গোবরে হাত দিও না, নোংরা গোলাইাড়ী ছুঁরোনা, খাংরা হাতে ক'রোনা, আগুন-তাতে যেয়োনা! দাসীর কাজ ঠাকুরাণী হ'য়ে তোমার কি করা উচিত ? যদি সারা দিন্ পা'ট্ নিয়ে থা'ক্বে, তবে মানসিক বৃত্তির কথন্ কর্ষণ ক'র্কে? কথন্ তবে অবশ্বতির কাটি নিয়ে ব'দ্বে ?—দে না ক'লে তো বিবীদের সভ্যতা পেতে পা'র্কে না! অতএব খ্যাংরা, কুলো, হাঁড়ী, চুলো, টেঁকী, জাঁতা, ছাঁচলাটা, এ সব দ্রে ফেল; বই ভাও, পশম ভাও, পোষাক পর, সমাজে যাও, বড় বড় সাধুভাষার কথা কও, আর দিবা রাত্রি কেবল শান্তি, স্বাস্থ্য, শারীরিক নিয়ম, মানসিক নিয়ম, মিতাচার, মিতবারিতার আন্দোলন ক'রে জ্যেটাই হ'য়ে ব'দে থাকো!!"

যাঁহারা বাহ্-রূপে মৃগ্ধ, তাঁহারা সংসার মধ্যে এই নবপ্রবর্ত্তিত বাবস্থা দেখিরা হর্ষ-সাগরে সম্ভরণ দিতে থাকেন। কিন্তু যাঁহাদিগের একটু তলিয়ে দেখা অভ্যাস, তাঁহাদের ভাগ্যে তদর্শনে তত তৃপ্তিস্থথ ঘটনা উঠে না। তাঁহারা দেখেন, এ প্রণালীতে মুখে যত, কাজে তত মিতাচার ও মিতব্যয়িতা, স্বাস্থ্য ও শান্তির স্কার নাই! আমাদের পূর্ক-পূরুবেরা "স্বাস্থ্য" শন্দটী জানিতেন না, মুখেও আনিতেন না, অথচ যথার্থ স্বাস্থ্য ভোগ করিতেন—এখনকার স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রবন্ধনেথক ও বক্তৃতাকারকের অপেক্ষা চতুপ্তর্ণ, ষষ্ঠপ্তণ, কথনো বা অন্তপ্তর্ণ আহার্য্য উদরস্থ ও আনানাসে জীর্ণ করিয়া যথার্থই স্ক্ষ্য ছিলেন; আ'জ্ কা'ল্ আমাদের যুবক যুবতী ও বালক বালিকা পর্যান্ত স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য" করিয়া যত পাগল, ততই হীনবল হইতেছে—ক্ষুদ্র মৎস্থ ও লঘু মুগের স্থাও পরিপাক করিতে অক্ষর্ম!! মিতাচারের কথা কি বলিব ? যে মদ্যপানে সদ্য জাতি-চ্যুত হইতে হইত, সেই গরলের স্রোত অনর্গল স্ববির্লম্পে সমাজ্যের অন্দর বাহিরে প্রবাহিত হইতেছে!

মিতব্যয়িতাও সেইরূপ; যৎকালে অন্তঃপুরে তাহার প্রসঙ্গ লইয়া প্রিয়-সঙ্গিনীগণ মধ্যে ঘার আন্দোলন চলিতেছে, হয় তো তৎকালে বহির্বাটীতে মুন্দেফের পেরাদা আসিয়া স্বামীর হাতে শমন খানি দিয়া গেল! দাস দাসী স্প্রারিণী রাখিবার সঙ্গতি নাই, তবু রাখিতে হইয়াছে! উত্তম পশম, উত্তম উত্তম সংবাদ পত্র, উত্তম উত্তম পুস্তক এসব সংগ্রহের পয়সা নাই, তবু যেমন করিয়া হউক যোগাইতেই হইয়াছে। সে টাকা কোথা হইতে আসিল ? অবশুই তঙুল, দ্বিদল, তৈল, লবণ ও পরিধেয় থানকাপড়, পূর্বে যাহা নগদ টাকায় আসিত, এখন তাহার ঋণ হইয়া সেই টাকায় ঐ সভ্যতার আয়োজন হইয়াছে। দোকানীর অপরাধ কি ? বৎসরাধিক হাঁটিয়া হাঁটিয়া না পাইয়া শেষে শমন করিল।

হায়! এ সব তব কেউ রাথে না! কেবল বলে—এদেশের স্ত্রীজাতি বড় হর্জপা, বড় হৃঃখিনী, বড় তাপিনী, পরাধিনী, চাকরাণী! হা! কি বিষম আন্তি! তাহারা যদি চাকরাণী, তবে ঠাকুরাণী কে ? তাহাদের যদি ক্ষমতা নাই, তবে সংশ্লিষ্ট-পরিবার-প্রথার এত যে বাধনী, যাহা ঋষিবাক্য হইতে আরম্ভ হইয়া পুরুষায়ক্রমিক ব্যবহার ও সামাজিক বিজ্ঞ কর্জ্ক নিয়ত আদিষ্ট হইতেছে, সেই বন্ধনীকে শিথিল করিয়া দেয় কে ? তাহাদের যদি ক্ষমতা নাই, তবে বে সব বাটীতে দোল হুর্গোৎসবাদি ক্রিয়া কলাপ বন্ধ, সে সব বাটীতে ছাপ্লায় কোটী ব্রতোপলক্ষে পুরোহিত ঠাকুর দিব্য হুন্ট পুরুহন কিলে ? তাহাদের যদি ক্ষমতা নাই, তবে যে সব সংসারে পুরুষের অন্তর্হয় পৈতৃক ক্রিয়া কাপ্ত রহিত হইয়াছে, সে সব সংসারে দ্বিতীয় উৎসব উপলক্ষে হুই তিনটী হুর্গোৎসবের ব্যয় হয় কিলে ? তাহাদের যদি ক্ষমতা নাই, তবে দেশের অন্তর্কারকর অপেক্ষা স্বর্ণকার বড় মাহুর হয় কিলে ? তাহাদের যদি ক্ষমতা নাই, তবে কায়ন্থদের বল্লালী কৌলিন্ত উঠিয়া "ইউনিভার্সিটী কৌলিন্ত" চলিত করিল কে ?

তাহাদের আবার ক্ষমতা নাই, যাহাদের জন্ম পুরুষের সংসার ধর্ম সকলি—
যাহাদের জন্ম শোভামরী পুরী—যাহাদের জন্ম লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ, কি কোটী
মুদ্রার হীরা মণি মুক্তা স্বর্ণ রজত রাশি রাশি সভ্যা ধরণীতে প্রতি দিন ক্রম
বিক্রম হইতেছে—যাহাদের স্ক্রচারু সজ্জার জন্ম ঢাকা, শান্তিপুর, কার্শী,
স্বযোধ্যা প্রভৃতি শত শত স্থানের অসংখ্য বেশকারীরা বারমাস নিযুক্ত রহিয়াছে—যাহাদের মনস্তুষ্টির জন্ম হিন্দু পুরুষমণ্ডলী মান, প্রাণ, ধর্মকে উপেক্ষা
করিয়া—ইক্র চক্র কুবেরের ভাণ্ডার লুঠিয়াও স্বর্থোপার্জ্জন করিতেছে!

তাহাদের মানের কি ইয়ভা আছে, যাহাদের গৌরবার্থ শাস্ত্র-কারের!—

বনমূল-ফলাণী কঠোর-ত্রত নীরস কর্ষণ ঋষিরাও এমন সরস নাম উৎপাদন করিয়াছেন—জায়া, ভার্য্যা, গৃহলক্ষী, অঙ্কলক্ষী, গৃহিণী, সহধর্মিণী, অগ্ধাঙ্গ-রূপিণী ইত্যাদি! এই সব নামেতেই পঞ্চবর্ষীয় বালকও বুঝিতে পাবে, যে, হিন্দু-মহিলা দাসী নয়; হিন্দু-মহিলা গৃহকার্য্য-কুশলা হইলেও পরিচারিকা নয়, হিন্দুমহিলা স্বামী-সেবিকা বলিয়া হিন্দু-পুরীর সৈরিক্ষ্মী নয়, হিন্দুমহিলা অতি উচ্চ মানের—অতিশয় আদরের—অতি গৌরবের—অতি যত্নের সামগ্রী!

তাহাদের ক্ষমতা আর মানের কি দীমা আছে, যাহাদের পরিতোষার্থই এবং যাহাদের প্রিপ্রান্তর সন্ধানার্থই শাস্ত্রকারেরা ভ্রাতৃদিতীয়া নামা ভাতৃ-পূজা, আরণ্য-যঞ্চী নামা জামাতৃ-পূজা, সাবিত্রীচতুর্দশী নামা স্বামী-পূজার সংপ্রাথা সমূহের সন্ধিনান করিয়া দিয়াছেন! ফল কথা, গৃহস্থাপ্রামে যাহাদের জন্মই সব! যাহাদিগকে শাস্ত্র ও ব্যবহার স্ত্রীও বলে, প্রীও বলে,

"স্ত্রিয়ঃ শ্রেয়শ্চ গেহেযু ন বিশেষোহস্তি কশ্চন।"

্র অতএব হিন্দুস্ত্রীকে দাসী ও পরাধিনী বলিয়া তাহাদের জন্ত অন্ধার নয়নে রোদন করার তাৎপর্য্য যে কি তাহা বৃঝিয়া উঠা ভার !

"পরাধিনী" তাহারা অবশ্য। সে তো অন্তভাবে অধিনী নয়—কোমার-কালে প্রতিপালক রক্ষক জন্মদাতা জনকের স্নেহের অধিনী—ঘৌরনে প্রেমময় পতির প্রেমাধিনী—বাদ্ধিক্যে যদি ছর্ভাগ্যে পতিহীনা হয়, তবে ভক্তিমান পুত্রের প্রদাধিনী—যদি নিতান্ত ছরদৃষ্ঠ বশতঃ পতি-পুত্র-হীনা হয়, তবু দেবর ভাগুরাদি জ্ঞাতি বা সহোদরাদির কর্ত্তব্যাধিনী!

মনু। বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্ত যৌবনে। পুজাণাং ভর্তুরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাং॥ ৫অ,১৪৮।

স্ত্রীলোক বাল্যে পিতা, যৌবনে স্বামী, স্বামী মরিলে স্থামীর সপিও, স্থামীর সপিও অভাবে পিতৃ সপিও, তদভাবে রাজার বশে থাকিবে। স্ত্রীলোক কথনো স্থাতস্ত্র্য অবলম্বন করিবে না।

> পিত্রা ভর্ত্রা স্তৈর্ব্বাপি নেচ্ছেদ্বিরহমাক্ষনঃ। এষাং হি বিরহেণ স্ত্রী গছে কুর্য্যাত্নভেকুলে॥

পিতা, স্বামী, পুত্র, ইহাদের হইতে দ্বী কদাপি বিছিন্ন হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করিবে না; যেহেতু এরপ বিয়োগে পিতৃভর্ত্ উভন্ন কুলই নিন্দিত হয়। অতএব স্ত্রীলোকের স্বাভন্তা, কি শাস্ত্র কি মৃত্তি, কিছুরি গ্রাছ নহে। হিন্দুস্ত্রীর যে অধীনতা, তাহার প্রকৃত ভাব ইউরোপীয়েয়া এবং স্থক ইউরোপীয় বিদ্যায় শিক্ষিত নবযুবকেরা বুঝিতে পারেন না। এমন অধিনী হওয়া তোগৌরবের বিষয়—এমন অধীনতার জন্মই হিন্দু-কুলে সমস্ত সভ্য জাতির মধ্যে—শত শত বর্ষের রাজকীয় অধীনতা সত্ত্বেও অদ্যাপি পবম পবিত্র সতীম্ব-নিধি শারদীয় পূর্ণ শশীর ক্লায় স্থনির্ম্বল, স্থশীতল, অতি শুল্র সমুজ্জল কিরণ বিকীরণ করিতেছে!

এন্থলে সেই পরাধীনতা-রূপ ক্ষিত কলঙ্ক-ধারিণী ও আরোপিত শৃন্ধান বাহিনী হিন্দু-গৃহিণীদের পূর্বে ও বর্ত্তমান আচরণ কিরূপ এবং কি ভাবে তাহারা সেই অধীনতাকে অঙ্গের অমূল্য অলঙ্কার অপেক্ষাও সাদরে বহন করিয়া থাকে, তাহা অতি সংক্ষেপে কিয়ৎপরিমাণেও বিবৃত হওয়া উচিত। হিন্দু-ধর্ম্মনীতি হইতে নিমোজ্ত শান্তিলী-বিবরণে পূর্ব কালের গৃহদেবী-রূপিণী গৃহিণীর ব্যবহার প্রতীয়মান হইতে পারিবে।

"পতিত্রতা শাণ্ডিলী স্বর্গে গমন করিলে দেবলোক-বাদিনী স্থমনা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবি! তুমি কি পুণ্য বলে এই স্থরলোকে সমুপন্থিত হইলে ? শাণ্ডিলী উত্তর করিলেন—

নাহং কাষায়বসনা নাপি বৰলগারিনী।
ন চ মুণ্ডা চ জটিলা ভূজা দেবজ্যাগতা।
অহিতানি চ বাক্যানি সর্বাণি পরুষানি চ।
অপ্রমন্তা চ ভর্তারং কদাচিন্নাহ্মারুবং।
দেবতানাং পিতৃণাঞ্চ রাহ্মণনাঞ্চ পূজনে।
অপ্রমন্তা সদা যুক্তা শ্বশ্রখণ্ডরবর্তিনী।
পৈশুভেন প্রবর্তামি ন মনৈতন্মনোগতং।
প্রহারি ন চ তিষ্ঠামি চিরং ন কণ্যামি চ।
অসম্বা হসিতং কিঞ্চিদহিতং বাপি কর্মণা।
রহস্তমরহস্তং বা ন প্রবর্তামি সর্বর্থা।

কার্য্যার্থে নির্গতঞ্চাপি ভর্ত্তারং গৃহমাগতং। আসনেনোপসংযোজ্য পূজ্যামি সমাহিতা। যদলং নাভিজানাতি যদ্ধোজাং নাভিনন্দতি। ख्काः वा यमि वा त्वशः उ<मर्तः वर्ष्कशांगारः। কুটুম্বার্থে সমানীতং যৎকিঞ্চিৎ কার্য্যমেবতু। প্রাতরুখার তৎসর্বাং কার্য়ামি করোমি চ। প্রবাদং যদি মে যাতি ভর্ত্তা কার্য্যেণ কেন্চিৎ। মঙ্গলৈবছভিযুঁক্তা ভবামি নিয়তা তদা। **अक्ष**नः द्वांहनादेश्व श्वानः मान्तावूरनभनः। প্রসাধনঞ্চ নিজ্রান্তে নাতিনন্দামি ভর্তুরি। নোখায় যামি ভর্তারং স্থত্মপ্রমহং সদা। অন্তরেম্বপি কার্য্যেষু তেন তুষ্যতি মে মনঃ। नायार्गयामि ভর্তারং কুটুমার্থেহপি সর্বাদা। গুপ্তগুহা সদা চাস্মি স্থাসংস্থ নিবেশনা। **এবং धर्मा** পথং नाती পानवस्त्री ममाहिला। অরুদ্ধতীব নারীণাং স্বর্গলোকে মহীয়তে।

দেবি! আমি শিরোম্ওন, জটা ধারণ অথবা কাষায় বস্ত্র বা বন্ধল পরিধান করিয়া এই লোক লাভ করিয়াছি, এরপ বিবেচনা করিবেন না। আমি কথনো ভর্ত্তার প্রতি অহিতকর বা পরুষ বাক্য প্রয়োগ করি নাই; সর্ব্বদা অপ্রমন্ত ও যতত্রত হইয়া দেবতা, পিতৃলোক ও ব্রাহ্মণগণের পূজা এবং শক্ষ ও খণ্ডরের সেবা করিতাম; আমার মনে কথনই কুটিলভাবের আবির্ভাব হয় নাই; আমি কদাপি বিদ্ধিবারে দণ্ডায়মান বা কোনো ব্যক্তির সহিত অধিকক্ষণ কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইতাম না; কি প্রকাশ্র কি অপ্রকাশ্র কোনো হাস্তর্জনক ও অহিত কার্য্যের অহুষ্ঠান করিতে কথনই আমার প্রবৃত্তি হয় নাই; আমার ভর্ত্তা স্থানান্তর হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইলে আমি সমাহিত চিত্তে তাঁহাকে আসন প্রদান পূর্কক তাঁহার বথোচিত পূজা করিতাম; যে সম্পন্ধ ভক্ষণ বস্তু তাঁহার অপরিজ্ঞাত ও অনভিমত হইত, আমি কদাচ তৎসমুদ্র ভক্ষণ করিতাম না; পুত্র কল্যা প্রভৃতি পরিজনদিগের নিমিত্ত

বে সকল কার্ব্যের অন্তর্ভান করা আবশ্রক, আমি প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোখান করিরা স্বরং ও অন্ত দারা তৎসমূদ্র সম্পাদন করিতাম; আমার পতি কোনো কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে গমন করিলে আমি কেশ-সংস্কার এবং গন্ধ মাল্য অঞ্জন ও গোরোচনা দারা দেহের সৌন্দর্য্য সাধনে প্রবৃত্ত না হইয়া সতত সংযতচিত্তে বিধি মঙ্গল কার্য্যের অন্তর্ভান করিতাম; যথন তিনি নিদ্রাত্ত্ব পরতেন, তথন বিশেষ কার্য্য থাকিলেও আমি উাহারে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতাম না; পরিবার প্রতিপালনের নিমিন্ত সর্ব্বদা তাঁহাকে আয়াস দিতাম না; গুপ্ত বিষয় কদাপি প্রকাশ করিতাম না এবং নিরন্তর গৃহ সমুদ্য পরিকার রাথিতাম! যে নারী সমাহিত হইয়া এইরূপ ধর্মপ্রতিপালন করেন, তিনি নিশ্চয়ই অব্লব্ধতীর ভায় স্বর্গলোকে পরম স্থ্য সন্ত্রোগ করেন।"

ইউরোপীয়েরা পুরাকালকে লোহ-যুগ এবং বর্ত্তমান কালকে স্বর্ণ-যুগ কহিয়া থাকেন। হিন্দুরা পূর্ব্বকালকে সত্যযুগ এবং আধুনিক কালকে কলিযুগ বলেন। উভয় জাতির পক্ষেই ঐ মীমাংসা স্বাভাবিক। কেননা, ঐশর্য্য, সভ্যতা, ব্যবহারিক বিজ্ঞান প্রভৃতিতে ইউরোপ এখন যে পরি-মাণে উল্লভ, ভারতবর্ষ জ্ঞান ও ধর্মমূলক সভ্যতায় দেই পরিমাণে অবনত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। শাণ্ডিলীর উপাথ্যান শ্রবণ করিয়া হিন্দু-পতিত্রতার অনুপম স্থাথের সংসারের প্রতি যাহার না ভক্তি জন্মে, তাহার হানয় কেবল বগী গাড়ী, সাহেব বিবী, গড়ের মাঠ, এক ঘোড়ায় সাহেব স্পার যোড়ায় ম্যাম, বিবীর বিশ্বাধরে হাস্ত্র, উভয়ের প্রেমালাপে ভ্রমণ. ইত্যাদি রমণীয় দৃষ্ট সর্ব্বদা ধ্যান করে, তাহার অন্তথা নাই ! হিন্দু-পরিবারের বাহ্-দৃশ্তের পরিবর্ত্তে ফল্কনদী-প্রবাহের স্থায় শুপ্ত প্রেম ও শুপ্ত স্থুখ যে বহিতে थारक, मृज्ञन-िख कि जारा अञ्चर्यायन कतिएं शादत ? माखिनी, माविजी. সীতা, অরুদ্ধতী, দময়ন্তী প্রভৃতি পরমা সাধনী সতীদের যুগ গিয়াছে, এখন কলি কাল, তথাপি অদ্যাপি হিন্দু-পরিবারে স্ত্রীজাতির কত অসংখ্য প্রকার ত্যাগ-স্বীকার ও অটুট ধর্ম-বুদ্ধি যে বলবৎ আছে, তাহার সীমা করা যায় না ! শাণ্ডিলীর গুণাবলীর সকলি যে এখন অভাব হইয়াছে, তাহা কদাচ নহে। বোধ করি, আ'জ কা'ল্ কলিকাতার কতিসংখ্যক পরিবার ব্যতীত সমস্ত বঙ্গীয় সংসারের স্ত্রীলোকেরা প্রাতঃকালাবধি রক্তনীতে শয়নসময় পর্যান্ত যেরূপ

আচরণ করেন, তাহা কাহারো অগোচর নাই। স্বহস্তে পাক, সকলকে আহার করাইযা অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহাই ভোজন, প্রাণাস্তেও উত্তম সামগ্রী প্রিয় জনকে না দিয়া গ্রহণ না করা, অনেকের আবার এককালেই সে মুখে স্প্রেছাক্রমে বঞ্চিতা হওয়া, অনাটনের সংসারে বছ প্রকার স্থ্র্ছিযোগে ও স্থকৌশল সহকারে পরিপাটী গৃহস্থালি দারা সংসার নির্বাহ করা, যথাজ্জান নানাবিধ মাঙ্গলিক লক্ষণ পালন করা এবং ধর্ম কর্মে, বাছিক নয়, প্রকান্তিক—সমাজ বা গিজ্জা-গমনের আড়ম্বর নয়, গৃহমধ্যেই যথাসাধ্য পরম শ্রদ্ধার সহিত ধর্মাহ্রান করা, ইত্যাদি কথা কাহারো অবিদিত নাই। স্প্রত্রাং বাহ্লাক্রমেপ সে সকল চিত্রিত করা অনাবশ্রক।

आगता जानि, अधिकाश्म खीलांक मूर्यछा निवसन (व्य, दिश्मा, कनश-প্রিরা; আমরা জানি, তাহারা সেই মূর্যতা কারণেই বস্তুজ্ঞানে ও কর্ত্তব্যাব-ধারণে অত্যস্ত হীনা; আমরা জানি, তাহারা লঘুচেতা ও কুদ্রাশ্যা; কিন্তু তত্রপ ক্ষুদ্র দোষ যতই থাকুক; তাহাদের বাহ্যসভ্যতার যতই অভাব হউক; ব্তিবৃত্তি যতই অমার্জিত থাকুক; মূল বস্ততো আছে—নারীর প্রধান অল্কার ফ্লয়ের ঔৎকর্ষ আর পাতিব্রত্য ধর্মতো আছে! যত কিছু সামান্ত দোষ আমাদের স্ত্রীসমাজে প্রচলিত দেখা যায়, তজ্জ্ঞ এত ব্যাকুলতার প্রয়োজন কি ? এক্ষণে স্থশিক্ষার সত্নপায় হইয়াছে, তৎপ্রভাবেই অন্নকাল মধ্যেই সে দব অন্তর্হিত হইতে পারিবে! কিন্তু ভয় হয়, যে প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহাতে বুদ্ধি-বৃত্তির অতিশন্ন প্রাথব্য হইয়া পাছে আমাদের সম্ভাব-রূপিণী রমণীকুলের ফ্বদেরে সম্ভাব-মাধুর্য্যের অসম্ভাব ঘটিয়া উঠে ! মনের কথা খুলিয়া বলিলেই পাগল হয়! আমাদের ঐ সব কথা শুনিয়া অনেক উগ্র সভ্য আমাদিগকে পাগল ব্ৰিমা উপহাস করিতে পারেন, কিন্তু যেরূপ স্বাধী-নতার শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহাতে কি অবলাগণকে নিতান্ত প্রবলা ও স্বেচ্ছাচারিণী করিয়া দেওয়া হইতেছে না ? এবং পূর্ব্বকার প্রার্থনীয় অধী-नजाद रा श्रकांत मासाम्यायन कता इटेरजरह, जाहारज कि बाबीत জনের অধীনতা ও দেশাচারের অধীনতার পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে বাফ্ সভ্যতা ও অতিআচারের দাসী করিয়া দেওয়া হইতেছে না ? স্লেহবান আপ-নার জনের বখাতা স্বীকার স্বীজাতির স্বাভাবিক ধর্ম, সে বখাতাকে অধী-

নতাও দাশু-বৃত্তি বলিয়া ঘৃণা করা হয় স্থূল বৃদ্ধি, নয় বিক্ত বৃদ্ধির কাজ, সন্দেহ নাই!

অধীনতা ও স্বাধীনতা কাহাকে বলে, তাহা অগ্রে ভাবিয়া দেখা উচিত। প্রাণ অথবা মাননাশের শঙ্কাতে অনিছাতে কাহারো আজ্ঞাবহন করাকেই অধীনতা বলা কীয়। ইচ্ছাপূর্ম্বক মঙ্গলার্থী-জনের বশীভূত হওয়াকে অধীনতা বলা উচিত নহে। এবং কল্যাণ উদ্দেশে যে সব নিয়ম করাহয়, সে সকল নিয়ন্মের শাসনে থাকাকেও অধীনতা আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে না। অপিচ, কাহারো বশীভূত থাকিব না, কোনো নিয়ম-গঞীর সীমা মান্ত করিব না, আমি স্বাধীন জীব, কাহারো শাসন গ্রাহ্ম করিব না, এরূপ ঔদ্ধতাই কি স্বাধীনতা ? গুরু লঘু সম্পর্কটী স্বাভাবিক, স্কতরাং অবশ্রুই ঈশ্বরাভিপ্রেত। প্রমান্মীয় পিতা, লাতা, স্বামী, পুজের শুভ শাসন মান্ত ও সমাজের মঙ্গলগর্ভ নিয়ম সকল পালন করাতে অবলাজনের কিছুই অগৌরব নাই, বরং তাহাতে গৌরব, মান, ধর্ম, যশং, তৃপ্তি, আপদভাব এবং ভয়শ্ভূতা প্রভৃতি অশেব প্রেয়ঃ সাধন হইয়া থাকে। তাহাদের তত্বাবধান ও শাসন-রজ্জু হইতে বিচ্ছিন্না হওয়া তো ব্রীলোকের স্বাধীনতা নয়, অধংপাতে যাওয়া! আতএব হিন্দুনহিলার যে অধীনতা আছে, তাহা স্ব্বাংশে কল্যাণাম্পদ কিনা, ভাবিয়া দেখুন।

বোধ হয়, উন্নতি-পিপাসাত্র দেশীয় লাতাগণের চক্ষে এরপ স্থকলদায়ক জাবীনতা কারাবয়য় লোকের জাবীনতা-রূপে জায়ভূত হয়। বিলাতে এরপ জাবীনতা তো নাই, স্থতরাং তাঁহাদের তাহা জাবগুই বিষবৎ জাগ্রাছ হইবে! জামাদের দেশে পুরস্ত্রীগণ জন্তঃপুরে জাবয়য়য় থাকেন বটে, কিন্তু সে যে ধর্মের জায়রোধে; সে যে স্ত্রীজাতির জায়পাম ভূষণ যে লজ্জা, সেই লজ্জার জায়রোধে; সে যে সেই পরম শাস্তির জায়রোধে যে শাস্তি মায়ুয়ের গৃহ মধ্যেই প্রাপ্য, বাহিরে নয়; সে বে সেই সতীয়-মাণিক্যের জায়রোধে যে সতীয়-রয় হিন্দু-জাতির রাজ্য ধন কীর্ত্তি মান সর্বাপেকার রক্ষণীয় পরম নিধি; ভায়ারা তাহা বুঝেন না! তাঁহারা চান্—কুলকামিনীয়া নিতান্ত স্বাধীনা হবে; যদৃচ্ছাচারিশী হবে; যদৃচ্ছাগামিনী হবে; হাটে যাবে, সভায় যাবে, উৎসবে যাবে, বায়ু সেবনে যাবে, যথা ইচ্ছা তথায় যাবে; বারণ করিবার কেইই

धीकित्व ना ; (मिश्वात क्रिट्ट शांकित्व ना ; अनिवात् उ क्ट शांकित् मा ; क्षिक्षांत्रिवात १ दर्व शांकित्व ना ; यथा हेव्हा-याहात निकटि हेव्हा-याहात সঙ্গেই চ্ছা--- যাইবে ! ভাষারা বলেন, দেও যে জীব, তাহার পতিও সেই জীব, পতি যদি স্বাধীনভাবে যথায় ইচ্ছা বাইতে পারে, সেই বা না পারিবে কেন ?

হায় কি ভ্রান্তি ৷ পতি পত্নী-পুরুষ রমণী যে এক প্রকারই জীব, একণা কে বলিল ? আকারে ভিন্ন, প্রকারে ভিন্ন, স্বভাবে ভিন্ন, গ্রাহাদের নির্মাণে ঈ শ-বের অভিপ্রায়ও ভিন্ন! এক জন কর্কশ, অন্তা মধুময়ী! এক জন ব্যস্ত, অন্তা হুয়া এক জন গুরুতর কঠিন কর্মা, অন্তা লঘুকার্য্য-কুশলা! এক জন সংগ্রহকারী, चर्चा वावञ्चा-काविनी। व्यक्षिक कि, এक जन मस्रात्नित जनक, अर्था जननी। এक জনের বিশাল বক্ষঃ নি গান্ত রসহীন, অভার কোমল হৃদয়থানি পয়ঃস্থাময়ী कानिधनी । একজন आंख श्रेश आंत्रित, अत्य मधूत मखारम, मधूत ख्रारम, মধুর সেবাল, মধুর আহার্য্যাদি দানে সেই প্রাস্তি দূর করিবে—অন্থির প্রাণকে স্থায়ির করিবে—শান্তিরূপিণীর শান্ত ব্যবহারে প্রান্তি শান্তি হইয়া অন্তন্তবে শাস্তিরস সিঞ্চিত হইবে! এই জন্মই রামাভিষেক নাটকে রামের উক্তি এই—

> কুষক যখন কাতর শ্রমে: নিদাঘ-তপন মন্তকে শ্রমে; স্বেদজলে সিক্ত হ'য়ে ক্ষেত্ৰ হ'তে আসে; কে তারে শীতল করে, মধুর সম্ভাবে ? দানব-সমরে, অমর-পতি, অন্তানলে দগ্ধ, ব্যথিত অতি; স্থরপুরে প্রবেশিলে হয় প্রতীকার। শচী-প্রেম-মুধা বিনা, কি ঔষধ তার ? ভাস্কর সদত প্রথর করে, পরোধি-জীবন শোষণ করে; তর্জিণী-অঙ্গু-সঙ্গ, যদি না পাইত; ভেবে দেখ, সাগরের কি দশা হইত ? রাজ্য-চিন্তানলে দহিব যবে, সেরূপে বল কে যুড়াবে তবে ? वषन-विधू-हाञ्च-ञ्रभारृष्टि, नीत्नार्भन-पन जूना नयत्नत पृष्टि ?

এমন হিন্দু-ত্রী আবার দাসী! হা ঈথর । এক বিলাজীয় মুক্রত দাসগণের হস্তে আমাদিগকে রক্ষা কর । ক্রিড্রেম্ম মাড্রিরেম্ম মাড্রিরেম্ম মাড্রিরেম্ম মাড্রেম্ম মাড্রেম মাড্রেম্ম মাড্রেম্ম মাড্রেম মাড

हिन्दू-आठात-ग्रवहात-गागाकिक।

বারু মনোমোহন বস্তু কর্তৃক বাঙ্গালা ১২৭৯ দালের ফাল্কন মাদে "হিন্দুমেলায়" বিরত।

প্রথমভাগে জ্বাতকর্মাদি বিবাহের পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্কার, বিবাহ, সংশ্লিষ্ট পরিবার এবং পরিবার মধ্যে পরস্পারের আচরণ ও অন্তঃপুরের আচার ব্যবহার, এই কয়্টী প্রকরণে পারিবারিক আচার ব্যবহারকে বিভাজিত করিয়া যথাসাধ্য তদ্বিয় সংক্ষেপে বির্ত হইয়াছে। আন্যকার এই দিতীয় ভাগের নাম "হিন্দু-আচার-ব্যবহার—সামাজিক।" ইহাকে পরিচেছদে বিভক্ত করিবার পূর্বের্ব সমাজ কি ? সামাজিকতা কি ? অধুনা হিন্দুসমাজ কি অবস্থায় অবস্থিত ? ইত্যাদি একবার দেখা উচিত।

বছসংখ্যক মনুষ্য কতকগুলি সাধারণ নিয়মের শাসনে বদ্ধ থাকিলে সেই জনসমূহের সমষ্টিকে সমাজ এবং তয়য়িম পালনকে সামাজিকতা বলা যায়। ঐ সব নিয়ম রাজ-ক্ষমতা-সভ্ত নহে, কোনো ব্যবহাপক সভাকর্ত্কও প্রার বিধিবন্ধ হয় না, সচরাচর উহা পরম্পরাগত প্রথাতেই জয়ে, অথবা ধর্মশাস্ত্রের উপদেশে বন্ধমূল হয়। ফে সকল ময়ুষ্য এইরপে মিলিত, তাহাদের মূল ধর্ম প্রায় একবিধই হইয়া থাকে। আনেকে অমুমান করিতে পারেন, এক বংশোয়ব জনগণ লইয়াই একটা সমাজ হয়। কিন্তু সর্বদা ও সর্বদেশে তাহা
নহে। তাহার সাক্ষী শিখ্সমাজ। নানক ও নানকের শিয়াগণ যখন শিখ্সমাজ স্থাপন করেন, তখন একজাতি হইতে উপকরণ প্রাপ্ত হন নাই। বহু
জাতির লোককে আপনাদের মতাক্রান্ত করিয়া সমাজ বন্ধন করিয়াছিলেন।
ক্রোইট্ট এবং মহম্মদ প্রভৃতি ধর্মপ্রবর্তকেরাও বে বর্ণের, যে দেশের, যে বংশের

ছেন। কিন্ত তাহাকে ধর্ম-সম্প্রদায় বলা যতদুর মুক্তিমৃলক, সমাজ বলা ততদূর ন্যায়ণকত হইতে পারে না। ইংলও, ফ্রান্স, জর্মনি প্রভৃত্তি বছজনপদবাদী লোকদিগকে এক ধর্মদম্প্রদায়ের লোক বলা ষাইতে পারে, কিন্ত তন্মধ্যে ভৌগোলিক ও রাজকীয় অবস্থা ভেদে প্রত্যেক স্থানের বোককে স্বতম্ব সমাজ বলা হয় এবং হয়তো তন্মধ্যে কোনো কোনো স্থানে অধিক সমাজও অবস্থান করিতেছে। যেমন, ইংলগুমধ্যে ইংলিস্-সমাজ ও স্বীক্টনী-সমাজ। যেমন, আমেরিকাতে খেত ও ক্লঞ, ছই পৃথক সমাজ। এ বিষয়ের জাজ্জল্যমান দৃষ্টান্ত জন্ম দূরে দৃষ্টি করিবার আবশুক নাই, কেননা আমাদের জন্মভূমি ভারতবর্ষ অনেক সমাজের মুখ দেখিতেছেন। পূর্ব্বকালে অসভা আদিম অধিবাদীগণকে ধর্ত্তব্য না করিলে হৃদ্ধ এক হিন্দু-সমাঞ্চ বিশাল ভারতরাজ্যে বসতি করিত। জেতৃ যবনজাতির অধিকার ও অধিবাস **অব্**ৰি হিন্দু যবন ছই সমাজ হইল। যবনজাতির অপপ্রতিহত পরাক্রম বশতঃ তাহালের স্বীর সমাজ ও সামাজিকতা অটুট্ভাবে বর্দ্ধিত হইয়া আসিয়াছে এবং সেই অপ্রতিহত পরাক্রমের হিংস্রস্বভাব জন্ম তাহারা অধীন জাতিয় সমাজ, সামাজিকতা ও সামাজিকগণের স্কাণাবলী বিনষ্ট করিতে শত শত বৎসর বিজাতীয় আফ্রোশের দহিত আক্রমণ করিয়াছে। সেই আক্রমণের ফল কি হইয়াছে ? হিন্দু-সমাজ রাজকীয়-শক্তিতে বৰ্জিত ও পুন: পুন: যুদ্ধ পরাস্ত হইয়া অবশেষে নির্বীষ্য ও নিশ্চেষ্টবৎ সকল বিষয়েই অবনত ও বশীভূত হইল। তথাপি ধর্ম পরিত্যাগে সমত হইল না—মারিয়া ফেল, কাটিয়া ফেল, যন্ত্রণা দিয়া বধ কর, বাড়ী লও, ভূমি লও, ধন লও, ঐশ্বর্যা লও, কিছু জাড়ি ও धर्म नहेट পারিবে না-এ মুটী কদাচ দিব না-यथन অদির আঘাতে, অগ্নিতে, ফাঁদিতে, তোপের মুবে প্রাণ বাইবে, এ চুটী সেই দক্ষেই বাইবে-সহস্র নির্যাতনেও ববনরাজ তাহা স্পর্শ করিতে পারিবে না! এইজন্তই চিতোরের তেজীয়ান হিন্দুরা যখন দেখিল, যবন-ছর্গমে ছর্গ-রক্ষা আর সম্ভবে না, তথন সমর্থ পুরুষ মাত্রেই অলৌকিক রূপে শক্তরননপূর্বক শক্তর অসি-মুখে এবং অসমর্থ মাত্রেই ভয়ত্বর অনলস্তুর্প করিরা সপরিবাবে তাহাতে क्षणानम्भूर्कक यवत्नत्र व्यवश्राखी चाउनाहोत्त्र व्यवनाहित शहिन! धमन वर्षेना **এक्বाর নয়, ভারত্বর্ধে হিন্দ্বংশে অনেক্বার ঘটি**য়া গিয়াছে !

এইরপ অফুপম মান্সিক সাহসের সহিত হিল্পা জাতি ও ধর্ম-ক্লা করিয়াছিল। হিল্পুমাজ ও সামাজিকতা ধর্ম-মূলক। স্থতরাং জাতি ও ধর্ম-ক্লা মাহাকে বলে, সমাজ ও সামাজিকতা রক্ষাও তাহাকে বলা যায়। যবনের অর ধাইলে হিল্প ধর্ম নই হয় ও জাতি যায়, স্থতরাং সমাজ ও সামাজিকতাও হারাণো হয়। অপরাপর জাতির মধ্যে ধর্ম-নিয়ম, রাজকীয় নিয়ম ও সামাজিক নিয়ম পৃথক। কিন্তু এক শ্বতিশাস্ত্র মধ্যেই হিল্পের রাজা, প্রজা, গৃহস্ব, বানপ্রস্থ, দাতা গৃহীতা সকলের ব্যবস্থা এবং পারমার্থিক, সামাজিক ও রাজকীয় সকল নিয়মই আছে। যবনাধিকারে রাজ্যশাসন কর্ত্রবাটী হিল্পুর হস্ত হইতে অত্যের হস্তে গেল, কিন্তু সামাজিকতা ও ধর্মকর্মান্তর্হানে অপর জাতি, অর্থাৎ রাজ-জাতি হস্তক্ষেপ করিতে পারিল না! হস্তক্ষেপ পূরে থাকুক, অন্বিতীয় প্রতাপশালী দিল্লীর কোনো সম্রাটই কোনো হিল্প প্রজাকে তাঁহার অতুলেখর্য্যমন্ত্রী, রাজ্য-ধন-মান-পদ-দাত্রী রাজপুরীতে এক দিনের জন্মও নিম-জ্বণ করিয়া কিছু থাওয়াইবেন, তাহার ঘোছিল না! তাহা দ্বে থাকুক, কোনো যবন কোনো হিল্পেক ম্পর্শ করিলে, সে মান করিয়া গুচি না হইয়া গৃহে যাইতে পারিত না!

কিন্তু কালের পরাক্রম ও অভ্যাসের প্রভাব সর্বাপেক্ষা বলবং। আ'জ্
যাহাকে পাপাত্মা অসাধু বলিয়া তাহার সঙ্গ-দোষের আশকায় তুমি মুথ ফিরাইরা চলিয়া গেলে, যদি প্রতাহ তাহাকে দেখিতে হয়, তবে তত ভয় তোমার
থাকিবে না; যদি কার্য্যবিপাকে সর্বক্ষণ তাহার সহিত একাদনে বসিডে,
আলাপ করিতে, কি ব্যবহার করিতে বাধিত হও, তবে সে ক্রমে তোমার
নিকট অসাধুর পরিবর্ত্তে অর্দ্ধেক সাধু হইয়া উয়িবে; ব্যাপক কালে তাহার সহিত
এত বন্ধতা হইতে পারে, য়ে, তুমি সহস্র দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সাধুচরিত্র হইলেও ক্রমে
তাহার দোষগুলি তোমার অজ্ঞাতসারে তোমাকে আশ্রয় করিবে! এক
ব্যক্তির পক্ষে ইহা যেরূপ সম্ভব, এক জাতির পক্ষেও তাহা ন্যন নহে। হিন্দুজাতি মুসলমানদের সহিত বহুকাল সহবাস করিতে করিতে তাহাদের প্রতি
পূর্ব্বে যে ঘোরতর ঘূণা করিত, তাহা বহুলাংশে পরিত্যাগ করিল। কিরূপে
রাজা ও রাজপুরুষগর্পের অন্তর্গ্রহভাজন হইব, অনেকেই এই পছা দেখিতে
লাগিল। সেই পছা বরুপ যাবনিক ভাষা হিন্দুরা পড়িতে আরম্ভ করিল;

মুসলমান আমীর ওমরাহ রাজ-প্রতিনিধিদের দেখা দেখি বহু স্থানের বহু হিন্দু আপনাদের পৈতৃক বেশভূষা ও শিষ্টাচারের প্রণালী প্রভৃতি পরিবর্ত্তিত ক্রিয়া যবনের অমুকরণে প্রবৃত্ত হইল।

অনেকে ৰণিয়া পাকেন, বেশভূষা ও সম্বোধন অভ্যর্থনাদির রীতিতে কি আইদে যায় ? সে সমস্ত কেবল সভ্যতার বাহা চিহ্ন বৈতো নয়। কিন্তু, আন্তরিক ভাবের পরিবর্ত্তন ভিন্ন কি বাহু পরিবর্ত্তন হইতে পারে ? যদিও তখনকার কোনো হিন্দুর মনে স্বীয় ধর্ম্মের প্রতি অণুমাত্র অশ্রন্ধার সঞ্চার হয় नारे, किन्न मन्द्रात्व, अथवा मन-रक्षरंगरे वन, मामाजिक आठात वावशास्त्रत মধ্যে অজানিতরূপে ক্রমে অনেক রূপান্তর ঘটিয়া উঠিল। অনেক হিন্দু রাজা, হিলু ভূসামী ও হিলুখনেখরেরা আচার ব্যবহারে ও সামাজিক পাপে নবাবী ধরণ ধরিলেন-অনেক অনেক মধ্যবিধ লোককেও সেই সংক্রামক রোগে धतिल ! मीन पतिख देखत त्नांकपिरावत कथा উत्संथरगांवाई नरह ; मभारस्त्र উर्द्धाउदा दय मात्र श्वन वर्खात्र, निम्नखदत जारात श्रेमतिखत व्यवश्रहे पृष्टे रहेन्ना থাকে। সামাজিক রীতি নীতির ভাবান্তর তো সহজ কথা, আশ্চর্য্য এই धर्माविवरयु हिन्तु वा कि कि ९ १५ छा जिया नियार । जारा ना रहेरल हिन्तु व বাটীতে কথায় কথায় সত্যপীর, একদিল, গোরাটাদ, সাজন্ম সাহেব, মাণিকপীর ও মুক্তিল আসানের সিমি ও ফরতা দেওয়া হইবে কেন ? যবনেরা বলপুর্বক আপনাদের পীর পেকম্বরকে মানাইয়াছে, তাহা নহে। সামাল হিন্দুরা পীর ও ফকিরের বুজুফুগিতে মুগ্ধ হইরা এবং স্ত্রীলোকেরা "ছেলে পুলে নে ঘর ক'র্ত্তে হয়, কোনু দেবতা কোনু ছলে কবে কার ঘাড় ভাংবেন" এই ভয়ে তটস্থ হইয়া হিন্দু মুসলমান উভয় জাতির দেবতাকেই মাক্ত করিতে ও পূজা দিতে লাগিল। হিন্দু পণ্ডিতেরা দেখিলেন, এ বিষয়ে সমাজের সাধারণ লোকের এবং আপনাদের ঘরে ত্রাহ্মণীদের এত দৃঢ় বিশ্বাস জারিয়াছে, যে, স্বয়ং শঙ্করা-চার্য্য আদিলেও তাহা আর খণ্ডিত হইবার নহে। কাজে কাজেই তাঁহারা লোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহারা এমন পাত্র নহেন, যে, আপনা-দের লভ্যাক্তপাতে উপেক্ষা করিয়া কোনো নৃতন পদ্ধতিকে প্রবিষ্ট হইতে দিবেন! তাঁহারা তৎক্ষণাৎ সত্যপীরের সিম্লিকে শাস্ত্রমূলক দেব-পূজা করিয়া তুলিলেন ৷ সংস্কৃত প্লোকমন্ত্ৰী একথানি পুত্তিকা প্ৰস্তুত ও তাহাতে এই উপস্থাস

রচিত হইল, ধে, বৈকুঠ হইতে নারারণ দেখিলেন, কলিমুগে কেইই কঠোর তপ করিতে সমর্থ নহে, অথচ জীবের পরিত্রাণ ও আশু কামনা সিদ্ধির কোনো উপায় চাই; আর্যাবর্ত্ত এখন যবনের অধীন, যবনের মনস্তুষ্টির সহিত হিন্দুরা ভক্তি-মার্গে চলিতে পারে এমন উপায় করা আবশুক; এইজন্ত তিনি ফকির রূপে দীন দিজ বিষ্ণুবশাকে দর্শন দান পূর্ব্বক উপদেশ দিলেন, "আমি নারায়ণ, পীররূপে কলিতে আবিভূতি হইলাম; পঞ্চমোকামে কাঁচা পাকা সিদ্ধিতে আমার পূজা কর।" তদবধি সত্যপীর, সত্যনারায়ণ নামে পূজিত হইয়া আদিতেছেন।

ভারতবর্ধের কোনো কোনো ভাগের হিন্দুরা পূর্ব নিয়মের বহিভূতি আচার ব্যবহারও অবলম্বন করিল। এমন কি, নিম্বিদ্ধ আহার্যা ও পানীয় উপভোগেও সঙ্কৃচিত হইল না। যে সকল স্থানে মুসলমানেরা অত্যক্ত নির্দ্ধলাচরণে এত্তত হইয়া ছানীয় অধিকাংশ প্রধান লোককে বধ করিয়াছিল, অথবা পুনঃ পুনঃ রাজবিপ্পব ছারা যথাকার সমাজ উৎসন্ধ্রপ্রার হইয়াছিল, বা হিন্দু অপেকা মুসলমানদের বাস যেথানে বছগুলে বেশী, কিছা যেথানকার প্রধানবর্গের সহিত যবনন্পতিগণের সমধিক আত্মীয়তা ও ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল, সেই সেই ছলেই এবত্রকার দশা ঘটয়া উঠিয়াছে। অদ্যাপি তত্তৎ স্থানের হিন্দু অধিবাসীদিগকে নামে হিন্দু—কিন্তু কার্য্যতঃ অর্দ্ধেক হিন্দু অর্দ্ধেক মুসলমান বলিয়া বোধ হয়।

ফলত: ঘটনার বৈচিত্রা, উপদ্রবের তারতমা, ক্রমাগত ছদিন্তি একাধি পত্যের অধীনতাইত্যাদি নানা কারণে হিন্দু সমাজের পূর্ব গৌরব, পূর্ব অবস্থা, পূর্বকার ঐক্যভাব সম্পূর্ণ বিশৃষ্ণল হইরা পড়িল। হিন্দুসমাজ উপর্গারি বছশত বর্ষ ধরিরা যে সব বাহু আক্রমণ সহু করিরাছে, ইহাতে যে এককালে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় নাই, ইহাই অত্যাশ্চর্মা। অন্ত সমাজ হইলে কথনই জেতৃ-আতির সমাজে লীন না হইরা থাকিতে পারিত না। আর্যাবর্ত্তের অসীম বৃদ্ধিশালী ঋবি-প্রণীত সমাজ বলিয়াই আজো আমরা তাহার মুধাবলোকন করিতে পারিতেছি। এমন যে প্রাচীন গ্রীক ও রোমক জাতি, তাহাদের মুমাজ্যও বাহু আক্রমণে লয় প্রাপ্ত হইরাছে। ইংরাজদিগের পূর্ব পুরুষ স্থাক্তন সমাজতে তাহাদের ক্রেভুজাতি প্রাস্থাক্র বাহু আক্রমণে তাহাদের ক্রেভুজাতি প্রাস্থাক্র সমাজতে তাহাদের ক্রেভুজাতি প্রাস্থাক্র বিরাহিল। ভূমগুলে হিন্দু

ভিন্ন অন্ত কোনো লাভি এ বিবন্ধে অধিক লাজ্জী করিতে পারে না। কেবল ছঃথের বিষম্ব আমাদের সমাজের অবস্বব আছে বটে, কিন্তু খোরতর বৈরপীড়নে চৃণাস্থি ও বিকলোন্ত্রার হইরা বহিরাছে। রাজনৈতিক বিষয়ে যে হিন্দুজাতি সভ্যতম শ্রেষ্ঠ জাতি ছিল, সে বিষয়ে সে হিন্দুজাতির জাতি পদতো অনেক দিন রহিত হইয়া গিয়াছে, অধিকত্ত ইহার সামাজিকতাও মিশ্রভাবাপন্ন ও ক্রমে নানা বিপজ্জালে জড়ীভুত হইয়া উঠিয়াছে।

সেই অবস্থাকেই আমরা বিপদের অবস্থা বলি, যে অবস্থাতে নিম্নলিখিত কমেকটী প্রধান দোষ সমাজ মধ্যে সঞ্চারিত হয় :—

প্রথম। এক সমাজে নানান্ধপ বিরুদ্ধ আচার প্রবর্ত্তিক হওয়। অর্থাৎ সমাজের সর্ব্বশ্রেণী মধ্যে পূর্ব্বে যে সবু ব্যবহারের একতা ছিল, তাহার অভাব হইয়া যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই করে, এরূপ অবস্থা। ইহার অপর নাম বেচ্ছাচার। এই স্বেচ্ছাচার যে সমাজে প্রবল হয়, সে সমাজের গুভ-বন্ধন শিথিল হইয়া মহানিষ্টের উৎপত্তি হইতে থাকে। হিন্দু সমাজে মুগলমানদের সময়েই সেচ্ছাচার প্রথম পদার্পণ করে, কিন্তু বিশেষরূপে অথবা ভয়ানক আকারে আধিপত্য স্থাপন করিতে পারে নাই। কোনো কোনো স্থলে তাহার কিছু কিছু প্রভাব লক্ষিত হইত, এই পর্যান্ত। তাহাও অভাত্র বেশী নয়, কেবল কোনো কোনো স্থানের বড় লোকের ঘরেই যাহা কিছু আদর পাইয়াছিল। বিশিপ্ত হেতৃতে সেই সব বড় ঘরের নাম করা বিহিত্ত নয়, কিন্তু উত্তর ও মধ্য ভারতবর্ষের কোনো কোনো প্রসিদ্ধ সংসারেই তাহার প্রচলন সংবাদ গুনা যায়। বঙ্গদেশে তৎকালে স্বেচ্ছাচারের প্রাবল্য হইতে পারে নাই। বলীয় সামাজিকগণ তাহাকে দ্বে রাণিতে বিশেষ যত্ববান ছিলেন। এখন কিন্ধ সেই ছরাত্মা তাহার প্রতিশাদ্ধ লইতেছে!

ষিতীর দোব—স্বার্থ। স্বাধীন অবস্থার স্বদেশাহ্রাগ দর্ঘটী লোকের প্রমারাধ্য থাকে। আপনার পরিষার প্রতিপালন ও ধনবৃত্তি সঞ্চরের চেষ্টা এক দিগে, রাজ্যের ভভাতত, প্রতিবাসীর মঙ্গনামঙ্গল ও সমাজের উন্নতি অবনতির তত্বাবধান অন্ত দিগে। অধিকাংশ লোকের, বিশেষতঃ ঐশর্ষা, প্রতিভা ও জ্ঞানবান ব্যক্তিগণের এইরূপ যত্ন ব্যতীত দেশের কোনো প্রকার উত্তমতা থাকিতে পারে না। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, বছকাল প্রাধীনতা

ভোগ করিয়া অনেক জাতি সে সন্তবে বঞ্চিত হইরাছে। ছর্ভাগ্যক্রমে আমানদের হিন্দু সমাজ সেই সাধারণ দৃষ্টান্ত স্থলের অগ্রগণা হইরা উঠিয়াছে। বে জাতি এত নিঃস্বার্থ ও সমাজ-হিত-পরারণ ছিল বে, তাহার শাস্ত্রকারেরা নিঃস্বার্থপরতার এমনই বিধান করিয়া গিয়াছিলেন যে,

ত্যক্রেদেকং কুলফ্রার্থে গ্রামফ্রার্থে কুলং ত্যক্তে । গ্রামং জনপদস্থার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যক্তে ॥

বে জাতির ভোগত্যাগী ঋষিরা জনশূন্য তপোবনে বাস করিয়াও এবং সমুদ্র সংগারস্থার আপনারা জ্লাঞ্জনী দিয়াও সমাঞ্চের হিতের জন্মই কেবল রাজ্যভার ও দামাজিকগণের ভবনে আগমন পূর্ব্বক রাজা প্রজা সকলেরই ইছ-পারলৌকিক মঙ্গল কিসে সাধিত হইতে পারে, ইহার উপদেশ দিতেন, ধ্যান-ধারণা যোগতত্ত্বের মধ্যে তাহাও অনবরত চিস্তা করিতেন, এবং সমস্ত হিন্দু সমাজকে পরম নিঃস্বার্থ করিয়া তুলিয়াছিলেন; স্বার্থের দিকে যে হিন্দুজাতির এতই অন দৃষ্টি ছিল বে, জিঘাংসা বুভির সাক্ষাৎ শিষ্যরূপী, শস্ত্রমাত্রব্যবসায়ী हिन्दू क्वित्र रशकातां व यूक्तकारम नकरक कत-कररम शाहरम अनाम यूर्क তাহাকে হত বা পরান্ত করিত না; বলিতে হাদর বিদীর্ণ হয়, সেই হিন্দুজাতি আ'জ্ স্বার্থের ক্রীতদাস-স্বার্থের নরক-কীট! রাজ্যের চিস্তা করিতে হয় না বলিয়া কেহ আর আপনার ধনমানের বিষয় ভিন্ন অস্ত কোনো চিন্তাই করে না--কেহ কাহারে৷ জন্ত ভাবে না--সমাজের জন্ত, ধর্মের জন্ত কোনো চিন্তাই করে না, তজ্জ্ঞ শার্থত্যাগ তো বাছল্য কথা ! যবন-নিম্পীড়নে আমাদের যত হীনতা হইয়াছে, ইহার ক্লায় কোনোটীই বিশেষ মন্দকারী নয়। যে দিন এ ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়া পুনর্কার নিঃস্বার্থ সামাজিকতার সঞ্চার हहेरत. (गर्हे मिन जानित, **जातरजंत स्मोजांग्रेट्स**ग्र व्यावात नव-व्यक्त-त्वर्त তক্ষণ কিরণ দিতে আসিয়াছেন।

ভূতীয় দোষ, অধাতীর ভাষার প্রতি বিরাগ ও পরকীয় ভাষাতে অযথা অন্তরাগ। কবে যে সংস্কৃত ভাষার সাধারণ প্রচলন রহিত হইয়া ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার স্থাষ্ট ও ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে, তাহার নিণর করা হঃসাধ্য। কিন্তু যে দিন তাহা হইয়াছে, সেই দিনাবধি ভারতের ছিদিনের স্ক্রেণাত, সন্দেহ নাই। এক সংস্কৃত ভাষা সমুদ্র বিভাগের মাতৃভাষা থাকাতে নিধিল ভারতবাসী সকলেই যেন এক মাতৃগর্ভন্ত প্রাতা ছিল। সংস্কৃত-জাত বিভিন্ন ভাষা বিভিন্ন রাজ্যের মাতৃভাষা হওয়াতে সম্পর্ক একটু দূরবর্ত্তী इहेल- এक मारवत मञ्जान ना इहेवा शतन्त्रारत रान এक माठामहीत सोहिज হইয়া উঠিগ। স্থতরাং সহোদরভাই স্বার মাস্তুতো ভাইতে যে প্রভেদ, তাহাই ঘটিল। তাহাতেও বড় একটা হানি ছিল না, প্রত্যেকের সেই মাতৃভাষা ঘদি সাধারণ জননী সংস্কৃত ভাবার অতুলৈশ্বব্যের অংশ পাইয়া স্বাধীনভাবে বর্দ্ধিত হইতে পারিত, তবে কয় ভগ্নী মিলিয়া জুলিয়া একটা স্থথের সংদার চালাইতে এবং তত্তৎ-সম্ভানগণের সমষ্টি সাহায়ে এক বিপুল বিক্রমশালী মহাসমাজের নেতা হইতে সমর্থ হইত। কিন্তু ভাগ্য আর এক প্রকার ব্যবস্থা করিল। পরাধী-নতা-রাক্ষনীর তাড়নায় ভগ্নী কয়টী অন্থিচন্দাবশেষ হইয়া গুকাইয়া গেল ৷ তৎ-পরিবর্ত্তে বিজাতীয় লোকের রাজ্যাধিকারের সহিত পারসীক ভাষা তাহাদের সাম্রাজ্যের এক দীমা হইতে দীমান্তর পর্যান্ত অধিকার করিয়া বদিল। সংস্কৃত অধ্যাপকের আদর অপ্রকাশ্ত, এবং পার্সী ও আর্বী ভাষাজ্ঞ ব্যক্তির সমাক প্রকাশ্র হইরা উঠিল। তথাপি আর্য্য-হিন্দুজাতির ধর্ম্ম-বুভুক্ষা ও জ্ঞানামুরাগক্ষে ধন্য যে, যে বিদ্যায় অর্থ, যশঃ, মান, রাজপদ ও বৈষয়িক উন্নতি অতি অন্ধ সেই সংস্কৃত বিদ্যার চর্চাও তাঁহার। এককালে পরিত্যাগ করেন নাই। আস্ক-ণেরা বহু কট্ট পাইয়াও অপ্রতিহত্ত শাস্তাত্তরাগে উত্তেজিত ছিলেন বলিয়াই আজো আমরা বেদ, বেদাস্ত, উপনিষদ, দর্শন, সাহিত্য, পুরাণ, জ্যোতিই, কাব্য, ধর্মনীতি প্রভৃতির মুথ দেখিতে পাইতেছি। হিন্দুর দেব-দ্বিজ্ঞ-শাস্ত্র-দেবী এবং দেবালয়-ধ্বংসকারী কাল যবনেরা তত্তাবৎ নির্মূল করিবার জন্ম নৃশংস যত্নের কি কিছুমাত্র জুটী করিয়াছিল ? সেই উৎপীড়নে কত অমূল্য গ্রন্থ-রত্ন যে এককালে মর্ত্তালোক হইত্ত্রেশুদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে মহা শোকে মগ্ন इहेट इस। तमह मत्म त्य आसातनत ताम, वाचीकि, जवजूजि, कानिमानटक हातारे नारे, रेहारे यातेशव नारे त्रीजाशा! किन्न ताबा देवतन-শিক, রাজ-সরকারে সংস্কৃতের আদর নাই, তাহার আলোচনার আর পেট ভরে না; দেখিয়া ভানিয়া আমাদের পূর্ব-পুরুষগণ অর্থকরী রাজ-ভাষার আরাধনার ব্যাপৃত হইলেন। স্কুদ্ধ ব্যাপৃত নম্ন, ভাহাতে এত নিবিষ্টমনা ছিলেন বে, তল পুরাণ স্বৃতি ও জ্যোতিবের যৎকিঞিৎ অংশ ব্যতীত

জ্ঞান্ত বহু শাল্লের সন্থাও বহু বহু গ্রন্থের নাম পর্যান্ত জানিবার সবকাশ পাইতেন না।

जाहात कन कि हहेगाहिन ? कन वहे हहेगाहिन त्य, क्रांस यानीय अ অলাতীয় পূর্বকীর্ত্তি, পূর্ব্ব-স্বাধীনতা, পূর্বজ্ঞান ধর্মের উন্নত অবস্থার জ্ঞান নিতান্ত স্থল ও প্ৰান্তি-সঙ্গ হইয়া উঠিতে আরম্ভ হইল। সে জ্ঞানও যে লব ছইত, সে কেবল গুণার্ণব কাশীরাম দাস, পণ্ডিত কীর্ত্তিবাস এবং উত্তর शिक्तमांकरलत महिमाबिङ जूलनी मान, उथा शूतान वादनात्री वन्नीय कथक-ঠাকুরদিগেরই গুণে। তাঁহারা যদি ভাষায় ভাষিত করিয়া না দিতেন, তবে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদির সন্ধাও অস্তাম্ম হরবগাহ শাস্ত্রের ভাগ্যাংশ ভোগ করিত, সন্দেহ নাই। এই সকল উপায়ে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ তাঁহা-দের বছ পূর্বপুরুষের যে সকল বৃত্তান্ত অবগত হইতেন, তাহা ইতিহাসের জ্ঞান লাভের ভায় নহে, তাহা অলোকিক উপ্রভাসবৎ অথবা ধর্ম শান্তের অঙ্গ, এই ভাবেই পাঠ বা প্রবণ করিতেন। হিন্দুরা যে এককালে মহাভূজ-বীর্য্য-শালী, অতুল্য কীর্ত্তিমান ধর্মপরায়ণ স্বাধীন জাতি ছিলেন; যদি ঘবনেরা আসিয়া ব্যাঘাত না জনাইত, তবে অদ্যাপি হিন্দুদিগের তদ্ধপ বা তদপেকা উন্নত অবস্থা থাকিতে পারিত, এভাবে তাঁহারা সে সব পুরাণের বিবরণ গ্রহণ क्तिराजन ना ; कृषी ख यवानत निर्याणितन औशात्र। এত निराज हरेग्री किलन, তাঁহাদের জ্ঞান এত সন্ধীর্ণ হইয়াছিল, স্বজাতিত্ব ও স্বাধীনতা-ভোগেচ্ছা এক-ৰারে এত নিশ্ল হইয়াছিল যে, তাঁহারা হির বিখাদের সহিত ভাবিতেন, एष, यथन श्रांग-वर्गिक काळिय वश्म ध्वःम श्राश क्षेत्राहि, ज्थन किन्नुता পরের অধীনতার রহিয়া, পরের প্রেয়াতা করিয়া, পরের মুথ চাহিয়া কেবল থাবে, পরিবে, থাকিবে—এই পর্যান্ত করিতেই ভূগবান তাহাদিগকে অবনীতে রাধিরাছেন। মহাভারত পাঠে তাঁহারা রাজা জন্মেজয় পর্যান্ত চক্রবংশের। ইতিহাস জানিতেন, তাঁহাকেই ক্তকুলের শেষ কুল প্রদীপ ভাবিয়া রাখিয়া-**ছিলেন। সে দীপ নির্বাপিত হওয়াতে দব অম্ব**কারময়—তাহার পরে আর কোনো ক্ষত্রির ভারতবর্ষে ছিল কিনা ইহা তাঁহারা জানিতেন না, জানিবার बस्त অমুসন্ধানও করিতেননা। স্থতরাং গ্রীক্বীর আলেকজাণ্ডারের আক্র-মণ; পুরুত্পতির অসাধারণ মহত্ত-মূলক মাহাত্মা; দিল্লীশ্বর পৃথুরাজাদির

বুভান্ত; সমবেত ক্জিয়রাজগণ কর্ত্ক গিজ্নীর হুর্ক্র মামুদের প্রথমতঃ পরাজর, পরে অদৃষ্টচক্রের ছ্র্নিবার আবর্ত্তনে তৎকর্ত্তক হিন্দু রাজলন্দ্রী অপ-हत्तन ; সোমনাথে हिन्मुरीतंशरावत ष्यमामाछ माहम এবং পরবর্তী শোচনীর ঘটনা; পাল ও সেন বংশের বহু শত বৎসরের শাসন এবং মোগল সম্রাট-গণের সহিত রাজপুত্রজাতীয়ের বছকালব্যাপী অশ্রুতপূর্ব্ব অসাধারণ প্রতি-ছন্দিও; এ দকল তত্ত্ব তাঁহারা কিছুই রাখিতেন না। কেবল মধ্য সময়ের त्राकठकावर्की विकासामित्जात के जिल्लामिक साम ७ खेलकामिक स्वत्नोकिक कीर्डिकनात्भत कथा छाँशात्मत अवगविवदत अदिय कतिताहिन, धरेमाछ । তাহাও কি ভাবে ? তিনি নিজে মহুষ্য ছিলেন না, শিবাহুচর তালবেতাল তাঁহার একান্ত আজ্ঞাপালক সহায় ছিল, এই ভাবে ! স্কুতরাং বাদশাহের বাদশাই, যাহা তাঁহারা দেখিতে পাইতেন; নবাবের নবাবী, যাহার প্রভৃত শাসনচক্রে তাঁহারা পেষিত হুইতেন; রাজোপাধি ভুস্বামীবর্গের রাজাই, যাহার মোহকরী শক্তিতে তাঁহারা মুগ্ধ ছিলেন; ইহা ব্যতীত মনুষ্ঠ্যের স্বারা আর যে কথনো কিছু হইয়াছিল, কি অন্ত দেশে হইয়াছে, কি এখন হই-তেছে, কি এই দেশেই আবার হইতে পারে, ইহা তাঁহারা বড় বুঝিতেন না! তাঁহাদের সংস্কারের যোগ-ফল তবে এইরূপ ;—ভারতবর্ষে পূর্বেষ যাহা হইরা-ছিল, আধুনিক কলিযুগে তাহা আর হইতে পারে না! শাস্ত্রে লিখিত আছে, কলিতে স্লেচ্ছাধিপতি হইয়া ক্ষন্তিয়কুল নিবীষ্য হইবে; ত্রাহ্মণ বেদহীন এবং শুদ্রের বেতন-ভোগী ইইবে; বৈশ্র ও শুদ্র স্ব বৃত্তিত্যাগী হইবে; চাতর্বর্ণ चाठातज्ञ हे हरेता स्मालकृत नामच कतित्व, हेलानि मकनहे विभग्न जीजहे. नकनरे शैनमभाशन रहेरत्। अवज्ञव वाश घरिनाह, भाजासूनाह्यरे घरिनाहस, তাহাতে আর কথা কি ? এ অধীনতা, এ দাসত্ব, এ হীনতা অবশ্রস্তাবী-অবখাই তাহা স্বীকার্য্য-অবখাই তাহা সম্ভ করিতে হইবে ৷ এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইরা এবং নিতাস্তই ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা এককালে ীনিশ্চিস্ত হইয়া পড়িলেন। চিস্তাহীনতার ফলস্কড়তা; সেই ক্লড়তাবীজ উদ্যান-ময় ছড়াইয়া পজিল--বিলাতী ভেরাভার দ্রায় একস্থান হইতে সকল স্থান ছাইরা ফেলিল ! লোকের হাদ্য-ভূমিতে খদেশামুরাগরূপ যে করবৃক্ষ ছিল,ভাছা ভিষ হইরা গেল—বার্থনামা উজাড় বৃক্ষে বিশাল ভারতভূমি প্রিপূর্ণ হইল।

এমন সময় চিরচক্ষণা রাজকমণা ইল্রিয়াসক্ত ঘবনকৈ পরিত্যাগ ক্রি দৃচ্ত্রত স্কর্মাঠ সভ্যতম ত্রিটিস-মঙ্কে আশ্রন্ন গ্রহণ করিলেন। যবনাধিকারে শেষাবস্থা ও ব্রিটিসাধিকারের আদ্যাবস্থাতে হিন্দু সমাজের সামাজিক ভা विकृ विकिन इत्र नाहै। नामाजिकगण त्मरे निक्षमाम, त्मरे निकिन्छ, त्म ভাষোৎসাহ, সেই হৃদয়-শৃত্যই রহিল! ভজ বালকগণ গুরুপাঠশালে যৎকিঞ্চি নিখিতে, পড়িতে ও অন্ধ ক্ষিতে লাগিল; অভন্ত বালকগণ গোচারণ, ক্লা ৰা পৈত্ৰিক ব্যবসায়ে পিতা ভাতাকে দাহাষ্য করিতে লাগিল; ভদ্ৰযুবকও প্রোট্ বুন্দ অর্থোপার্জ্জনে রত; অভদ্র যুবক ও বৃদ্ধও তাই। পলিতচর্ম ধবলকেশ ভ প্রাচীন মহাশয়েরা আহ্নিক পূজা, সংসারের তত্ত্বাবধান, শিশু পৌত্র ও শি দৌহিত্রের মনোরঞ্জন, বৈকালে কেহ বা মহাভারত, রামায়ণ, কবিকঙ্কণ পারে মগ্ন (কছ বা পাষ্টি হাতে 'কচে বারো' বলিয়া বাহুজ্ঞান-শূক ! সায়ং-সন্ধ্যাতে প্রথমা রঞ্জনীতে পরিণত বয়সের বয়স্তদল কাছারো চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া হ খোলগল্প, নম ভ্রমাত্মক নিরর্থক রাজকীয় বিষয়ে বিতণ্ডা, নমতো দলাদলি খোঁট করিয়া (কুরুর-শব্দ ব্যতীত) নীরব গ্রামকে ঘোর নিনাদিত করিং তুলিতেন ! এইতো আবাল বৃদ্ধ তাবতের দৈনিক জীবন ক্ষেপণের তালিক বড় ভাল কাজের মধ্যে পিতৃমাতৃ-প্রান্ধ, দোল হর্দোৎদব ও পুত্র কল্লা विवार । वर्ष मन्त काटबंब मत्था विवान विश्वान, नार्कियोग बाबा नामा रामाम ও মালিমোকদামা। তথন যথার্থ সামাজিকতা-রত্নে দেশ বঞ্চিত্; কেবং দুলাদুলিরপ সামাজিকতা মাত্র অবশিষ্ট। কর্ত্তারা তাহাতেই চিরজীবনের স্থপন ৰুদ্ধি, সংগ্ৰীত জ্ঞান এবং রাশীকৃত বছদর্শন সমুদয় নিক্ষেপ করিয়া সম্ভূপ্ত।

ভাহার পর খ্রীষ্টান মিসনরীগণ আগমন করিলেন। তাঁহারা কে, তাঁহা দের আগমনের উদ্দেশ্র কি, সে সন্ধান হিন্দু সমাজের কেহই লইল না বেইমাত্র ছই একটা হিন্দু মূবক পৈত্রিক ধর্ম ত্যাগ পূর্বাক নবাগত শিক্ষকদে: ধর্ম গ্রহণ করিল, অমনি যেন ভীম্কলের চাকে দা পঢ়িল! কিন্তু কেবল গর জনশ্রুতি ও হা হতোমি বৈ অক্ত কিছু হইল না! পূর্বো যেরপ জড়তালকণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে কোনো কিছু হওনের সম্ভাবনাই বা কি এক্দিকে হাহাকার অথ্য অন্ত দিকে প্রাণত্ব্যা, স্কুমার হিন্দু-কুমারগণ্যে মিসনরী স্কুলে প্রিনো হইডেছে! এ যদি অন্ত দেশ হইত, তবে কি ব্লক থাকিত ? বাও দেখি, বিলাতের এক পঞ্জামের এক পার্ধে একথানি টোল বাধিয়া প্রীমন্তাগবতের উপদেশ দেও দেখি—একটীমাত্র ক্বকের প্রেকে প্রিটানি হইতে হিন্দুরানিতে কি বাক্ষ ধর্মেই জান দেখি, দেখ দেখি কি ঘটে? দেখ দেখি, কেমন তোমার টোলে কি তোমার সমাজগৃহে জার একটা ছাত্রও পড়িতে জাসে ? তথনই তাহারা গ্রামন্থক জড় হইয়া সভা করিবে, তথনি তোমার টোল বা সমাজগৃহ উঠাইয়া দিবে, তাহা না পারে তো নিদান এমন ব্যবস্থা করিবে, যে, একটা প্রাণীও তোমাদের নিকট জাসিবে না! ইহা ভাল কি মন্দ, আমি তাহার বিচার করিতেছি না। সমাজের তীব্রতাও একতা বুরানই জামার অভিপ্রায়।

সে যাহা হউক, তাহার পরে রাজপুরুষণণ শিক্ষা ব্যাপারে মনোযোগী হইলেন। হিন্দু কলেজ প্রভৃতি বহু ইংরাশী বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। সমাস্ত্ রূপ স্থির বারিধিও আলোড়িত হইতে লাগিল! ক্রমে শিক্ষা প্রণালী এরাণ मांफ़ारेन त्य, मांफ्-छाया मिक्ना ना कतिया ध्वरः चामानत शूर्ववृद्धांख किङ्करे ना जानिया हिन्तू वानकशन धरकवारत हैश्त्रां की व्यात्र छ कतिन। वांगिरा वृक् পিতামহীর নিকট শুনিয়াছিল, আমাদের শাস্ত্রে বলে পৃথিবী ত্রিকোণ, চ্যাপ্টা, বাস্ত্ৰির মন্তকে স্থিত, বাস্থ্ৰি আবার কুর্ম্ম-পৃঠে আদন করিয়াছেন, ইত্যাদি। বিদ্যালমে ভূগোল পাঠকালে প্রমাণ পাইল পৃথিবী গোলাকার, স্বোর চতুর্দ্দিকে শৃত্তে ভাষ্যমান, মাধ্যাকর্ষণই ইহার অবলম্বন। তাহারা বাল্যাবিধি ভনিতেছিল, রান্থ নামক চণ্ডালের গ্রাদে চন্দ্র স্থ্য পতিত হইবে গ্রহণ হয় : গঙ্গা দেবীর দৈবশক্তি বিশেষে জ্বোয়ার ভাঁটা জ্বয়ে এবং আলেছা নালী পেলী স্বীয় মূথ হইতে আলি উদসীরণ ছারা পথিককে দ্বিগৃহারা করিয়া অভিপ্ৰেত বিল মধ্যে লইয়া প্লিনা পাঁকে মাথা পুতিয়া উদ্ধে পা তুলিয়া মারিয়া रकरण! देश्त्रांकी পড়িয়া क्यानिश u ममच्चरे लाखियांचा कक्षनांत्र विकृत्त्वन মাত্র! প্রকৃত তত্ত্বের সহিত এ সব মূর্যতার কোনো সংশ্রব নাই! আছকুপে ভির-কারাকল্প ব্যক্তির চক্ষে হঠাৎ স্ব্যা-**কি**র্ণ লাগিলে ধেছন অসম্ভ হয়, অত্যন্ত উত্তপ্ত হইরাই জল পান করিলে যেমন বার্দ্ধিগন্মী হয়, আশাভিরিজ্ঞ-রপে এই দব প্রাকৃতিক তাৰের দক্ত্য দক্ষান দহদ। কাভ করিয়া ভাষাদের ৰীয় সমাজ ও পৈতিক ধ্বাণাজ্যের প্রতি ছোরতর ক্ষমতা ক্ষিত্র বাত্ত্বের

আচার ব্যবহার সমুদ্দ ই তাহাদের অসহ হইয়া উঠিল। পকাস্তরে, পাশ্চাত্য জ্ঞান, ধর্ম ও সামাজিকতার প্রতি তাহাদের আস্তরিক অহরাগ বর্দ্ধিত হইল। তখন দেশে ঘার তান্ত্রিক ও পৌরাণিক কাণ্ড ভিন্ন হিন্দুধর্মমধ্যে যে উচ্চতর ভাব আছে, তাহা একপ্রকার সকলেরি অজ্ঞাত ছিল। তখন কাজে কাজেই বাহারা কেবল বেশী ইংরাজীপণ্ডিত, তাহারা পৈতৃক ধর্মের প্রতি এককালে প্রতিশৃত্য এবং ঘৃণাপূর্ব হইয়া উঠিল। সে অবস্থায় তাহাদের মন কোনোরূপ পরিশুদ্ধ ধর্ম্মের জন্ত যে লালারিত হইবে আশ্চর্য্য কি ? তখন গ্রীষ্টান ধর্ম্ম ব্যাতীত আর কোনো বিশুদ্ধ শ্রেমীর ধর্ম্মের সন্থা ও তত্ম তাহাদের কর্ণকূহরে প্রবিষ্ট হইত না, স্ক্রোং মগ্নতরীর ভাসমান লোকের কান্তিক্ষলভাগ্র সদৃশ সেই ধর্ম্মকে তাহাদের মধ্যে অনেকে আগ্রহ সহকারে আশ্রয় করিল। আবার তৎকালে যে অন্ধ্যংখ্যক ইউরোপীয় গ্রীষ্টান এখানে আসিতেন, তাহাদের উচ্চ স্থাব, সচ্চরিত্র, উন্নত ভাবমন্ম বাক্য ও উদার কার্য্যকলাপ নবশিক্ষিত নবীন হিন্দুর চক্ষে দেবব্যবহারবৎ অহুভূত হওয়াতে তাহাদের স্থার বসন ভূষণ গ্রহণ ও তাহাদের আচার ব্যবহার পিষ্টাচারের অহুকরণে তাহারা প্রবৃত্ত হইল।

তৎপরে রাজা রামমোহন রার হইতে প্রাক্ষধর্মের জ্যোতিঃ অরে অরে প্রথম দীথি ধারণ করিতে লাগিল। এই নব ধর্ম পূর্ব প্রচলিত পৌত্তলিক এবং নবোপদিষ্ট খ্রীষ্টান উভর ধর্ম্মেরই প্রতিঘন্দী বলীয়ান যোদ্বেলে রণ্ভূমিতে অবতীর্ণ হইল। কিন্তু এই ধর্ম্মের সার বিবেচনা করিলে ইহা কোনো ধর্ম্মেরই বিরোধী নহে, অথচ খ্রীষ্টান ধর্ম-বিন্তারের প্রতিবন্ধক এবং দেশের প্রচলিত ধর্ম-প্রকরণের সংশোধকরণে প্রকাশ পাইতে লাগিল। কেননা, খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণে হিন্দু সন্তানকে যেমন জাতি ও সমাজ-চ্যুত হইতে হইত, রাহ্মধর্ম গ্রহণে তাহার কোনো সন্তাবনা ছিল না। তরুণবয়ত্ম শিক্ষিত হিন্দুরা দেখিল, কিন্তদিন পূর্বে তাহাদের যে শাস্ত্রকে প্রতিসভূল, অসত্যা, প্রাকৃতিক-তন্ধ বাহক ও ফ্রনীতি-বোধক পৌত্তলিক বলিয়া উপেকা করা হইন্যান্তে, তন্মধ্যেই পরম সত্য নিহিত আছে। তাহারা দেখিল, পৌরাণিক ধর্ম্মের স্লার খ্রীষ্টান ধর্ম্মেও অবতার ও অলোকিক প্রশ্বেরক ক্রিয়াদি রহিয়াছে; কেবল দেশীর জংলাভাব ও বিলাতী পরিকার পরিছের ভাবে যে প্রভেদ, নত্বা উভয় ধর্মই প্রায় সম-ধর্মাক্রান্ত। তাহারা দেখিল, নবোদিত বান্ধধর্ম সে দেখের

মুক্ত এবং তদ্ধ অবলধনে সমাজ-চ্যুতিরূপ ছ: ও পিতৃ-মাতৃ-বর্জনরপ মনস্তাপ ভোগ করিতে হয় না, অবচ দেশী বিলাতী পৌরাণিক ধর্মের হাতেও অব্যাহতি পাওয়া বার। তাহারা এই সব এবং আরও কত কি দেখিল দেখিয়া শুনিয়া, ভালরপে বৃষিয়া এটি-ধর্মে দীক্ষিত হইতে আর বড় অগ্রসর হইল না—অধিকাংশ শিক্ষিতগণ ব্যক্ষ-সমাজে প্রবেশ করিল।

এন্থলে বলা উচিত যে, আমরা সমাজের কথা বলিতেছি, ধর্মের বিচার আমাদের উদ্দেশ্য নহে; আপন আপন পরকালের কল্যাণ উদ্দেশে বাঁহার যাহা ভাল বোধ হয়, তিনি সেই ধর্মেরই আশ্রয় গ্রহণ করুন। কিন্তু তাহা विषया मभाक्रतक नष्टे कतात अधिकात काशाता नारे। जिसेत्रक विनि (व ভাবেই ডাকুন, কিন্তু ঐহিক উন্নতি ও স্থুথ লাভের জ্ঞা সকলে সমবেত হইয়া এক মতে ও এক পথে চলিতে চেষ্টা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। ছংখের বিষয়, ব্রাহ্মগণ ঠিক চলিতে পারিলেন না। কালে তাঁহাদের পদখলন আরম্ভ হইল। তাঁহাদের মধ্যে এক বোর অনিষ্ট আসিয়া জুটিল। ত্রাহ্মগণের মধ্যে দলাদলি উপস্থিত হইল। আদি ত্রাহ্মগণ পূর্ব্ধ সমাজ ও সামাজিকতাকে রক্ষা পূর্ব্ধক ব্রক্ষোপাসনার ইচ্ছুক। নব উন্নতিশীল ব্রাক্ষেরা সমাজ-বিপ্লব অভিলাষ করিতে লাগিলেন। মতের সামঞ্জত না হওয়াতে শীঘ্র তাঁহারা হুই দলে পৃথক্ হইলেন। শেষোক্ত সম্প্রদায় মধ্যে আবার মত-ভেদ আরম্ভ হইল। কতকগুলি লোক স্ত্রীসমাক্তের পূর্ব্ব নিয়ম হইতে এককালে বহির্গত হইয়া নিতাস্ত ইউ-রোপীয় ধরণের স্ত্রী-স্বাধীনতার জন্ম লোলুপ হইলেন। এইরূপে হিন্দু সমাজ নিশ্চল ভাব হইতে এককালে অসম্ভব ও অস্বাভাবিক উল্যুম্শালিতায় উপ-স্থিত হইল। কিন্তু "কীণে বল্বতী" কথাটা বড়ই ভয়ানক! ইহার ফল প্রারই বিষময় হইয়া থাকে। 🛩

ইংগণ্ডে পিউরিট্যানগণ এক দিন বড়ই কেপিয়া উঠিয়ছিল! ধর্মশাস্ত্রে যেমন বলে এবং মুক্তিতে যাহা কিছু ভাষ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত হইত, তাহারা তদগ্রন্থ উপাসনা ও আচরণ করিতে সংকল্প করিল। দেশের প্রচলিত ধর্ম, রাজশক্তি, রাজ্যশাসনপ্রণালী ও সামাজিক আচারে তাহাদের যুক্তিতে অনেক দোষ লক্ষিত হইতে লাগিল, তাহারা সেই সমন্ত দোষের নিরাকরণ পূর্বক বাহাতে সমাজে শাস্ত্রাহ্রণ ও যুক্তিযুলক বিশুদ্ধ উপাসনা ও আচার-পদ্ধিত্

প্রচলিত হয়, তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিল। এ চেষ্টা নিলনীয় নয়। কিন্তু त्य विषय आवश्मान काल धतिया हिलया आहेत्म, तम विषय छेठीहिया 'वलशृक्तक অথবা যুক্তি দান পূর্বক সহসা নব প্রথা প্রবর্ত্তিত করা কথনই হইতে পারে না। नवतीि ध्वर्कत्नत निमिष्ट स्वत्र भाक्ष धानर्गन ७ युक्तिमार्ग व्यवन्त्रनरे गर्वहे নহে। তজ্জ্ঞ প্রবর্ত্তককে অগ্রে লোকের বিশাসভাক্তন হওয়া আবশুক। তাঁহার অভিপ্রায় যে সাধু, তিনি যে সমাজের যথার্থ হিতৈষী, তিনি যে শমান্দের একজন, তিনি যে বিদ্যাসাধ্য সদভিপ্রায় প্রভৃতি সর্বপ্রকারে একজন বিশেষ কাজের লোক, এমন বিখাদ অগ্রে জনাইয়া তাহার পর মাধুর্য্যভাবে সময় ও অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এবং বিশেষ ধৈর্য্যসহকারে লোকের হানয়কে পরিবর্ত্তনের বীজ ধারণের জক্ত প্রস্তুত করিয়া, শনৈ: শনৈ: অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে হয়। নতুবা লক্ষ দিয়া সমাজের গণ্ডী ছাড়িয়া সঙ্গী-গণকে পশ্চাতে ফেলিয়া অভিমান ও স্পদ্ধারূপ উচ্চ স্থান আরোহণ করিয়া "ওগো! তোমাদের আচার ব্যবহারে বড় দোষ; তোমরা জানিতে পার नारे, आिम कानिशाष्ट्रि; তारे তোমাদের সংশোধক ও পথপ্রদর্শক হইতে আদিরাছি; তোমরা এই দণ্ডেই আমার পথে আইস-আর অন্ধকারে থেকোনা।" এ অবস্থায় তাহার কথা শুনিয়া লোকে গ্রাহ্থনা করিয়া যে করতালি দান পূর্বক বিজ্ঞাপের বিকট হাসি হাসিরা গায় ধূলা নিক্ষেপ করিবে, সন্দেহ নাই। পিউরিনিট্যানদের সেই দশাই ঘটিয়াছিল। তাহাদের দেই শুভ-চেষ্টাম যোগ দেওয়া দূরে থাকুক, দেশের অধিকাংশ লোক তাহা-দের গোঁড়ামী, তীব্রতা, অসহিষ্ণুতা এবং অস্বাভাবিক তৎপরতা দেথিয়া ঘূণা করিতে লাগিল ! পিউরিট্যানেরা প্রায় হাসিত্র না, কোনো প্রকার সামাজিক चारमान উৎসবেই निश्च हरेल ना, শোভাকর বসন ভূষণ ধারণ করিত না, সর্বদা গম্ভীর ভাবে থাকিত, সকল কথাতেই ধর্মতন্ত্র আনিত, সকল कार्याहे श्रेषत्रक छाकिछ। छेब्रिल, विभिन्छ, शहरूल छाहारमञ् অঙ্গভঙ্গীও যেন কেমন এক প্রকারের ছিল! এই সব কারণে তাহারা নিয়ত राष्ट्रत जाम्लम रहेता छेठिल! अमनि रहेत ए, शिष्ठेतिणानरक स्थिता-मांबरे लात्क हानिज, अमस्यान कथा कहिन ! जाहाद्वा एवन मुमाद्भन मः

ছইয়া উঠিন-লোকে রাস্তা ঘাটে নাট্যালয়ে তাহাদিগকে বা তাহাদের কথা লইয়া রং করিতে লাগিল!

এমন বিশুদ্ধ অভিপ্রায়ের এমন কল হইবার কারণ কি ? তাহার কারণ স্থান তাহাদের অতিগমন! সহজে অল্পে অভাবের নিয়মায়্লারে উন্ধৃতি সাধন না করিয়া তাহারা একেবারে একদিনে সকল দোষ ও সকল ত্রুটী নিরাকরণ করিতে উদ্যত হইল; একদিনেই মানব-প্রকৃতির স্ক্ষীর্ণতা ঘুচাইয়া সম্পূর্ণতা সাধন করিতে চেষ্টা পাইল; যে দেশাচারের মূল শিক্ড শত শত বর্ষ ধরিয়া বর্দ্ধিত হইয়া পাতাল ফুঁড়িয়া বলিরাজার মন্তকে গিয়া ঠেকিয়াছে, এক দিনেই তাহাকে উৎপাটিত করিয়া, তৎস্থানে নবতর্গকে বদ্ধুল্ করিতে যক্ষ করিল; স্কুতরাং অসম্ভবের সাধনে বেমন নিরাশ হইতে হয়, তাহাই হইল।

যাহাদের মনে বিচারশক্তি অপেকা কল্পনাশক্তি সমধিক তেজ্বিনী—

যাহার। "মৃ" ও "কু" যে দিগে যথন যান্ত, সেই দিগেই তথন প্রয়েজনের

অতিরিক্ত পতিতে গমন করে, তাহারা ভিন্ন সে দলে যোগ দিতে অক্সের

কচি হইবে কেন ? প্রতি সমাজে এমন অতিগমনশীল লোক কজন থাকে ?

মৃতরাং সাধারণ সমাজকে তাহারা আকর্ষণ করিতে অশক্ত হইবেই হইবে।

শাভের মধ্যে তাহাদিগকে একটী স্বতন্ত্র সম্প্রাণায় হইনা থাকিতে হয়।

যে পিউরিট্যানদের কথা বলা গেল, তাহারা ইংলণ্ডে তৎকালে এত প্রবন্ধ হইয়াছিল যে, রাজার সহিত ও শেষে পার্ল্যামেণ্টের সহিতও যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইতে পারিয়াছিল; চার্ল্স ভূপতির দোষের বিচার করিয়া তাঁহাকে কাঁসিতে বধ করিল এবং আপনারাই দেশাধিপ হইয়া উঠিল। এত করিয়াও তবু তাহাদের নবপ্রণালীকে স্থায়ী রাখিতে পারে নাই। যেই মাত্র ক্রমওরেলের মৃত্যু হইল, জমনি পূর্বি প্রণালী চতুগুল বলের সহিত—পূর্ব্বাপেক্ষা চতুগুল দোষ গুলের সহিত পূন:স্থাপিত হইয়া উঠিল। "সর্ব্বমত্তরং গাহিতং" এই প্রাচীন জ্ঞানবাক্য কোথায় যাইবে ? অতিশয় গোঁড়ামী এবং লক্ষ-মক্ষ্ণিটি উন্নতির বিরাট মূর্ত্তি দেখিয়া সমাজ ভয় পাইল, প্রকৃতি কটা হইলেন, স্বতরাং সর্ব্বনিয়ভা ঈশরও বিমুধ হইলেন। পর্বতের মৃষক প্রসাবের ভার পিউরিট্যানদের এত আড়ম্বর, এত রক্তপাত, এত উগ্র সম্প্রান, সম্বার্থ হইয়া গেল।

আমাদের সমাজেও একণে সেইরূপ উৎপাত আরম্ভ হইরাছে, সেইরূপ অতিগমনের চিহ্ন সকল দেখা যাইতেছে। এই জন্মই পিউরিট্যান সম্বন্ধীর কথা এত বাছল্যরূপে বলিতে বাধ্য হইলাম। আমাদের উন্নতিশীল ভারাদের এই ইতিহাসখন্তকে শ্বরণ করিয়া এখনো সাবধান হওরা উচিত। আমরা উন্নতির বিরোধী নহি—উন্নতির অভিলাধী। কিন্তু আমাদের সমাজকে ছাড়িয়া যদি যাই, তবে কাহাকে লইয়া উন্নতির রাজ্যে বসতি করিব ? সমাজের প্রকৃতির বিরুদ্ধে যে উন্নতি, তাহা যদি অবলম্বন করি, তবে তো সমাজকাই। ইলাম—সমাজ আমাকে আর বিশাস করিবে কেন? দেশ, কাল, পাত্রে ও অবস্থার তারতম্য বশতঃ এক দেশে এক অবস্থার যাহা উন্নতি; অন্ধ্রুপ্ত অবস্থার তাহা অধাগতিও হওরা সন্তব্য তাহা বিচার না করিয়া পরের দেখাদেখি উন্নত্ত ইংল কি হইবে? ল্যাপ্ল্যাণ্ডের লোক পারিস ও লভন নগরের দেখাদেখি যদি স্থল্য অম্ব যানাদি তাহাদের দেশে লইয়া যায়, তবে বরক্ষের উপর সেই গাড়ী খোড়া কি চলিতে পারে? না, তদ্দেশীয় বল্গাহ্রিণের গাড়ী প্যারিস, লওন ও কলিকাতার ব্যবহৃত হওরা সন্তব্

সামাজিক পরিবর্তনের ধর্ম অতি আশ্চর্যা। ভাষাই হউক আর লোকাচারই হউক, ইহা কাহারো আজ্ঞায়, কাহারো বিনয়ে, কাহারো অর্থে, কাহারো বলয়ে, কাহারো অর্থে, কাহারো বলয়ে কথনটে কথনই রূপান্তরিত ও অবস্থান্তরিত হইবার নহে। ইহা যথন পরিবর্বান্তিত হয়, (য়্র্লিগে, কুদিগে, যেদিগে হউক) তথনি যে কি কারণে কোথা হইতে কেমন করিয়া ঘটে, তাহার নির্দেশ করা বড় ছরহ। বড় বড় গোকের বড় বড় উল্যোগে যেটা সিদ্ধ হয় না, হয় তো অতি সামাত্তরে সামাত্ত লোকের বড় বড় উল্যোগে যেটা সিদ্ধ হয় না, হয় তো অতি সামাত্তরে সামাত্ত লোকদিগের হারা তাহা সাধিত হইরা উঠে। হ্যামিন্টন-নামা ইংলণ্ডীয় প্রাক্তির দানশাল্রবিৎ মহাশয় সামাজিক উন্নতি উপলক্ষে এইরূপ ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, যে, "সকলেই জানেন, বীজ অন্ত্রিত হইরা প্রতি মুহুর্তেই বাড়িতে থাকে, কিন্তু সমস্ত দিবা রজনী সহপ্র নর-চলু প্রহর্মানপে নিথুক থাকিলেও গেই র্ল্লি দেখিতে পাইবে না! অর্থাৎ যে চারা কল্য হই অঙ্গুলি ছিল, অদ্য তাহা চারি অঙ্গুলি হইয়াছে, ইহা মাপিয়া পাইবে; কিন্তু কথন কতটুকু করিয়া বাড়িতেছে, তাহা দর্শন করিবার সাধ্য নাই।" অভএব স্বভাবের এই নিয়মায়ুসারেই সমাজের উন্নতি হওয়া উচিত। তজ্ঞির অঞ্ব

যত উন্নতি, তাহা অসাভাবিক, ক্ষণিক অথবা দোবাদ্বিত! এই জন্মই উন্নতির রূপ-বর্ণনার মধ্যস্থ পত্রে এইরূপ লেখা হইরাছিল—

> "নব ভাবে মুগ্ধ আঁথি, দেখি যতবার;— পলকে পলকে রূপ বাড়ে যেন তাঁর! কেমনে কথন বাড়ে দেখিতে না পাই; রূপের চাতুর্য্য হেন কভু শুনি নাই!"

উন্নতির বিরোধী আমরা নহি—উন্নতি চাই। কিন্তু তাই বলিয়া অন্বাভাবা-বিক উন্নতি চাই না। যে সকল পরিবর্তনের জন্ম সমাজ প্রস্তুত হইয়াছে, যাহা আমাদের সমাজের ধাতৃতে সংলগ্ন হইতে পারে, তাহাই একণে হউক। সেগুলি দিদ্ধ হইলে অন্ত উন্নতির জন্ত সমাজ সহজেই আবার প্রস্তৈ হইবে। এখন যাহাকে অস্বাভাবিক বলিতেছি, তথন সেই দ্বিতীয় শ্রেণীর নূতনত্ব অনায়াসেই স্বাভাবিক হইরা প্রবর্ত্তিত হইতে পারিবে। হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা যে প্রকার দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে পরিবর্ত্তনোরুথ বলিতেই হইবে। **গাঁহারা** পুরাতনের নিতান্ত ভক্ত, তাঁহাদিগকেও স্বীকার করিতে হইবে, যে, শিকার নৃতন প্রণালী, যুক্তির নৃতন প্রণালী এবং দৃষ্টাস্তের নৃতন প্রণালী যাহা বছ-বৎসরাবধি হিন্দুসমাজমণ্ডলে আবিভূতি হইয়াছে, তাহাতে আপনাপনিই আচার ব্যবহারের কিয়দংশ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং আর কতকগুলি অংশে পরিবর্ত্তন না হইলে চলে না। সে পরিবর্ত্তন হইবেই হইবে, তাহাকে आট क করিয়া রাথিতে কাহারো সাধ্য নহে! কিন্তু সে পরিবর্ত্তন কোন বিবরে, কি পরিমাণে কতদুর হইবে, তাহা কে নিরূপণ করিতে পারে ? এবং তাহাতে মঙ্গলামন্ত্র কতাদুর সাধিত হইবে, তাহা একণে সিদ্ধান্ত করা হছর। এই মাত্র অসুমান হইতে পারে, ফুঠদিন সেইরূপ কতকগুলি ভাবান্তর না ঘটি-তেছে, ততদিন সমাজের যথার্থ সামাজিকত্বও স্থিররূপে দাঁড়াইতেছে না।

বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের যে অবস্থা, তাহা অত্যন্ত শোচনীয়। ইহাকে ক্ষমাজ বলি, কি, কি বলি ভাবিরা নিশ্চয় করিতে পারি না। এই প্রবন্ধের আরভেই সমাজ কাহাকে বলে, তাহা বলা হইরাছে। আমাদের মধ্যে তাহ। কৈ ? সমাজের সে সব সর্বজনমান্ত নিরম কোথায় ? এমন স্থান নাই বেথানে প্রাচীন নবা ও শিক্তি অশিক্তিত এক প্রকার নির্মে চলিতেছে। এমন

সংসার প্রায় দেখি না, যাহাতে পিতা পুত্রে, মাতা ক্যায়, প্রতায় ক্রাতায়, खी পুরুষে এক ভাবে—এ**ফ প্রথায়—এক** ব্যবহারে সংসার্যাত্রা নির্কাহ করিতেছে! শৃদ্রের বাটীতে একটা ব্রাহ্মণ আদিলেন, পিতা প্রণাম করিয়া ভক্তি পূর্ব্বক আসন দিলেন; পুত্র "নজেনত" বলিয়া হাস্য করিয়া চলিয়া গেল! পিতার বন্ধ আগত, পিতা নমস্থার করিলেন; পুজের বন্ধু আগত পুত্র "সেক্-হ্যাও" করিলেন! মাতা স্বচনীর আলিপানা দিতেছেন, কলা বা প্ত্রবধ্ ব্রাক্ষধর্ম প্রস্তুক পড়িয়া পৌত্তলিকতার প্রতি বীভৎস-রদে গলিয়া যাইতেছেন ! কর্ত্তা দশভ্রমার আরতির সময় চামর হত্তে দেবীকে ব্যজন করিতেছেন এবং ক্রী সন্ধিপুজাবসানে ঢাকের বাদ্যের সহিত পুত্র ক্সার কল্যানে মাথায় ধুনা পোড়াইতেছেন; সেই কালে পুত্র স্বীয় ভগ্নী ও ভার্য্যার সহিত পোষাক পরিয়া ব্রাহ্মমন্দিরে গমন করিতেছেন ! স্ত্রী আসনে বদিয়া সন্ধ্যা করিতে-ছেন, স্বামী পাছকা পায় সমীপবর্তী হইলেন দেখিয়া স্ত্রী সভয়ে বিনীত ভাবে "উ" হ" বলিয়া নিষেধ করিতেছেন। গ্রহণের সময় স্ত্রী তণ্ডুল, বস্ত্রাদি উৎদর্গ করিতেছেন, স্বামী "হো হো" শব্দে হাসিয়া সেই সময় আহার করিতে বসি-তেছেন। গ্রামস্থ বৃদ্ধ মহাশয়ের। "কলিকাল কলিকাল" বলিয়া নব্যতন্ত্রের ব্যবহারে মর্ম্মান্তিক যাতনা প্রকাশ করিতেছেন; নব্যতন্ত্র এ সময়কে "সত্য-যুগ" করিবেন এমত আশা করিতেছেন, কেবল এই কয়জন স্থবিরের গতাস্থ হওনের অপেকা!

এরপ দৃষ্টান্ত কত বলিব ? এমন বিসদৃশ, বিরুদ্ধ জনাকীর্ণ জাতিকে কি
সমাল্প বলা যার ? যত দিন না ইহাদের সামঞ্জ হইবে—যতদিন স্বলাতীর
মধ্যে সম্পূর্ণ সমবেদনা ও সন্ধান্তর না জন্মিবে—যতদিন সামাজিকতাকে
প্রাণাপেক্ষা রক্ষণীর বলিয়া আবাল বৃদ্ধ নরনাবী সকলের দৃঢ় মমতা ও সক্ষলের মনেই এক সমাজকে আমাদের সমাজ বলিয়া প্রত্যার না হইবে, ততদিন
হিন্দুদমাজকে বর্ধার্থ সমাজপদে স্থাপিত করা ভার !

বিষয় ভাগ।

į,

সমাজ কি, সামাজিকতা কি এবং হিন্দুসমাজের পূর্বাপর অবস্থাই বা কিরাপ, এতক্ষণ তাহাই সাধারণতঃ বলিলাম; এক্ষণে সামাজিক আচার ব্যবহারের বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

বিশদ করিবার জন্ম প্রস্তাবটাকে সাতটা পরিচ্ছদে বিভক্ত করা হইল।
১—স্বজাতিধর্ম। ২—সামাজিকতা। ৩—সভ্যতা।
৪—শিফীচার। ৫—বেশভূষা। ৬—উৎসব, ক্রিয়াকর্ম ও
সামাজিক দান। ৭—আমোদ আহ্লাদ।

এই দপ্ত প্রকরণের প্রত্যেকের পূর্ব্ব, মধ্য ও বর্ত্তমান অবস্থা দেখা উচিত।
কিন্তু যাহা সচরাচর সকলেরি জানা আছে, তাহার বিভৃত আলোচনার
প্রয়োজন দেখি না। এ কুদ্র প্রবন্ধে সে সকল মহৎ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা হওয়াও অসম্ভব। স্থতরাং সে সব সংক্ষেপে বলিয়া যে যে বিবয় দেশের
বর্ত্তমান অবস্থায় বিশেষরূপে বিচার্য্য, তত্তাবৎ সাধ্যামুসারে এক্টু বিশদ
করিয়া লিথিবার চেষ্টা করা হইতেছে।

প্রথম অধ্যায়।

সঞাতি-ধর্ম।

হিন্দুজাতির স্বজাতি-ধর্ম বিষয়ের প্রাসক উত্থাপন মাত্রেই সর্বাধ্রে বর্ণতৈদের কথা আসিয়া পড়ে। চাতুর্বর্ণ ও পুরুষায়ক্রমিক প্রথাতে বিভিন্ন
বর্ণের বিভিন্ন কার্য্য ও ব্যবসার, যাহা আবহমান নির্দিষ্ট আছে, ভাষা কে
না জানেন ? তথাপি শাস্ত্রীর উপদেশে, সংহিতার বিধানে এবং পুরাশের্ম বিবরণে এমন প্রমাণ পাওরা যাইতেছে, বে, এখনকার মত পুরাক্টিন

বর্ণ-ভেদের এত দুচ্বদ্ধনী ছিল না; গুণাফুসারে ও কর্মাফুসারে অধন বর্ণের লোক উত্তম বর্ণেও শ্রেষ্ঠ বর্ণের মন্ত্রমা নিক্লষ্ট বর্ণে প্রবিষ্ট কিলা গণনীর হইত। রাজনারারণ বাবুর হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ক বক্তৃতায় তাহা হন্দর রূপে প্রতিপাদিত হইরাছে। এছলে শাল্লের বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখানো আবশ্রক। কিন্তু সম্প্রতি উক্ত পুস্তকে সকলেই যথন তাহা দেখি-তেছেন, তখন আর প্রভাব বাছল্যের প্রয়োজন কি ? মনুসংহিতা ও মহাভারতে স্পষ্ট লেখা আছে, উচ্চনীচ কর্মাহুসারে মানবগণ ব্রাহ্মণাদি বর্ণ প্রাপ্ত হন, বংশোত্তর হেতৃতেই নছে। বেদোল্লিখিত কর্স ঋষি এবং পুরা-ণোক্ত বিশ্বামিত্রই তাহার প্রমাণ। এখনকার হিন্দুরা ব্রাহ্মণের মুখ ভিন্ন श्रुवां कथा खरान मा, किन्दु रम कारलत श्रुविशं मृख रनामश्रद्धांत निकछ मम्बम পুরাণ ভানিয়াছিলেন, ইহা স্পষ্টাক্ষরে দেই সব পুরাণেই লিখিত আছে। এই বিষয় সম্বন্ধে প্রাচীন শাস্ত্রের মর্ম্ম তর তর রূপে বিচার করিলে এই অনুমান হইতে পারে, যে, অপেকাক্বত নব্যতর কালে যধন ব্রাক্ষণেরা অজাতীয় কঠোর ধর্ম পালনে অশ্ক্র, অপর বর্ণের ভায় বিলাস-स्थामक वार ज्ञा त्रजनशारी ७ वाशिकावावमात्री इहेता छेठितन, তংকাল হইতেই তাঁহারা পুরুষামুক্রমিক বর্ণভেদের নিয়মটী বিশিষ্টরূপে श्रुष्ठ कतिया नरेतनम । कात्रन, उद्याजीज जांशात्मत मास्य व्यक्षिकाः मात्रकरे নিরুষ্ট বর্ণে যাইতে হইত। ঠাকুরদের ইচ্ছা, "রামও বলিব, কাপড়ও তুলিব।" চাকরীও করিব. মান্তও হইব ৷ বেদের জ্ঞান ও ব্রাহ্মণের আচরণীয় শত শত অমুষ্ঠান, যাহার জন্মই তাঁহারা শ্রেষ্ঠ, সে সব ত্যাগ করিব, কিন্ত শ্রেষ্ঠ পদটী ছাড়িব না! নীচ বর্ণের কর্ম করিব, কিন্তু নীচ বর্ণে যাইব না! স্কুতরাং বান্ধণের পুত্র সহজ্র কুকর্মী হইলেও তবু তিদি-ভূদেব, তবু তিনি পরমপুজা, তবু তিনি সেই ব্যাস বশিষ্ঠ, এ শাস্ত্র না কবিলে উল্লিখিত রূপে সর্বাদিক্ রকা হয় কৈ ? যাহা হউক, হিন্দু সমাজে এ বিষয়ের সহিত ধর্মের সম্পূর্ণ সংযোগ, এজন্য ইহার ঔচিত্যানৌচিত্য আমরা কিছুই বলিতে ইচ্ছা করি মা। চতুর্দ্বিগ্রে শিক্ষিত সমাজে এই পুরুষাত্মক্রমিক বর্ণভেদের বিরুদ্ধে যেরূপ चिछत्वांत्र अंक रव, धवः थांतीन-शक वर्ग-एक्टमव त्यक्र व्यविव्यक अक-পাতী, ভাহাতে নিরপেক লোকের কথা কওরাই দায়। বিশেষ । বাহারা

ধর্ম-বিষয়ের আলোচনার বিরত, জাহাদিগের পক্ষে ভবিব্যতের মুখ চাহিরা প্রতীক্ষা করাই শ্রেয়:। কেবল নিরাপদে ছই পক্ষের পক্ষে ও প্রতিপক্ষে এই ছইটী কথা বলা যাইতে পারে, যে, সভ্যতাভিমানী জাতিরা আপনাদের মধ্যে অভেদ-ভাবের যত জাঁক করেন, কার্য্যে কিন্তু তাহা সংরক্ষিত হয় না। এই প্রবন্ধের প্রথম ভাগে সম্পূর্ণরূপে প্রদর্শিত হইরাছে, যে, সভ্যতম ইংল্ডীর সমাজেও বর্ণ-ভেদের স্থার অথবা কুলীন মৌলিকের স্থার লর্ড ও কমন্দ্র শ্রেণী এবং ধনী ও দরিক্র শ্রেণী আছে; "পিয়ারের" পুক্র সর্ব্বগুণহীন ছংশীল হইলেও পিয়ার" উপাধি পাইয়া থাকে। তবে যে নিয়শ্রেণীর যোগ্য ব্যক্তির রাজ-প্রসাদে উচ্চপ্রেণীতে উঠিতে পারে, এ প্রথাটা অনেক ভাল বটে। আমাদের দেশে সেই নিয়মের অভাবে অনেক অনিষ্ট ঘটে। ফলতঃ এ বিষরের পক্ষে ও প্রতিপক্ষে এত তর্ক উথিত হওয়া সন্তব্ধ, যে, তদালোচনার জন্ত স্বতন্ত্র প্রবন্ধ না লিথিলে চলেনা।

হিশুজাতির স্বজাতি ধর্ম্মের বিতীয় অঙ্গ এই, যে, অপর ছাতীয় লোককে অর্থাৎ স্লেচ্ছ ববনাদিকে স্বজাতি মধ্যে গ্রহণ না করা। পূর্ব্বকালে অধম বর্ণ উত্তম হইয়াছে, কিন্তু এটা প্রায় হয় নাই। চণ্ডাল প্রীরামচন্দ্রের মিত্ত হইয়াছে, তাঁহার সহিত কোলাকুলি করিয়াছে, ব্যাধ অজানিত রূপে শিব-রাত্র করিয়া মুক্ত হইয়াছে, কিন্তু যবন জাতীয় কেহ প্রায় হিন্দু হইতে পারে নাই। আধুনিক কালে হিন্দু সমাজের এক বর্ণের লোক যথন অপর বর্ণে প্রবেশ করিতে পারে না, তখন ইংরাজ কি মুসলমান যে হিন্দু হইবে, ইহা সম্ভবপর নতে। তবে দ্রাপ্থার কাহিনী যাহা শুনা যায়, তাহার সঠিক কোনো বিশেষ সংবাদ নাই। তাহাকে হিন্দুসমাজে পরম ভক্ত বলিয়া মান্ত করিত, কিন্তু আহার ব্যবহারে তাহাকে শইয়া চলিত কিনা তাহা আমরা कानि ना। नवधीत्यत्र देहण्यात्मव सुमलमानत्क देवस्थव कतिबार्ष्ट्रन, अमन कथा শ্রুত হঠয়া থাকে, কিন্তু শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ব মহাশয়ের সহিত সোম-অকাশে •জনৈক পত্র-প্রেরকের যে প্রকার বাদাহবাদ হইয়াছিল, তাহাতে নিশ্চিত ইইতেছে না. চৈতনোর সেই সব শিষা প্রকৃত হিন্দু কি মুসলমান প যাহা হউক, আ'জ্কা'ল্সেরপে জাতি দিতে পারেন, এমন ক্ষমতাশালী মহিমাম্বিত হিন্দু কেহই নাই!

দিতীয় অধ্যায়।

সামাজিকতা।

হিন্দুসমাজের সামাজিকতা বলাতে লোক লৌকিকতা, আহার ব্যবহার, দলাদলি, সামাজিক অপরাধের দও, এক-বরিয়াও জাতান্তর প্রভৃতি নানা বিষয়ের সমষ্টি বুঝিতে হইবে। ইহার প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ আলোচনা করিলে অত্যন্ত বিস্তারিত হইয়া পড়ে, এজন্য সামান্ততঃ কতিপন্ন প্রধান কথার উল্লেখ মাত্র করিব।

সকল জাতি মধ্যে বিনয়, শিষ্টাচার, ভদ্র ব্যবহার প্রভৃতিকে সামাজিকতা বলে। বঙ্গীয় সমাজে ক্রিয়াকাও উপলক্ষে সামাজিক ব্যক্তিগণকে বসন, ভূবুণ, অর্থাদি উপহার প্রদানকেই এক্ষণে দামাজিকতা নাম দেওয়া হয়। ইহা নম্রতা-প্রকাশক মানদায়ক স্থন্দর প্রথা। বাটীতে পদার্শণ পূর্ব্বক সকলে আহার করিলেন, তজ্জন্ত কর্মকর্ত্ত। আপনাকে ধন্যও ক্লতক্লতার্থ জ্ঞানে ভোক্তবর্গের গৌরবার্থে মর্য্যাদা দান করেন। নম্রতা-জ্ঞাপন না হইলে ব্রাহ্মণের বাটীতে শুদ্র আহার করিলে মর্য্যাদা পায় না কেন ? মর্য্যাদা না পাইয়া বরং ভ্রাহ্মণতে প্রণামি কিছু দিয়া আদে। যে সমস্ত দেশে বর্ণভেদ ও অন্ন বিচারের আবশুকতা নাই, তত্তদেশে এরূপ সামাজিকতার প্রয়োজনও নাই। কিন্তু আন্ধ-বিচারক হিন্দুসমাজে একের সহিত অন্তের ভক্ষ্য ভোজা প্রচলিত হওয়া সহজ ব্যাপার নহে। এই জন্ত সংস্কার আছে, যাঁহার বাটীতে দশজনে আহার করেন, তাঁহার বিশেষ টুপুকার করা হয়। স্তরাং এই সামাজিকতাকে এক প্রকার ক্বতজ্ঞতার চিহ্ন বলিলেও বলা যায়। যাঁহা-मिशतक के मामाजिकना व्यर्भिन दश, जीहाता त्य महा मञ्जूष्टे हहेरवन, जाहा আর বলিয়া জানাইতে হইবে না। এমতে ইহার ছারা উভয় পক্ষেরই তৃপ্তি লাভ হইরা থাকে। কিন্তু সামান্তিকতার অপর একটা মহত্তর ব্যুৎপত্তি যে चाट्ह, बाशांटक चारमभाञ्जातात्र मरशानत छारे विश्वा वार्षा करा मन्छ, क्रुडी शाक्तरम वकीय नमारक रन नामाकिक जा रव विनुश स्टेम शियारक, जाश আমরা ইতিপুর্বেই প্রদর্শন করিয়াছি।

नामाजिक जात मर्था निभि-त्नोकर्यार्थ मनामनित्क अता निवादक। সকল বিচার্য্য বিষয়ের স্থার এ বিষয়েও পক্ষ প্রতিপক্ষ আছে। এ কথা শুনিয়া আমাদের স্থাশিকিত উল্লভিশীল ত্রাতারা হয়তো বলিবেন "কি আশ্চর্যা। এ দেশে ইংরাজি চর্চার বাছল্য হওনাব্ধি যে বিষয় শিক্ষিত সমাজে নিতান্ত ঘূণিত ও সর্বাণা পরিত্যজ্ঞা বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে; যে मलामिला निवरिष्टि तिवरिष्टि तिवरिष्टि कि तिव मरधा तोक्षा-छक, रवय, दिश्मा, প্রতিহিংশা, বিবাদ, মনান্তর, খণতা, নিষ্ঠুরতা, ধর্ম-বিরাগ ইত্যাদি সর্বপ্রকার অমাত্র্ষিক ও পৈশাচিক কাণ্ড ঘটিয়া থাকে, তাহার আবার বিপক্ষ বৈ পক্ষ কেহ আছে ?" কেহ বা বলিবেন "সহস্ৰ শক্রতা থাকুক, কাহারো বাটীতে নিমন্ত্রণ হইলে আহার করিতে না যাওয়। নিতান্ত কুটিনতা ও নীচতার কর্ম।" ইহা সকলই সত্য, কিন্তু কেবল যদি আহা-বের বিষয় লইয়া দলাদলি হইত, দল বাঁধিবার অন্ত গুরুতর কোনো হেতু না থাকিত, তবে ঐ কথাগুলি সকলই যুক্তিমূলক বলিয়া স্বীকার করিতাম। কিছ দ্বাদ্বির আরো নিগৃত কারণ আছে;—দ্বাদ্বির প্রধান অঙ্গ, কোনো দোষী ব্যক্তিকে এক-হরিয়া বা শাসন করা। সমাজ মধ্যে যেসকল পাপ অত্যস্ত শুক্তর ও ঘূণাজনক এবং হিন্দু রাজছের অবদানাবধি রাজদারে যে সব অপুরাধের বিচার ও দও হইতে পারে না, দেই দেই দোষের প্রতিফল দেওয়। এবং আর কেহ এমন কর্ম না করে, তদভিপ্রায়ে তদ্ ষ্টান্ত প্রদর্শন করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। হিন্দু-আচার বিচার আহার ব্যবহার সকলই ধর্ম-মূলক— সকলই ইহ পরকালের শুভাশুভ প্রত্যয়-মূলক। কোনো কোনো বিশেষ অহিতাচার করিয়া কোনো ব্যক্তি পতিত হইলে লোকের বিশ্বাস আছে যে, তাহার সহিত যে আহার বার্ত্বার করিবে, সেও পতিত হইবে। স্থতরাং ঐক্নপ হৃষ্ণশ্বাদ্বিত ব্যক্তি বা পরিবারকে সমাজে রহিত করা কর্ত্তব্যক্তপে গণনীয় হয়। যথন মূল অভিপ্রায় নিন্দনীয় ও নিপ্রােজনীয় হইতেছে না, তথন দলাদলিকে এককালে পরম দোষাকর ঘৃণ্য পদার্থ ভাবা কি উচিত ? ইহাতে স্চরাচর দ্বেষ হিংসা, কলহ, কুটিনর্তা স্ত্যই ঘটনা থাকে, কিছ পৃথিবীতে এমন কি আছে, যাহা নিরবচ্ছিন্ন গুণবিশিষ্ঠ, যাহা নিতাস্তই নিৰ্দোষ, যাহা নিতান্তই বিশুদ্ধ, যাহা অমিশ্ৰ উত্তম, যাহা সৰ্ববেতাভাবেই

मण्प् ? हेशांजा मामाजिक खेशा, य मकन ताबरेन जिक वावसी - मेराधांक রাজনীতিজ্ঞ মন্ত্রীবর্ম কর্তৃক বিধিবদ্ধ হইতৈছে, তল্পধ্যেও কি পদে পদে দোষ রাশি দৃষ্ট হয় না ? নিয়ম-পরিচালক ও নিয়ম-পালক, এই উভয় পক্ষ সাঘধান হইয়া না চলিলে সকল স্থব্যবস্থাই কুব্যবস্থা হইতে পারে। ফলতঃ যেখানে गमाक, त्मरे थात्नरे मज-एजन। त्यथात्न मज-एजन, त्मरेथात्नरे ननामिन। এবং यथारन ममाञ्च, त्मरेथारनरे मामाजिकछा-रुखा (मायी वाक्ति। यथारन এরূপ দোষী, সেইখানেই এরূপ দও হওরা স্বাভাবিক। সেই দণ্ডের নাম এক ঘরিয়া হউক, আর দেশ ভেদে যে নামেই অভিহিত হউক, কিন্তু বস্তুতঃ বিষয়টা এক। যে ইংলণ্ডের অত্নকরণ করিতে গিয়া ভায়ারা আপনাদের मकल मामां जिक विवस्त्रहे त्नाव नर्नन करतन अवः शूर्त अथा मकल अवराष्ट्रमाव-চ্ছেদে শীঘ্ৰ শীঘ্ৰ উঠাইয়া দিতে চান, সেই ইংল্ড দেশেও কি দলাদলি নাই ? रमथात्म वतः हेशतं ज्यानक প्रार्क्षजाव । ध (मर्टम माक्क देवकारव त्य नमाननि, নে তো মাধুর্য্য-ভাবময়; নে দেশে রোম্যান ক্যাণলিক ও প্রোটেষ্ট্যাণ্টে যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা পাঠ করিলে মানব প্রকৃতিকে দুণা করিতে ইচ্ছা করে! তৎপরে ইংলিসচর্চ ও প্রেস্বিটেরিয়ানের দলাদলি সামাম্ম লজ্জাকর নহে! রাজকীয় ছইগ ও টরি প্রভৃতির দলাদলিতে অদ্যাপি যেরূপ হিংসা, দ্বের, শঠতা, কপটতা, চাতুর্য্য, অবিচার, পক্ষপাত প্রভৃতি পাপাচরণ ইংলণ্ডের বড় ৰড় লোক করিয়া থাকেন, তাহার কাছে বদীয় দলাদলির দোষ সমূহ তো किहूर नम विलाल रम! उज्जा (मरे मन क्षर्य) व्यथा यनि कमजात क्लोमवातम মণ্ডিত ও সভ্যতার চাক্চিক্যে স্থরঞ্জিত না থাকিত, তবে তাহার নিন্দাবাদে পৃথিবী পরিপূর্ণ হইত, সলেহ নাই! অধিক কি, আমাদের মধ্যে যে শিক্ষিত युवकश्य এहे मनामनित प्रभाकाती; याहातर्भ सार्थात लाकरक क्रेश्वरत विश्वक উপাসনার পবিত্র পথ দেখাইতেছেন; ধাঁহারা ভাবিয়া ও বলিয়াও থাকেন, যে, তাঁহাদের বাক্য গুনিলে ও দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলে লোকে সভ্য ও ধার্মিক इहेद--- लात्क मत्रम इहेदव ७ मनामनित कूथणा जान कतिरव ; याँहाता স্ত্রী-পুরুষ সমাজে স্বাধীনতা ও ধর্মের ধ্বজা উড়াইয়া একদিনেই পোড়া বঙ্গকে সোণার বিলাত করিয়া তুলিতে উত্নাক্ত; তাঁহারা নিজেই দলাদলির কৌটিল্য इत्म मध इहेश मर्पा कि ज्लाजिन वा ना कतिर्मन ! छांशात्मत मरपारे यथन

সর্নিল্য, ধৈর্যা ও সন্ধিবেচনার এত অভাব এবং দেব হিংসার এত বাড়াবাড়ি, অশিক্ষিত অসভ্য বন্ধীয় সামাজিকগণ যে তাহা হইতে মুক্তপুক্ষ হইবে, এও কি আশা করা যাইতে পারে ?

তৃতীয় অধ্যায়।

সভ্যতা চ

হিন্দু সমাজকে সভ্যতম ইউরোপীয়েরা অর্দ্ধসভ্য বলিয়া থাকেন। উতর দেশের আধুনিক অবস্থার তুলনায় আমরাও তাহা স্বীকার করি। কিন্তু এক-কালে এই ভারতবর্ষ প্রায় সর্ববিষয়েই ভূমগুলের সর্বাপেকা সভ্যতম ছিল। कारनत कृषिन हरक रामिक इरेगा रेशत नर्साकीन छन्निवत अवस्ताध इरेन, উন্নতি দরে থাকুক, অবনতি ঘটিয়া উঠিল। এখনো যে ইহা অসভ্য নাম না পাইয়া অর্দ্ধনত্যের শ্রেণীতে অবস্থিত রহিয়াছে, ইহাই সৌভাগ্যের বিষয়। र्शन लोक्डिक विकान, बावशंतिक विकान, भिन्न विकान, वांगिका विकान, রাজনৈতিক ও অর্থ ব্যবহারিক শাস্তাদির আলোচনা ও তদমুদারে কার্য্য করা; তৎফলস্বরূপ শক্তি, স্বাস্থ্য, রাজ্য, ঐশ্বর্যাদি লাভ করা; মন্থ্যের চিন্তাশক্তি ও লেখনীকে স্বাধীন করিয়া দেওয়া: সামাত্র প্রজাকেও ক্ষমতাবান অত্যা-চারীর হস্তে রক্ষা করা; ইত্যাদি প্রতিষ্ঠাজনক ব্যাপার সমূহ ধরিয়া সভ্যতার मीमा कता यात्र, তবে ইউরোঙ্গার তুলনায় অক্ষদেশ অর্দ্ধ কেন, ষোড়শাংশের একাংশও সভা হইতে পারে না। কিন্তু এসমস্ত বিষয় সভাতার কেবল মাত্র উপকরণ নহে, ইহার মধ্যে অধিকাংশতো বাহ্ন-চিহ্ন। এ সব ব্যতীত আরো বছ বিষয় আছে। তক্মধ্যে ধর্মা ও সামাজিকতা প্রধান বিচার্য্য বিষয়। বতক্ষণ না মনুষ্টোর পারিবারিক ও সামাজিক আচার ব্যবহার ধর্মনীতি-সক্ষত ও উৎক্ষু বৃত্তির অহুমোদিত হয়, ততক্ষণ অফ্তাস্ত উন্নতি সকলই বুথা। ইউরোপে গ্রীষ্টান ধর্ম্বের প্রসাদে সেই প্রার্থনীয় উন্নতির পথও সম্পূর্ণরূপে মৃক্ত সাছে।

ষদিও তত্ত্রত্য অধিকাংশ সামাজিকগণ আশামত সে পথের পথিক নন, অল্লাংশ তো তাহাতে ষ্ণােচিত নিবিষ্ট ব্টে। এবং সমস্ত ইউরোপের যেমন প্রতাপ. তেমনি দয়া; এই জন্ত তাঁহারা এক্ষণে সভ্যতম শ্রেণী হইতে পারিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় হিন্দুগণ পরাধীনতা ভূগিয়া ভূগিয়া শিল্প-বিজ্ঞান-জনিত প্রায় সমুদর বাহ উন্নতিতে বঞ্চিত হইয়াছেন, তথাপি তাঁহারা তাঁহাদের আভ্য-खितक शृक्तं श्रुभावनीत अधिकाः भटक अवनश्वन कित्रमा आष्ट्रन । अपनटक वटनन, হিন্দু জাতি ছই দহস্র বৎদর পুর্বেষ যাহা ছিল, এখনো তাহাই আছে। যদিও এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে, যদিও কুদ্র বৃহৎ অনেক বিষয়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কিন্ত সমাজের মূলপ্রকৃতি অন্যাপি অটুট্ রহিয়াছে। হিন্দুসমাজের মূলপ্রকৃতি ধর্মমূলক। সেই ধর্মাত্মক ধাতুটী সমাজে অদ্যাপি আছে। তাহা আছে বলিয়াই এখনো অর্দ্ধনভ্য নাম পাওয়া যাইতেছে। তাহার পরিবর্ত্তে ইহা যদি বাহুসভ্যতামূলক হইত, তবে ছুৰ্দান্ত ঘবন আক্রমণে কোন্কালে সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া যোর অসভ্যক্রপে পৃথিবীর ঘূণিত পদার্থ হইয়া পড়িত ! কিরূপে কাহার দ্বারা কি কারণে আমাদের শাস্ত্রগুলি রক্ষিত হইয়াছে এবং সেই শান্ত্রান্থলারে আচার ব্যবহার চলিতেছে, তাহা আমরা পূর্বের নির্দেশ করিয়াছি। যদি শাস্ত্র ও শাস্ত্রামুযায়ী ব্যবহার না থাকিত, তবে ভাবিয়া দেখুন, আমাদের দশা আর গারোজাতির দশায় কোনো ভিন্ন ভাব লক্ষিত হইত কিনা ? ক্লম ধর্মাবৃদ্ধি, শান্ত্রীয় জ্ঞান ও আচার ব্যবহার রক্ষা হইয়া আসিতেছে, তাহাও নহে। সেই সঙ্গে শিল্পকর্ম্মেরও ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্ট হইতেছে। হিন্দুভাস্করের কীর্ত্তি দেখিয়া আজো ইউরোপীয়েরাও বিস্মা-পর হয়। আজো আমাদের কাশীরের শাল, জয়পুর ও কাশী অবোধ্যাদির পাষাণ-কারু; ঢাকার বস্ত্র ও ধাতুকর্ম; কটকৈর স্থল যন্ত্রনির্ম্মিত স্থলবৌপ্য কাজ ইত্যাদি নিপুণতা বর্ত্তমান রহিয়াছে। আজো জ্যোতিবশাস্ত্রের ভগ্নচিহ-শ্বরূপ আশ্চর্য্য জ্যোতিশ্চক্র, আশ্চর্য্য গ্রহণ-গণনা, আশ্চর্য্য চাল্র দৌর দিনকণ তিথি নক্ষত্রের নির্দেশ প্রভৃতি কতক প্রকাশমান, কতক বা কীট-চর্মিত, মমুব্যের করস্পর্শ-বর্জ্জিত তুলট ও ভূর্জ্জপত্রের পুথিমধ্যে অপ্রকাশমান আছে। चाटका- भातीत-विमान অङ्ड चारिक्कमात स्वश्माराभय गरेता कविताक्रभग এমন সকল উৎকট পীডার উপশ্ম করিতেছেন, বে সকল বাাধি সভ্যতম

জাতির চিকিৎসা-শাল্ত বারা জারোগ্য হওরা ছত্ত্বহ । জাজো হিন্দু-বিজ্ঞানের বিচিত্র পতাকার এক্টু ছেঁড়া ন্যাকড়া স্বরূপ এই জ্ঞানটুকু আছে, যে, বৈহ্যাতিক পদার্থের সহিত পার্থিব ধাতু পদার্থের আকর্ষণ-সম্বন্ধ জানিতে পারিয়া মেঘ ডাকিলেই স্ত্রীলোকেরা ঘটা বাটা ঘরের মধ্যে লইয়া যায়।

এই সব আলোচনা করিয়া কোন্ হিন্দুর মন মহা বিমর্থ না হয় ? কাহার হৃদয় এরপ খোর সন্তাপে দয় হইতে না থাকে ঘে, "হায়! এত উর্জ হইতে আমাদের এত নিয়ে পতন হইয়াছে ? হায়, সেই বীয়্যবান্, প্রীমান্, প্রজ্ঞাবান্, কীর্তিমান্, অস্থপম দার্শনিক ও সর্ব্বাপ্রগণ্য সভ্য জাতির বংশধর কি আমরা ? হায়, এমন কুলে জয়য়য়াআমাদের ভ্রত্তবীয়্য নাই—সে সব গুণের কিছুই নাই।"

আমাদিগের জ্ঞান অতি সংস্কীর্ণ, কিন্তু অভিমান বিস্তীর্ণ, শিক্ষার পল্লবগ্রাহী মাত্র, কিন্তু উপদেশের ছটার দেশ সম্ভত। কীর্ত্তির মধ্যে পরের অত্বকরণ ও দাস্তব্তি। আমাদের যত কিছু যুক্তি ও দর্শনক্ষমতা "ধুতি পরি, কি পেণ্টলুন পরি" এই রূপ বিষয়াবলীর মহা তর্কেই এখন পর্যাবসিত হইতেছে। হার ! ইহার অপেক্ষা অধ্য অবস্থা আয়ার কি হইতে পারে ?

চতুর্থ অধ্যায়।

় শৈষ্টাচার।

এইটা বৃড় মনস্তাপ, আমাদের নব্যতন্ত্র স্থানিকত হইরা কোথার সমাজের মুখোজ্ঞল করিবেন, না, কথার কথার তাহার মুখ পোড়াইতে বসিরাছেন! যদি কোনো বিষয়ের অভাব থাকে তাঁহারা তাহার পরিপূরণ করুন, আমরা তাহাতে সম্ভষ্ট হইব। যদি কোনো দোষ দৃষ্ট হর্ম, তাঁহারা তাহার সংশোধন করুন, আমরা তাহাতে আনন্দিত হুইব। রদি কোনো অত্যাচার থাকে, (যেমন স্তীদাহ, স্স্তান ভাগান এবং কল্লা হত্যা পুর্বেছিল; এবং কোনো কোনো

স্থলে শেষেরটি এখনো আছে) তাঁহারা তাহা নিবারণ করুন, আমরা ক্তজ্ঞ হইব। কিন্ধু সে দব করিবার সময় আঞ্চে আদ্যন্ত সমুদ্র অবস্থা ও তাহার বৈধাবৈধতা যথাবিহিতরূপে বিচারাস্তে করিতে হইকে। বিশেষতঃ নক্পথার প্রবর্তন বড় কঠিন কান্ধ, হয় তো ইপ্ত আশে আনিপ্ত ঘটিতে পারে, এই ভর্মী মনে রাখিয়া, অগ্র পশ্চাৎ দেখিয়া সতর্ক হইয়া তাহা করা উচিত। নতুবা সহসা অভাব বোধ, সহসা দোষ দর্শন, সহসা অত্যাচারের অভিযোগ করিয়া উদ্যন্ত হওয়া বিধেয় নয়।

এই অধ্যায়ে আমাদের এ কথা বলিবার বিশেষ হেতু আছে। সমস্ত সভা বা অর্দ্ধসভা সমাজেই তন্ত্রতা, লৌকিকতা ও শিষ্টাচারের বিভিন্ন বিভিন্ন প্রথা প্রচলিত আছে। কোনো জাতীয় লোকেই স্বজাতীয় শিষ্টাচার ত্যাগ করিয়া পরকীয় রীতি অবলম্বন করে না। কেনই বা কবিবে ? কোনো ভদ্রলোক কি আপনার থাকিতে পরের দ্রব্যে ম্পুহা করিয়া থাকে ? কি গভীর আক্রেপের বিষয়, আমাদের নবশিক্ষিত নব্য সম্প্রদায় তাছাও করিতেছেন! শিষ্টাচার ও সৌজন্ম প্রদর্শন পদার্থটি হিন্দু সমাজের ভাগুারে এত অশেষবিধ এবং এত অপর্ব্যাপ্ত, যে, মত প্রকারের যত চাহিবে তত্ত প্রাপ্ত হইবে। পাশ্চাত্য ইউরোপীয় গ্রন্থকারেরা যথন কোনো বেশী সৌজস্তু, বেশী শিষ্টাচার ও বেশী বিনয়ের কথা উল্লেখ করেন, তখনই এই বলিয়া উপমা দিয়া থাকেন, "এ যেন পূর্বাঞ্চলের সৌজন্ত !" (Eastern civility) অথবা, "এ যেন পূর্বাঞ্চ-লের আড়ম্বর !" (Eastern formality) ইউরোপীয় কোনো পত্তে, কোনো দর-খান্তে কোনো কাগজাদিতে পাঠাপাঠ মোটে নাই। আমাদের দেশের পত্রা-দিতে কাজের কথা যদি একটি থাকে, পাঠের শব্দ দশটী পাইবে। অভ্যর্থনা, चांगठ मञ्जायन, नमस्रात, व्यनाम, व्यानिकन, श्रीद्वार्य, व्याननामि व्याना, एका ভোজ্যের বিধান, এ সব পূর্বকালে যাহা ছিল এবং অতঃপর এখনো যাহা আছে, তেমন কি আর কুত্রাপি দুষ্ট হয় ? কাহাকে কিরূপে, কি অঙ্গভন্থীতে, कि विनिधा निष्ठ, अनिष्ठ, आमीर्साम कतिए इत-काहारक नमस्रोत वरल, কাহাকে প্রণাম বলে, কাহাকে সম্ভাবণ বলে, কাহার প্রতি কিরুপ শিষ্টাচাক বিধের, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, জ্ঞাতি, কুটুৰ, পথিক, ভিক্ক্ক, ব্রাহ্মণ, শূল, তপন্বী, গহী, রাজা, প্রজা, কণিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ, ইত্যাদি শত শত সম্পর্কীর ব্যক্তির

প্রতি পরস্পরে কি কর্ত্তবা, এত কণা হিন্দুশান্ত্র ভিন্ন আর কোনো দেশের ব্যবস্থা শান্ত্রে কি ব্যবস্থাপিত আছে? তদাভাষ দিবার জন্ম এস্থলে অস্ততঃ কতিপর মন্থবচন উদ্ভ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

অভিবাদাৎ পরং বিপ্রো জ্যায়াং সম্ভিদায়ন্।
আসে নামাহ্মস্মীতি স্বয়ং নাম পরিকীর্ত্তয়েৎ॥ ২য়অ,১২২।

ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় যথন বৃদ্ধকে অভিবাদন করিবে, তথন "আমি অমুককে অভিবাদন করিতেছি" বলিয়া আপন নাম উচ্চারণ করিবে।

নামধেয়স্য যে কেচিদভিবাদং ন জানতে। তান্ প্রতিজ্ঞোহহমিতি ক্রয়াৎ স্ত্রিয়ঃ সর্বাস্তিথৈবচ॥ ঐ, ১২৩।

বাঁহাকে অভিবাদন করিবে, তিনি যদি সংস্কৃত না জানেন, তাহা হইলে অভিবাদ্যকে অভিবাদনানস্তর "আমি অভিবাদন করি" এই মাত্র বলিবে এবং স্ত্রীলোকদিগকেও এইরূপ অভিবাদন করিবে।

আয়ুত্মান্ ভব সোম্যেতি বাচ্যে। বিপ্রোহভিবাদনে। অকারশ্চাস্ত নাম্মোহন্তে বাচ্যঃ পূর্ব্বক্ষর প্লুতঃ॥ ঐ,১২৫।

অভিবাদনানন্তর অভিবাদ্য ব্যক্তি অভিবাদক ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ অভিবাদককে, "হে প্রিয়বর্শন শুভশর্মা তুমি দীর্ঘজীবী হও" ইহা বলিবে; ক্ষত্রির অভিবাদককে "আয়ুষ্মান্ ভব সৌম্য বল বর্মন্" এবং বৈশ্ব অভিবাদককে "আয়ুষ্মান্ ভব সৌম্য বস্থভূতে" এই কথা বলিবে। কিন্তু ব্রাহ্মণ অভিবাদকের নানের অন্তে অথবা অস্তাবর্ণের পূর্বেষে অকারাদি স্বর তাহা প্রতে অর্থাৎ ত্রিমাত্রে উচ্চারিত হইবে; ক্ষত্রিম ও বৈশ্বের নামের অস্ত্য স্বর অথবা অস্তাস্বরের পূর্বস্বর বিকয়ে প্রত হইবে। শুজের এবং স্থীলোকের নামে প্রত উচ্চারণ নাই।

পরপত্নী তু যা স্ত্রী দ্যাদসম্বদ্ধা চযোনিতঃ।
তাং ক্রয়ান্তবতীত্যেবং স্কৃতণে ভগিনীতিট॥ ২য়, ১২৯।
পরস্বী ও যে নারী পিতৃবংশীম নহেন, তাঁহাদিগকে ভবতি বা স্কুভগে অর্থাৎ

ভগিনি বলিয়া সংখাধন করিবে। ভগিনী প্রভৃতিকে ও পরের অন্ঢা ক্লাকে আয়ু যুতি ইত্যাদি পদে সংখাধন করিবে।

মাতৃষদা মাতুলানী শ্বশ্ররথ পিতৃষদা।

সংপূজ্যা গুরুপত্নীবৎ সমাপ্তা গুরুভার্য্যা। ঐ। ১০১।
মাতৃ-ভগিনী, পিতৃ-ভগিনী, মাতৃন-পত্নী ও শব্দ ই হারা মাতার কার পূজনীয়া, বেহেতু ই হারা গুরুপত্নীর সমান অর্থাৎ মাতার সমান, অতএব ই হারা
আগত হইলে পাদগ্রহণ পূর্মক অভিবাদন করিবে।

এরপ কত বিধান আছে, তাহা অন্থভবেই বুঝিয়া লইবেন। অধুনা এত সক্ষ শিষ্টাচার রহিত হইরাছে, তথাপি অভিবাদন, আলিঙ্গন, আশীর্পচন, প্রিয় সম্ভাষণের কত প্রকার স্থপদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহা কে না জানেন ? আপনাদের এতথাকিতে—কোনো অভাব না থাকিতেও, তবু আমাদের কেমন ক্ষুব-রত্তি অথবা পরের পদ-লেহন প্রবৃত্তির অভ্যাস হইয়াছে, যে, এ সব ভদ্রতা অস্লান বদনে ত্যাগ করিয়া নিতাস্ত নির্লক্ষ্করপে ইচ্ছাপূর্কক পরকীয় শিষ্টাচার ও দেশাচারের দাস হইয়া উঠিতেছি! যে ব্যক্তি ইংরাজী স্পর্শমাত্র করিয়াছে, সে ব্যক্তিও আলাপী দেখিবা মাত্র মহা ব্যগ্রভাবে সাহেবী ধরণের মুথথানা বক্র করিয়া—

"शाला! श-पू-पू?"

বিলয়া হাত থানি বাড়াইয়া দেক্হাাও করিয়া বদে! কিন্ত ইটী ভাবে না, বে, শাহেবদের খেতাননের ভলিটী ক্ষণ বদনে নিতান্ত বিকৃতি দেখায় ? আর যে সোরে সাহেবরা দেক্হাাও করে, কালো হাতে সে জোর নাই—সে জোর দিতে গেলেও হাত ভালিয়া যায়! আমি স্বয়ং এক দিন এক বলবান্ বাবুর সেক্হাাওের পালায় পড়িয়া বাড়ী গিয়া চূণ-হলুদ্ দিতে বাধ্য হইয়াছিলাম!

ভাল, অনর্থক এ ধার করা কেন? ইহার আর তো কোনো তাৎপর্য্য দেখি না, কেবল জানানো আর স্পর্দ্ধা করা, বে, আমি ইংরাজী খুব জানি; হের বাঙ্গালার চেয়ে আমি বড় বিদ্যা শিথেছি; আমি সাহেবদের সঙ্গে সহবাস করিয়া খুব সভ্য হইয়ছি; মমস্কার, প্রশাম ট্রণাম সেকেলে ঘূণিত আচার—নিতাস্ত অসভ্যের কার্য্য—ছি!

দামাজিকতাৰ মধ্যে লিপি-দোকব্যার্থ দলাদলিকেও ধরা গিয়াছে। সকল বিচার্য্য বিষয়ের ভাষ এ বিষয়েও পক্ষ প্রতিপক্ষ আছে। এ কথা শুনিয়া আমাদের স্থশিক্ষিত উন্নতিশীল ভ্রাতারা হয়তো বলিবেন "কি আশ্চর্যা! এ দেশে ইংরাজি চর্চার বাছল্য হওনাবণি যে বিষয় শিক্ষিত সমাজে নিতান্ত ঘূণিত ও সর্ববিধা পরিত্যজ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে; যে দলাদলিতে নিরবচ্ছিল দোষ ভিন্ন কোনো গুণই নাই; যদ্বারা প্রতিবাদীদের मत्या त्रोक्ता-छन्न, त्वस, हिश्मा, প্রতিহিংলা, বিবাদ, মনাস্তর, খলতা, নিষ্ঠুরতা, ধর্ম-বিরাগ ইত্যাদি সর্বপ্রকার অমাত্র্যিক ও পেশাচিক কাণ্ড ঘটিয়া থাকে, তাহার আবার বিপক্ষ বৈ পক্ষ কেছ আছে ?" কেছ বা বলিবেন "সহস্র শক্রতা থাকুক, কাহারো বাটীতে নিমন্ত্রণ হইলে আহার করিতে না যাওয়। নিতান্ত কুটিলতা ও নীচতার কর্ম।" ইহা সকলই সভ্য, কিন্তু কেবল যদি আহা-রের বিষয় লইয়া দলাদলি হইত, দল বাঁধিবার অন্ত গুরুতর কোনো হেতু না থাকিত, তবে ঐ কথাগুলি সকলই যুক্তিমূলক বলিয়া স্বীকার করিতাম। কিন্ত দ্বাদ্বির আরো নিগৃত কারণ আছে; -- দ্বাদ্বির প্রধান অঙ্গ, কোনো দোষী ব্যক্তিকে এক-ঘরিয়া বা শাসন করা। সমাজ মধ্যে যেসকল পাপ অত্যন্ত গুরুতর ও ঘূণাজনক এবং হিন্দু রাজত্বের অবসানাবণি রাজদারে যে সব অপরাধের বিচার ও দণ্ড হইতে পারে না, সেই সেই দোষের প্রতিফল দেওয়া এবং আর কেহ এমন কর্ম না করে, তদভিপ্রায়ে তদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য । হিন্দু-আচার বিচার আহার ব্যবহার দকলই ধর্ম্ম-মূলক-সকলই ইহ পরকালের শুভাশুভ প্রতায়-মূলক। কোনো কোনো বিশেষ অহিতাচার করিয়া কোনো ব্যক্তি পতিত হইলে লোকের বিশ্বাস আছে যে, তাহার সহিত যে আহার বাবহার করিবে, সেও পতিত হইবে। স্কুতরাং ঐরপ ত্রন্ধান্তিত ব্যক্তি বা পরিবারকে সমাজে রহিত করা কর্ত্তব্যরূপে গণনীয় হয়। यथन मृत অভিপ্রায় নিন্দনীয় ও নিপ্রায়োজনীয় হইতেছে না, उथन मनामनिएक अकर्नारन भन्नम रमायांकत घुगा भनार्थ जाता कि छैठिछ ? ইহাতে সচুরাচর দেষ হিংসা, কলহ, কুটিগতা সতাই ঘটিরা থাকে, কিন্তু পৃথিবীতে এমন কি আছে, যাহা নিরবচ্ছিন্ন গুণবিশিষ্ট, যাহা নিতাম্ভই निर्द्भाव, बाहा निर्ভाख है विश्वक, बाहा अभिन उछम, बाहा मर्बर जानार वह

সম্পূর্ণ ? ইহাতো সামাজিক প্রথা, যে স্কল রাজনৈতিক ব্যবস্থা মহাপ্রাজ্ঞ ब्राक्ननी जिक्क मही वर्ग कर्ड़क विधिवक स्टेरजर्र्ड, जन्मरशु कि शरम शरम रामध রাশি দৃষ্ট হয় না ? নিয়ম-পরিচালক ও নিয়ম-পালক, এই উভয় পক্ষ সাবধান इहेबा ना हिलाल मकल स्वरावश्राहे क्वावश्रा शहेरा भारत । कला रायशास्त्र ममाञ्च, तमहे थात्नहे मज-(जन। तथात्न मज-(जन, त्महेथात्नहे ननामिन। এবং যেখানে সমাজ, সেইখানেই সামাজিকতা-হস্তা দোষী ব্যক্তি। যেখানে এরপ দোষী, সেইখানেই এরপ দও হওয়া স্বাভাবিক। সেই দণ্ডের নাম এক ঘরিয়া হউক, আর দেশ ভেদে যে নামেই অভিহিত হউক, কিন্তু বস্তুতঃ বিষয়টা এক। যে ইংলণ্ডের অমুকরণ করিতে গিয়া ভায়ারা আপনাদের मकल मामाजिक विषयां रिलाय पूर्वन करतन এवः शूर्व अथा मकल अवराक्तांव-চ্ছেদে শীঘ্ৰ শীঘ্ৰ উঠাইয়া দিতে চান, সেই ইংলণ্ড দেশেও কি দলাদলি নাই ? त्मथात्न वृतः हेहात ज्यानक श्राञ्चाव । u तित्म भाक विकाद त्य मनामनि, দে তো মাধুৰ্য্য-ভাবময়; দে দেশে রোম্যান ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্ট্যাণ্টে যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা পাঠ করিলে মানব প্রকৃতিকে ঘূণা করিতে ইচ্ছা করে। তৎপরে ইংলিস্চর্চ্চ ও প্রেস্বিটেরিয়ানের দলাদলি সামান্ত লজ্জাকর নহে! রাজকীয় হুইগ ও টরি প্রভৃতির দলাদলিতে অদ্যাপি যেরূপ হিংসা, দ্বেৰ, শঠতা, কপটতা, চাতুৰ্য্য, অবিচার, পক্ষপাত প্রভৃতি পাপাচরণ ইংলণ্ডের বড় বড় লোক করিয়া থাকেন, তাহার কাছে বন্ধীয় দলাদলির দোষ সমূহ তো কিছুই নয় বলিলেই হয়! তত্ৰত্য দেই সৰ কদৰ্য্য প্ৰথা যদি ক্ষমতার ক্ষৌমবাদে মণ্ডিত ও সভ্যতার চাক্চিক্যে স্থরঞ্জিত না থাকিত, তবে তাহার নিন্দাবাদে পৃথিবী পরিপূর্ণ হইত, সন্দেহ নাই! অধিক কি, আমাদের মধ্যে যে শিকিত युवकराग এই मनामनित घुगाकाती; यांशाता प्राप्त लाकरक स्थादतत विश्वक উপাসনার পবিত্র পথ দেখাইতেছেন; বাঁহারা ভাবিয়া ও বলিয়াও থাকেন, যে, তাঁহাদের বাক্য শুনিলে ও দৃষ্টাস্ত গ্রহণ করিলে লোকে সভ্য ও ধার্ম্মিক इहेर्य-(लांटक मतल इहेर्ट ও मनामनित कुञ्चेथा छात्र कतिरव ; याँशाता ন্ত্ৰী-পুৰুষ সমাজে স্বাধীনতা ও ধর্ম্মের ধ্বজা উড়াইয়া একদিনেই পোড়া বঙ্গকে সোণার বিলাত করিয়া তুলিতে উত্নক্ত; তাঁহারা নিজেই দলাদলির কৌটিল্য हुत्न मध हरेन्ना मर्था कि ज्लाजिल वा ना कतिरलन ! छांशात्मत मर्था हे यथन

সারল্য, ধৈর্য্য ও সদ্বিকেচনার এত অভাব এবং দ্বের হিংসার এত বাড়াবাড়ি, অশিক্ষিত অসভ্য বঙ্গীর সামাজিকগণ বে তাহা হইতে মুক্তপুরুষ হইবে, এও কি আশা করা যাইতে পারে ?

তৃতীয় অধ্যায়।

সভাতা

হিন্দু সমাজকে সভাতম ইউরোপীয়ের। অদ্ধ্যভা বলিয়া থাকেন। উভয় দেশের আধুনিক অবস্থার তুলনায় আমরাও তাহা স্বীকার করি। কিন্তু এক-কালে এই ভারতবর্ষ প্রায় সর্ববিষয়েই ভূমগুলের সর্বাপেকা সভ্যতম ছিল। कारनत कृषिन চटक পেষিত হইয়া ইহার সর্বাঙ্গীন উন্নতির অবরোধ হইল. উন্নতি দুরে থাকুক, অবনতি ঘটিয়া উঠিল। এখনোবে ইহা অসভা নাম না পাইয়া অর্দ্ধদভ্যের শ্রেণীতে অবস্থিত রহিয়াছে, ইহাই সৌভাগ্যের বিষয়। যদি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ব্যবহারিক বিজ্ঞান, শিল্প বিজ্ঞান, বাণিজ্ঞা বিজ্ঞান, রাজনৈতিক ও অর্থ-ব্যবহারিক শাস্ত্রাদির আলোচনা ও তদমুসারে কার্য্য করা; তৎফলম্বরূপ শক্তি, স্বাস্থ্য, রাজ্য, ঐশ্বর্য্যাদি লাভ করা; মনুষ্যের চিন্তাশক্তি ও লেখনীকে স্বাধীন করিয়া দেওয়া; সামাক্ত প্রজাকেও ক্ষমতাবান অত্যা-চারীর হত্তে রক্ষা করা; ইত্যাদ্বি শ্রতিষ্ঠাজনক ব্যাপার সমূহ ধরিয়া সভ্যতার সীমা করা যায়, তবে ইউরোপের তুলনায় অন্ধদেশ অর্দ্ধ কেন, ষোড়শাংশের একাংশও সভা হইতে পারে না। কিন্তু এসমস্ত বিষয় সভাতার কেবল মাত্র উপকরণ নহে, ইহার মধ্যে অধিকাংশতো বাহ্য-চিহ্ন। এ সব ব্যতীত আরো বহু বিষয় আছে। তন্মধ্যে ধর্মা ও সামাজিকতা প্রধান বিচার্য্য বিষয়। যতক্ষণ না মনুষ্ট্রের পারিবারিক ও সামাজিক আচার ব্যবহার ধর্মনীতি-সঙ্গত ও উৎকৃষ্ট বৃত্তির অসুমোদিত হয়, ততক্ষণ অস্তান্ত উন্নতি সকলই বৃথা। ইউরোপে এটান ধর্মের প্রসাদে সেই প্রার্থনীয় উন্নতির পথও সম্পূর্ণরূপে মৃক আছে।

ষ্দিও তত্ত্ত্য অধিকাংশ সামাজিকগণ আশামত সে পথের পথিক নন, অল্লাংশ তো তাছাতে যথোচিত নিবিষ্ট বটে। এবং সমস্ত ইউরোপের যেমন প্রতাপ, তেমনি দয়া; এই জন্ম তাঁহারা এক্ষণে সভ্যতম শ্রেণী হইতে পারিয়াছেন। ভারতব্যীয় হিন্দুগণ পরাধীনতা ভূগিয়া ভূগিয়া শিল্প-বিজ্ঞান-জনিত প্রায় সমুদ্য বাছ উন্নতিতে বঞ্চিত হইয়াছেন, তথাপি তাঁহারা তাঁহাদের আভা-স্তরিক পূর্ব্বগুণাবলীর অধিকাংশকে অবলম্বন করিয়া আছেন। অনেকে বলেন, হিন্দু জাতি হুই সহস্র বৎসর পূর্বে যাহা ছিল, এখনো তাহাই আছে। যদিও এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে, যদিও কুদ্র বৃহৎ অনেক বিষয়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কিন্তু সমাজের মূলপ্রকৃতি অদ্যাপি অটুট্ রহিয়াছে। হিন্দুসমাজের মূলপ্রকৃতি ধর্মমূলক। সেই ধর্মাঝুক ধাতুটী সমাজে অদ্যাপি আছে। তাহা আছে বলিয়াই এখনো অর্দ্ধসভ্য নাম পাওয়া যাইতেছে। তাহার পরিবর্তে ইহা যদি বাছসভ্যতামূলক হইত, তবে হুদান্ত ধবন আক্রমণে কোন্কালে সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া ঘোর অসভ্যরূপে পৃথিবীর ঘূণিত পদার্থ হইয়া পড়িত। কিরূপে কাহার দারা কি কারণে আমাদের শাস্তগুলি রক্ষিত হইয়াছে এবং সেই শাস্ত্রাত্মসারে আচার ব্যবহার চলিতেছে, তাহা আমরা পূর্বেনির্দেশ করিয়াছি। যদি শাস্ত্র ও শাস্তাত্র্যায়ী ব্যবহার না থাকিত, তবে ভাবিয়া দেখুন, আমাদের দশা আর গারোজাতির দশায় কোনো ভিন্ন ভাব লক্ষিত হইত কিনা? স্থন্ধ ধর্মবৃদ্ধি, শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও আচার ব্যবহার রক্ষা হইয়া আসিতেছে, তাহাও নহে। সেই সঙ্গে শিল্পকর্ম্মেরও ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্ট হইতেছে। হিন্দুভাস্করের কীর্ত্তি দেখিয়া আজো ইউরোপীয়েরাও বিস্ময়া-পন্ন হয়। আজো আমাদের কাশীরের শাল, জয়পুর ও কাশী অযোধ্যাদির পাষাণ-কারু; ঢাকার বস্ত্র ও ধাতুকর্ম; কটকের স্থূল যন্ত্রনির্মিত স্ক্ররোপ্য কাজ ইত্যাদি নিপুণতা বর্ত্তমান রহিয়াছে! আজো জ্যোতিষণাস্ত্রের ভগচিহ্ন-স্বরূপ আশ্চর্য্য জ্যোতিশ্চক্র, আশ্চর্য্য গ্রহণ-গণনা, আশ্চর্য্য চাক্র দৌর দিনক্ষণ তিথি নক্ষত্রের নির্দেশ প্রভৃতি কতক প্রকাশমান, কতক বা কীট-চর্বিত, মনুষ্যের ক্রম্পর্শ-বর্জ্জিত তুলট ও ভূর্জ্জপত্রের পুথিমধ্যে অপ্রকাশমান আছে। আজা শারীর-বিদ্যার অভুত আবিক্রয়ার ধ্বংসাবশেষ লইয়া কবিরাজগণ এমন সকল উৎকট পীড়ার উপশম করিতেছেন, যে সকল বাাধি সভ্যতম

জ্ঞাতির চিকিৎসা-শাল্প হারা আবোগ্য হওয়া তুরহ! আজো হিন্দু-বিজ্ঞানের বিচিত্র পতাকার এক্টু ছেঁড়া ন্যাকড়া স্বরূপ এই জ্ঞানটুকু আছে, যে, বৈছ্য-তিক পদার্থের সহিত পার্থিব ধাতু পদার্থের আকর্ষণ-সম্বন্ধ জানিতে পারিয়া মেঘ ডাকিলেই স্ত্রীলোকেরা ঘটা বাটা ঘরের মধ্যে লইয়া যায়।

এই সব আলোচনা করিয়া কোন্ হিন্দুব মন মহা বিমর্থ না হয় ? কাহার হলর এরপ ধোর সন্তাপে দগ্ধ হইতে না থাকে যে, "হায়! এত উর্দ্ধ হইতে আমাদের এত নিমে পতন হইয়াছে ? হায়, সেই বীর্য্যান্, প্রীমান্, প্রজ্ঞাবান্, কীর্ত্তিমান্, অনুপম দার্শনিক ও সর্বাগ্রগণ্য সভ্য জাতির বংশধর কি আমরা ? হায়, এমন কুলে জন্মিয়া আমাদের ভ্জবীর্য্য নাই—সে সব গুণেব কিছুই নাই।"

আমাদিগের জ্ঞান অতি সংশ্লীণ, কিন্তু অভিমান বিস্তীণ, শিক্ষায় পদ্ধবগ্রাহী মাত্র, কিন্তু উপদেশের ছটায় দেশ সম্ভ্রন্ত। কীর্ত্তির মধ্যে পরের অফুকরণ ও দাস্ত্রন্তি। আমাদের যত কিছু যুক্তি ও দর্শনক্ষমতা 'ধুতি পরি, কি পেণ্টলুন পরি" এই রূপ বিষয়াবলীর মহা তর্কেই এখন পর্যাবদিত হইতেছে। হায়! ইহার অপেক্ষা অধম অবস্থা আর কি হইতে পারে?

চতুর্থ অধ্যায়।

• ু-শৈফীচার।

এইটা বড় মনস্তাপ, আমাদের নব্যতন্ত্র স্থানিক্ষত হইয়া কোথার সমাজের মুথোজ্ঞল করিবেন, না, কথার কথার তাহার মুথ পোড়াইতে বসিরাছেন! যদি কোনো বিষয়ের অভাব থাকে তাঁহারা তাহার পরিপূরণ করুন, আমরা তাহাতে সম্ভ্রষ্ট হইব। যদি কোনো দোষ দৃষ্ট হয়, তাঁহারা তাহাব সংশোধন করুন, আমরা তাহাতে আনন্দিত হইব। যদি কোনো অত্যাচার থাকে, (ফেমন সতীদাহ, সস্তান ভাগান এবং কতা হত্যা পুর্ব্বে ছিল; এবং কোনো কোনো

স্থলে শেষেরটি এখনো আছে) তাঁহারা তাহা নিবারণ করুন, আমরা ক্রতজ্ঞ হইব। কিন্তু দে দব করিবার সময় অত্যে আদ্যন্ত সমৃদ্য অবস্থা ও তাহার বৈধাবৈধতা মধাবিহিতক্সপে বিচারান্তে করিতে হইবে। বিশেষতঃ নবপ্রথার প্রবর্ত্তন বড় কঠিন কান্ত, হয় তো ইট আশে অনিট ঘটিতে পারে, এই ভরটী মনে রাথিয়া, অগ্র পশ্চাৎ দেখিয়া সতর্ক হইয়া তাহা করা উচিত। নতুবা সহসা অভাব বোধ, সহসা দোষ দর্শন, সহসা অত্যাচারের অভিযোগ করিয়া উন্নত্ত হওয়া বিধেয় নয়।

এই অধ্যায়ে আমাদের এ কথা বলিবার বিশেষ হেতু আছে। সমস্ত সভ্য বা অর্দ্ধসভ্য সমাজেই ভদ্রতা, লৌকিকতা ও শিষ্টাচারের বিভিন্ন বিভিন্ন প্রথা প্রচলিত আছে। কোনো জাতীয় লোকেই স্কলাতীয় শিষ্টাচার ত্যাগ করিয়া পরকীয় রীতি অবলম্বন করে না। কেনই বা করিবে ? কোনো ভদ্রলোক কি আপনার থাকিতে পরের দ্রব্যে স্পৃহা করিয়া থাকে ? কি গভীর আক্রেপের বিষয়, আমাদের নবশিক্ষিত নব্য সম্প্রদায় তাহাও করিতেছেন! শিষ্টাচার ও সৌজন্ম প্রদর্শন পদার্থটি হিন্দু সমাজের ভাণ্ডারে এত অশেষবিধ এবং এত অপর্য্যাপ্ত, যে, যত প্রকারের যত চাহিবে ততই প্রাপ্ত হইবে। পাশ্চাত্য ইউরোপীয় গ্রন্থকারেরা যথন কোনো বেশী দৌজ্জ, বেশী শিষ্টাচার ও বেশী বিনয়ের কথা উল্লেখ করেন, তখনই এই বলিয়া উপমা দিয়া থাকেন, "এ যেন প্রবাঞ্চলের সৌজন্ত !" (Eastern civility) অথবা, "এ যেন প্রবাঞ্চ-লের আডম্বর।" (Eastern formality) ইউরোপীয় কোনো পত্তে, কোনো দর-খান্তে কোনো কাগজাদিতে পাঠাপাঠ মোটে নাই। আমাদের দেশের পত্রা-দিতে কাজের কথা যদি একটি থাকে, পাঠের শব্দ দশটী পাইবে। অভার্থনা. স্বাগত সম্ভাষণ, নমস্কার, প্রণাম, স্বালিক্সন, পান্যহর্ব, আসনাদি প্রদান, ভক্ষ্য ভোজ্যের বিধান, এ সব পূর্ব্বকালে যাচা ছিল এবং অতঃপর এখনো যাহা আছে, তেমন কি আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় ? কাহাকে কিরুপে, কি অঙ্গভঙ্গীতে, কি বলিয়া নতি, প্রণতি, আশীর্বাদ করিতে হর-কাহাকে নমস্কার বলে. কাহাকে প্রণাম বলে, কাহাকে সম্ভাবণ বলে, কাহার প্রতি কিরূপ শিষ্টাচার বিধের, পিতা, মাতা, ভাতা, জ্ঞাতি, কুটুম, পথিক, ভিক্ষুক, ব্রাহ্মণ, শুদ্র, তপৰী, গহী, রাজা, প্রজা, কণিষ্ঠ, জােষ্ঠ ইত্যাদি শত শত সম্পর্কীয় ব্যক্তির প্রতি পরস্পরে কি কর্ত্তবা, এত কথা হিন্দুশাস্ত্র ভিন্ন আর কোনো দেশের ব্যবস্থা শাস্ত্রে কি ব্যবস্থাপিত আছে ? তদাভাষ দিবার জন্ম এস্থলে অস্ততঃ কতিপয় মহাবচন উদ্ভানা করিয়া থাকিতে পারিশাম না।

অভিবাদাৎ পরং বিপ্রো জ্যায়াং সমভিদায়ন্। অসে নামাহমস্মীতি স্বয়ং নাম পরিকীর্ত্তয়েৎ॥ ২য়অ,১২২।

ব্রহ্মণাদি বর্ণত্রয় মথন রৃদ্ধকে অভিবাদন করিবে, তথন "আমি অমুককে অভিবাদন করিতেছি" বলিয়া আপন নাম উচ্চারণ করিবে।

নামধেয়স্য যে কেচিদভিবাদং ন জানতে। তান্ প্রতিজ্ঞোহ্হমিতি ব্রুয়াৎ স্ত্রিয়ঃ সর্বাস্তিথৈবচ॥ ঐ, ১২৩।

বাঁহাকে অভিবাদন করিবে, তিনি যদি সংস্কৃত না জানেন, তাহা হইলে অভিবাদ্যকে অভিবাদনানস্তর "আমি অভিবাদন করি" এই মাত্র বলিবে এবং জীলোকদিগকেও এইরূপ অভিবাদন করিবে।

আয়ুত্মান্ ভব সোম্যেতি বাচ্যো বিপ্রোহভিবাদনে। অকারশ্চাম্য নাম্মোহন্তে বাচ্যঃ পূর্বক্ষর প্লুতঃ॥ ঐ,১২৫।

অভিবাদনানস্তর অভিবাদ্য ব্যক্তি অভিবাদক ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ অভিবাদককে, "হে প্রিয়বর্শন শুভশর্মা তুমি দীর্ষজীবী হও" ইহা বলিবে; ক্ষত্রিয় অভিবাদককে "আয়ুষ্মান্ ভব সৌম্য বল বর্ম্মন্" এবং বৈশ্ব অভিবাদককে "আয়ুষ্মান্ ভব সৌম্য বহুত্তে" এই কথা বলিবে। কিন্তু ব্রাহ্মণ অভিবাদকের নামের অক্তে ক্ষুষ্মরা অন্তাবর্ণের পূর্বের যে অকারাদি স্বর তাহা প্রুতে অর্থাৎ ত্রিমাত্রে উচ্চারিত হইবে; ক্ষত্রিয় ও বৈশ্বের নামের অন্তাব্র স্ক্রেয়র বিকল্পে প্রুত হইবে। শ্রের এবং স্ত্রীলোকের নামে প্রুত উচ্চারণ নাই।

পরপত্মী তু যা স্ত্রী দ্যাদসম্বদ্ধা চয়োনিতঃ।
তাং ক্রয়াদ্ভবতীত্যেবং স্কৃভণে ভগিনীতিচ॥ ২য়, ১২৯ ।
পরস্ত্রী ও যে নারী পিতৃবংশীয় নহেন, তাঁহাদিগকে ভবতি বা স্কৃভণে অর্থাৎ

ভগিনি বলিয়া সংখাধন করিবে। ভগিনী প্রভৃতিকে ও পরের অন্চা কভাকে আয়ুব্যতি ইত্যাদি পদে সংখাধন করিবে।

মাতৃধদা মাতুলানী শুশ্ররথ পিতৃস্বদা।

সংপূজ্যা গুরুপত্নীবৎ সমাপ্তা গুরুভার্য্যা। এ। ১০১।
মাতৃ-ভগিনী, পিতৃ-ভগিনী, মাতৃল-পত্নী ও শব্দ ই হারা মাতার ন্থার পূজনীয়া, বেহেতু ই হারা গুরুপত্নীর সমান অর্থাৎ মাতার সমান, অতএব ই হারা
আগত হইলে পাদগ্রহণ পূর্মক অভিবাদন করিবে।

এরপ কত বিধান আছে, তাহা অমুভবেই বুঝিয়া লইবেন। অধুনা এত ফল্ম শিষ্টাচার রহিত হইয়াছে, তথাপি অভিবাদন, আলিঙ্গন, আশীর্মাচন, প্রিয় সম্ভাষণের কত প্রকার স্থপদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহা কে না জানেন ? আপনাদের এতথাকিতে—কোনো অভাব না থাকিতেও, তবু আমাদের কেমন ক্ষ্র-বৃত্তি অথবা পরের পদ-লেহন প্রবৃত্তির অভ্যাস হইয়াছে, যে, এ সব ভদ্রতা অম্লান বদনে ত্যাগ করিয়া নিতান্ত নির্লজ্জনপে ইচ্ছাপূর্মক পরকীয় শিষ্টাচার ও দেশাচারের দাস হইয়া উঠিতেছি! যে ব্যক্তি ইংরাজী স্পর্শমাত্র করিয়াছে, সে ব্যক্তিও আলাপী দেখিবা মাত্র মহা ব্যগ্রভাবে সাহেবী ধরণের মুথধানা বক্র করিয়া—

"হালো! হা-ছ-ছ ?"

বলিয়া হাত থানি বাড়াইয়া সেক্হাাও করিয়া বসে! কিন্ত ইটী ভাবে না, যে, সাহেবদের খেতাননের ভঙ্গিটী ক্ষম বদনে নিতান্ত বিক্রতি দেখায় ? আর যে জোরে সাহেবরা সেক্হাাও করে, কালো হাতে সে জোর নাই—সে জোর দিতে গেলেও হাত ভাঙ্গিয়া যায়! আমি স্বরং এক দিন এক বলবান্ বাবুর সেক্হাাওের পালায় পড়িয়া বাড়ী গিয়া চূণ-হলুদ্ দিতে বাধ্য হইয়াছিলাম!

ভাল, অনর্থক এ ধার করা কেন ? ইহার জার তো কোনো তাৎপর্য্য দেখি না, কেবল জানানো আর স্পর্দ্ধা করা, যে, আমি ইংরাজী খুব জানি; হেয় বাঙ্গালার চেরে আমি বড় বিদ্যা শিখেছি; আমি সাহেবদের সঙ্গে সহ-বাস করিয়া খুব সভ্য হইয়াছি; নমস্কার, প্রণাম ট্রণাম সেকেলে ভ্ণিত জাচার—নিতান্ত অসভ্যের কার্য্য—ছি।

থাহারা এথনকার বাবুদের ধরণ ধারণ ভালরূপে লক্ষ্য করিরাছেন, তাঁহারা অবগুই দেখিয়াছেন, যে, তাঁহাদিগের সহিত দেখা করিতে পিরা অথবা হঠাং তাঁহাদের দেখা পাইয়া যে ছর্জাগা তাঁহাদিগেরে নমস্কার কি প্রণাম করে, কিম্বা হে ছর্জাগা ইংরাজীতে কথা না কয়, অস্ততঃ বাজালার মাঝে মাঝে বড় বড় ইংরাজীর বুক্নি না বসায়, তাহার প্রতি বাবুদের অবজ্ঞা হয়, তাহাকে সামায়্ম লোক ভাবেন, তাহার সহিত যৎসায়ায়্ম মালাপ করেন! তাহাকে সেইরূপ নিয়-শ্রেণীর জ্ঞান করেন, যেরূপ সাহেবের। তাঁহাদিগকে জ্ঞান করিয়া থাকেন! আবার বে ব্যক্তি সেক্সাপ্ত করিতে জ্ঞানে, "আঃ! ওঃ! হাঃ! হোঃ! হল্লো! গুড় গছ্লো!" ইত্যাদি বলিতে জ্ঞানে, মধ্যে মধ্যে টেবিলাঘাতের স্থায় হাত ফেলিতে জ্ঞানে, মধ্যে মধ্যে বিনামার গুল্লাঘাতে পদতলে শব্দ করিতে পারে, তায় যদি তাহার বসন ভূষণ কিছু বিলাতি ধরণের হয়, তবে সম্মানের সীয়া থাকে না—ভাহার সহিত বাবুরা মন প্রাণ গুলিয়া আলাপ করেন, তাহাকে সত্যনিষ্ঠ "য়য়ন্ অব্ অনার" বলিয়া ভাবেন, তাহার কাজে অপ্রে মনোভিনিবেশ না করিয়া থাকিতে পারেন না!

শিষ্টাচার ও শিষ্টালাপ প্রথার আত্ম্যঙ্গিক বিস্তর কথা আছে, কিন্তু যথেষ্ট ছইয়াছে, একটীর আভাষেই সকলটী বোধগম্য হইবেক।

পুরাকালে হিন্দুসমাজে পিতা, মাতা, আচার্য্য ও গুরু-সম্পর্কীয় ব্যক্তি, পণ্ডিত এবং ব্যোদিকের কি প্রকান্ন মান্ত ছিল তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। পুর্বেষে কেন্টী বচন সংগৃহীত হইনাছে, তাহাতেও এ বিব্যের কিন্দংশ জ্বাভাষিত আছে। নম্নাশ্বরূপ আরো একটা এন্থলে উদ্ভ হইল।

শ্ব্যাদনেহধ্যাচরিতে শ্রেয়দা ন সমাবিশেৎ। শ্ব্যাদনস্থলৈচবৈনং প্রত্যুখায়াভিবাদয়েৎ॥ ২য় অ, ১১৯।

বিদ্যা ও বয়সে অধিক গুরুতর লোক যে শধ্যা বা আসন আপন নির্দিষ্ট-রূপে অধিকার করিয়া তাহাতে শয়ন বা উপবেশন করেন, বিদ্যাহীন বয়:-কনিষ্ঠ ব্যক্তি কথনো তাহাতে শয়ন বা উপবেশন করিবে না। আর ঐরপ গুরুলোক ম্মাপ্ত হইলে শেষোক্ত ব্যক্তি যদি শ্যায় বা আসনে উপবিষ্ট থাকে,তৎক্ষণাৎ প্রক্রাখান করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিবে। শুরুজন, ফানী, সমান্ত ও বয়োধিক প্রভৃতির প্রতি এইরপ অসংখ্যা ব্যবহা আছে; ওপকে আবার নিক্নষ্টের প্রতি শুরুজনের কর্ত্তবানীতিও ঐরপে স্থানাভ্যঃ নির্দেশ করিয়াছেন—তত্তাবৎ কত বলিব ? হিলুর শিষ্টাচারের ভাঙার অনন্ত। এ সামাভ্য পুত্তিকা মধ্যে তাহার স্থান কোথার ? হার, কেন লোকে ইহা বুরে না! নিজের ভাঙারনিহিত—নিতান্ত-অব্যবহার-মলিন—এই সমন্ত রত্বের প্রতি কেন তাকাইয়া দেখে না! আপনার ধনে হেলা করিয়া কেন পরের ধন ভিক্ষা করিতে যার ? আমি বুড়া হিলু, কিছুই বুরি না—বুরিতে পারি না। দেখিয়া শুনিয়া হতবুদ্ধি হই, মর্ম্মে ব্যথা লাগে। বাধা লাগে বলিয়াই এ বয়দে আবার এত আবোল তাবোল বকিতে বিন্যাছি। স্মামার এ কথা কেহ শুনিবেন না জানি; জানি, কেহ কেহ এ প্রসঙ্গ দেখিয়াই ক্রকুটী করিবেন, কেহ বা এ পাতা কয়টা উপ্টাইবেন কিনা সন্দেহ; তথাপি যে এত কথা লিখিয়া মরিতেছি কেন, তাহা কি বলিব ? বান্তবিক, বুড়াগুলা সমাজের বড়ই জঞ্জাল, এ গুলার কবে গঙ্গাধাত্বা হইবে!

এই লবু শুরু জ্ঞান হিন্দু সমাজে কিয় ছর্ম পুর্বের এত প্রবল, বে, কোনো বর্করের কথা উঠিলে, এরপ দৃষ্টান্ত দিবার রীতি ছিল, যে, "যার শুরু লবু জ্ঞান নাই, তার আবার কথা কি ?" এখনো অনেক হলে ইংরাজীতে সন্দিকত সমাজে এই "শুরু লবু জ্ঞান" বিদ্যমান আছে, কিন্তু ক্রমেই হ্রাসতাকে প্রাপ্ত হইতেছে। এখন ইংরাজী পড়িয়া আমাদের জ্ঞাণারুণধারী তরুণ মহাশ্যদের অনেকেই "স্বাধীনতা" শিক্ষা করিয়াছেন। স্বাধীনতা শক্ষ্টী অনেক বিশেষণের বিশেষ হইতে পারে; যথা—

বাক্য বিষয়ক, কর্ম বিষয়ক, ধর্ম বিষয়ক, দাম্পত্য বিষয়ক, ইত্যাদি বছ বিষয়ক স্বাধীনতা। আবার রাজকীয়, আর্থিক, বৈষয়িক, সামাজিক, পারি-বারিক স্বাধীনতা আছে। আমাদের যুবকগণ ইহার প্রায় কোনো বিষয়ক বা কোনো বৈষয়িক স্বাধীনতা লাভে সমর্থ মহেন, কেবল ই হারা সামাজিক, ধর্মনৈতিক ও পারিবারিক স্বাধীনতা দেখাইতে বিলক্ষণ পটু হই রাছেন। ই হারা রাজ্যশাসনে পরাধীন, অর্থোগার্জনে পরাধীন, সন্মান লাভ বিষয়ে পরাধীন, জ্ঞানার্জনে পরাধীন, সর্ববিষয়ে সর্ব্বর্ অধীনতা ভোগ করিবা পাড়ায় ও ঘরে আদিয়া এককালে সর্ব্বনেশে স্বাধীন হইয়া ব্যেন। যে দিবদে এই প্রবন্ধের

প্রথমভাগ পঠিত হয়, সেই অধিবেশনে অত সভার গুণাকর সম্পাদক বাবু বিজ্ঞেলনাথ ঠাকুর মহাশর সতাই বলিরাছিলেন যে, ই'হাদের ইংরাজীশিক্ষা-জনিত স্বাধীনতার তেজ কোনো স্থানেই আর থাটাইবার যো পান না, কেবল বাপ মার সঙ্গে পৃথক্ হইয়াই বলেন "আমরা স্বাধীন জীব, স্বাধীন হইলাম!" ভনিলে কর্ণে হাত দিতে হয়, এখন নাকি কেহ কেত গর্ভধারিণী জননীকে "বাবার পরিবার" বলিয়া থাকেন!

ফলতঃ পূর্ব্বে সকলপ্রকার "ইক্" প্রত্যরাম্ভ বিশেষণ বিশিষ্ট স্বাধীনতার নাম করিরাছি, কেবল "মর্মান্তিক স্বাধীনতা" শব্দটী বলা হয় নাই—এই পারিবারিক স্বাধীনতাই সেই "মর্মান্তিক স্বাধীনতা!"

হার! কবে আমাদের যুবকগণ যথার্য স্বাধীনতাব তত্ত্ব অমুধাবন পূর্বক শুরুজনের অধীনতাকে মঙ্গলজনক ভাবিয়া তৎপবিবর্তে রিপু ও স্বেচ্ছাচারের নিকট আপনাদের নবোপাজ্জিত স্বাধীনতার তেজ দেখাইবেন!

পঞ্চম অধ্যায়।

বেশভূষা।

হিল্পনাজে বহু পূর্বকালে দর্বশ্রেণীর স্ত্রীপুক্ষের কিরূপ বেশভ্না ছিল, তাহার স্ক্র তত্ত্ব নিরূপণ করা হকর। কোনো বিষয়েরই ইতিহাস নাই, স্কুতরাং ইহার অস্তুসনান জ্ঞ কবিদিগের বর্ণনা ভিন্ন অন্থ উপায় কি? মন্লবটা, বীরধটা, পিন্ধনবাস, উত্তরীর্দ, কোমবাস ইত্যাদি শব্দে স্ক্রে তত্ত্ব কিরুপে অবধারিত হইবে? অঞ্চল শব্দ প্রাচীন কাব্যে দেখা যায়, কিন্তু শাটী কি ঘাগরাকি অন্থ কোনো প্রণালীর বস্ত্রাঞ্চল তাহা ঠিক করা সহজ্ঞ নহে। ত্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ন্যাপারে বোধ হয় শাটী বস্ত্র তথন অজ্ঞাত ছিল না; কিন্তু বাঙ্গালীর শাটী হইতে পারে না, কেননা স্পষ্ট লেখা আছে, বিশেষ হেত্বশতঃ তিনি সে দিন একবন্ত্রা ছিলেন। ইহাতে বুঝা ঘাইতেছে, সেই বিশেষ হেত্ ভিন্ন বিষদন বা ত্রিবসন সচরাচর ব্যবহৃত হুইত। অপিচ, নলরাজার পরিধের বস্ত্র

শনিকর্ত্ব অপষ্ত হওনের পর মহিষী দময়ন্তীর বসনথানি উভয়ে যুগপৎ পিন্ধন করিতে বাধিত হইলেন। পরে যথন নলরাজা দময়ন্তীকে ছাড়িয়া পলায়ন করেন, তথন সেই বস্ত্রথানির মধ্যভাগ ছিল্ল করিয়া লইয়া যান। ইহাতেও ব্রা যাইতেছে, তথন শাটীবন্ধ ব্যবহৃত হইত। কিন্তু ঠিক বঙ্গকামিনীর ভায় কি অভাবিধ কিছু হইবে, তাহা নিঃসংশরে নিরপণ করাতার। কঞ্লিক বা কাঁচুলীর আভাস ইহাতেও পাওয়া যাইতেছে, কেননা দময়ন্তীর হৃদয় শৃত্ত রাখিয়া উভয়ে যে একবন্ধ পরিধান করিয়াছিলেন, ইহা সম্ভবপর হয় না, এবং অভাত্ত প্রমাণেও কঞ্লিকের রীতি এবং ওড়না প্রভৃতির তুল্য দিতীয় ও তৃতীয় রেয়ের ব্যবহার একপ্রকার নিঃসন্দেহে প্রতিপদ্ধ হইতে পারে।

মধ্যকাল হইতে হিন্দুখানের নানা স্থানে ক্ষেক্রপ স্ত্রী-বসন প্রচলিত আছে। কিন্তু সকল প্রণালীতেই দিবস্ত্র অথবা ত্রিবস্ত্র অর্থাৎ হয় শাটী ও কাঁচুলী; নয় ঘাগরা, কাঁচুলী ও চাদর ইত্যাদির ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। কেবল, তত্তদ্দেশের অধিকাংশ স্থলে স্ত্রীলোকেরা নাভিদেশের নিয়ে বসন আঁটিয়া স্থলোদরী যে হয়েন, ইহা অতি কদ্ব্যা। মহারাষ্ট্রীয় রম্পীগণ শাটী পরেন, কিন্তু আমাদের পুরুষপ্রেণীয় ভায় কাছা দেন, অথচ কোঁচা ক্রেন না। তাঁহাদেরও কাঁচুলী আছে, এমন স্থরণ হইতেছে। কিন্তু ক্রমে এথন ভ্রমাইতেছেন।

হিন্দুখানের প্রথম ওলীর পিন্ধনবাদ অধিকাংশই বীরধটীর ভাষ। তাঁহানদের জাল হইতে চরণ পর্যান্ত কোনো আবরণ দেগা যায় না। যতক্ষণ বাটীতে থাকেন, ততক্ষণ শরীর প্রায় মুক্তই থাকে; অভ্যত্র গমন কালে, কার্যান্থলে ও সভা মধ্যে অকাচ্ছাদক বস্ত্র ও শিরে উন্ধীষ পরিয়া থাকেন। যদিও ইহা বক্ষবাদীর অপেকা কিয়দ শে প্রেষ্ঠ, কিন্তু তাঁহাদের সজ্জা বিশেষ কপে সভত্যামূলক, শোভাকর ও ভৃগ্নিদায়ক বলা যায় না। বিশেষতঃ তাঁহাদের যোষাগণের ভায় তাঁহাদেরও নাভিস্বোব্যের প্রনের হিল্লোল লাগিতে দিয়া উদরকে ক্রমে মহা স্থীত করিয়া ভূলেন!

বঙ্গীর পুরুষগণ পূর্ব্বে পাঁচী ধুতি পরিতেন, (গুণের মধ্যে তাহা স্থূল হইত) উপরের সমস্ত অঙ্গই মুক্ত রাখিতেন; কেবল কোনো স্থানে থাইতে হইলে একখান দোছোট স্কন্ধে ফেলিতেন, শীতকাল হইলে পাছুড়ী বা বনাত বা শাল গায় দিতেন, শাল বনাতের ভিতরে একখানা স্ক্রে-চাদর ব্যবহার করিতেন।

পার চটী জ্তা, মন্তকে কিছুই না, ফটর ফটর করিয়া কর্তা প্রাদ্ধ বা বিবাহ-সভার; হট্টে বা নিমন্ত্রণ; আদালতে বা দলাদলির বোঁটে চলিতেন। এইরূপই প্রায় আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের বেশ ছিল।

ক্রীলোকেরা বহুকালাবধি একবদনা। কিন্তু পূর্ব্বে স্থুলতর শাটীর অধিক ব্যবহার ছিল। ঢাকাই বা বারাণদী শাটীরও সর্বান স্ক্রেভা-দোষ ছিল না। অলঙ্কারের কথায় আবশ্যক নাই। বস্ত্র লইয়াই যত গোল, তাহারই কথা হউক।

সম্প্রতি এ বিষয়ে যে সমস্ত পরিবর্ত্তন হইয়াছে বা এখনো হইতেছে, তাহা কাহারো অবিদিত নাই। কিয়ৎকাল পূর্ম হইতে বঙ্গীর পাঁচুীধুতি ও স্থানাটী প্রায় অন্যবহার্য্য হইয়া গিয়াছে। তৎপরিবর্ত্তে অতি স্কা স্কাপরিসর পরিধেষ উভয় জাতিই পিন্ধন করিতেছেন। মধ্যে দিনকতক আবার শান্তিপুবের স্কা-বৃদ্ধি ও স্কা তাঁত হইতে যে সব স্কাতম বন্ধ জয়য়য়হণ করিত, অনেকে তাহাবই পক্ষপাতী হইয়াজিলেন। সে কাপড়ের গুণ এই, পরিলেও জানায়ায় না, যে ইনি কাপড় পরিয়াছেন কি দিখসনা আছেন! একণে কিন্তু তাহার আর অধিক আদের নাই, এখন "মিহির উপর থাপ" ইহাই অনেকে চান্। কিন্তু আমি ফ্রমাধ্য কর্মে হাত দিয়াছি; আধুনিক বঙ্গীয় সমাজের বেশ বর্ণনা করে কাহার নাধ্য গ

"দেবরাজ দেখে, আর নাগরাজ কয়;"
তথাপি বর্ণনা তার হয় কি না হয়!

করেক বংশরের মধ্যে এত পরিবর্ত্তন, এত নৃতন নৃতন রকমের প্রবর্ত্তন ও এত বিভিন্ন দেশের অন্তকরণ ঘটনা উঠিনাছে যে, যত বংশরে তাহা হই-য়াছে, তত বংশর ব্যাপিনা অন্সন্ধান করিলে এবং স্বন্ধ ব্যোপদেব আই-পেও তাহার অভিধান ও ব্যার্ক্তরণ প্রস্তুত হয় কিনা সন্দেহ!

এন্থলে শ্লেষাভাষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ছই একটী কাজের কথা বলা আবশ্রুক হইতেছে। বঙ্গীর সমাজে পূর্ব্বাবিধি স্ত্রী পুরুষের যেরূপ পিন্ধনবাদের প্রচলন আছে, তাহা পূর্ব্বে যাহা হউক, এখন আর তিষ্টিবার যোগ্য নহে। এখন যেরূপ শিক্ষা, যেরূপ মনের গতি, যেরূপ নৃতন কচি জল্মিতেছে, তাহাতে সেরূপ অসভ্যতামূলক অক্ষাবরণ কিরূপে যুক্তিসক্ষত হইতে পারে? কেহ কেহ বলিয়া থাকেন এবং ইতিমধ্যে জনৈক প্রসিদ্ধ ডাক্তর মহাশ্রুও নাকি।

এমন মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, উঞ্চলেশে হল্ম বস্ত্র ব্যবহারে শরীর সম-ধিক স্বন্থ থাকে। এই মত কতদূর প্রামাণ্য তাহা বলিতে পারি না। কিন্ত বোধহয়, গ্রীব্যকালে মাঝামাঝি অর্থাৎ নাতিস্থল নাতিস্থল এবং শীত-কালে স্থুলতর, এমন বসনের আবশুকতা আছে, যাহাতে এবম্প্রকার নগাবস্থার দোষ না থাকিতে পারে। পুরুষের যে সব ভিন্ন ভিন্ন স্বেচ্ছাচারমূলক বেশ প্রবর্ত্তিত হইতেছে, তাহা প্রার্থনীয় হইতে পারে না। যেহেতু, সামাজিকতা রক্ষণ করিতে হইলে এবং শামাদের একটী সমাজ আছে, এ সংস্কারকে শ্রুদরে ধারণ করিতে হইলে, দর্বপ্রকার আচার ব্যবহারের অমন একটা একতা ও শামঞ্জ আবশ্রক করে, যাহাতে করিয়া অপরের চক্ষেও আপনার চক্ষে **হিন্দু সামাজিকগণকে** বিভিন্ন সমাজের লোক বলিয়া অনুভূত না হয়। স্থৃতরাং দেহ-সজ্জার বিধান এরপ হউক, যাহাতে দেথিবামাত্র হিন্দু বলিয়া চিনিতে পারা যার এবং হিন্দু বলিয়া আপনাদেরও বিখাস থাকে। ইংরেজেরা গেণ্টুলন, क्यां किं, किं अरतन-मक्त अरतन। ऐशि माथात्र तनन, मकरण है तिन। তন্মধ্যে কেহবা খেত, কেহবা নীল, কেহবা পীতবর্ণ ও বিভিন্ন গঠনের জিনিষ ধারণ করেন, তাহাতে হানি কি ? মূল-প্রণালী এক হইলেই হইল। সেইরূপে আমরা ধুতি পরিব তো দকলেই পরিব অথবা গৃহে ধুতি, বাহিরে অতা কিছু, তাহাতেও হানি নাই; কিন্তু একজন সাহেব, একজন মুসলমান, এক জন মোগল, একজন চীন, একজন মগ, এ গওগোল যেন না হয় ! সকলের মনেই এই উদ্দেশ্য যদি জাগরুক থাকে, তবে অল্ল কালেই দেখিবেন, অন্য বে অভিযোগ করিতে হইতেছে, তাহা আর থাকিবেক না। কিন্তু আমাদের কি প্রণালীর সজ্জা হওয়া উচিত, তাহা এম্বলে স্থির করা সঙ্গত হইতে পারে না। তজ্জন্ত না হয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা একটা সভা করুন। হিন্দু সমাজের পুর্বভাব সমর্থন পূর্বক সভ্যতাবদ্ধক কোনো নবসজ্জার প্রণালী তাঁহারা মনোনীত করন। সকলের সাধ্যায়ত হয়, সভ্যতা রয়, অব্পচ ধনীগৃণ যতদুর ইচ্ছা ততদূর পর্যস্ত সেই প্রণালীতে মৃশ্যবান বসন পরিধান করিতে পারেন, अभन बादश करा তো इ:गांश काब नहा। आर्थना कति, चकाछि-हिलांशी মহাশ্যেরা শীস্ত্রই এ বিষয়ের যথোচিত আশোচনার প্রবৃত্ত হইরা স্বস্তাতির একটা ৰিশেষ স্বভাব মোচন ও নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়েয় সংস্কার ক্বন্ত চেষ্টা করেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

উৎসব, ক্রিয়াকর্ম ও সামাজিক দান।

দোল, হর্গোৎসব, মন্দির প্রতিষ্ঠা, পুকরিণ্যাদি উৎসর্গ, তুলা, পুরাণ, প্রাক, অন্নপ্রাশন, ভত বিনাহাদি দকলই ঐ শিরোনামার অন্তর্গত। তলাবতের ধর্ম সম্বন্ধকে আমত। স্পর্শ করিব না। স্বার্থিক ও সামাজিক অঙ্গই আমা-**দের** বিচার্য্য। ইহার ছই একটা বিষয়ে যাহা মস্তব্য, দকল গুলিতেই তাহা প্রাজ্য। এই প্রবন্ধের পারিবারিক বিভাগে বিবাহ বিষয়ে অনেক কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে ব্যয়ের প্রদেশ কবা হয় নাই। জ্ঞানী ব্যক্তিরা यथनहै এই সব উৎনব কর্মের আলোচনা করেন, তথনই বলিয়া পাকেন এ স্ক্র কাজে সাধ্যাতিরিক্ত ও সম্ভবের বহিভূতি ব্যয় করা বিধেয় নয়। যশারুরাগে উন্মত্ত হইয়া কত লোক যে এবস্থিধ সৎকর্মের জগু-এমন কি, একটী মাত্র ক্রিয়াও ঋণগ্রস্ত ও নিঃস্ব ১ইয়া পড়িয়াছেন, কত লোক যে আপ্নারা চিরজীবন ঐ ঋণাগ্লিতে দ্র্ম হইরা অসমেষে উত্তরাধিকারীগণকেও সেই জালা ভোগিতে রাখিয়া যান, তাহার সংখ্যা করা যায় না। হিন্দু সামা-জিকগণ এ প্রকার ক্রিয়াদি উপলক্ষে এত ব্যয়শীলতা ও এত দাতৃত্ব প্রকাশ করেন, যে, অন্ত সভ্যসমাজে উংখাদের তুমনা পাওয়া ভার। বিশেষতঃ প্রাদ্ধ ও বিবাহ কার্য্যে অতি-ব্যয় সর্ব্ধনাই হইরা থাকে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লোকে মাতৃ পিতৃকত্যে তত অধিক মুক্তবন্দ নন, কিন্তু কভার বিবাহে অনেক স্থানের লোকদিগকে এককালে দর্ঝস্বান্ত ২ইরা ব্যিতে হয়। এইজন্ত স্থতি-কাগারে কন্তাহত্যার ভয়ানক রীতি অনেক স্থলে প্রবর্ত্তিত হইয়া আদিতেছিল, এখন দ্যাবান ব্রিটিন প্রথমেণ্টের সাধু চেষ্টার সেই নৃশংস ব্যবহার প্রায় নিবারিত হইগাছে। বঙ্গীয় সমাজে কুলীন ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্ত বর্ণ মধ্যে কন্তা সম্প্রদান জন্ত পূর্বে বড় অধিক দায়গ্রন্ত হইতে হইত না। কায়স্থকুলে মৌলিকের ঘরে কিছু অধিক ব্যয় হইত বটে, কিন্তু তাহা অসম্ভব নয়। কুলীন কায়স্থদের কুলকরা বা গ্রহণ নামা জ্যেষ্ঠপুত্রের বিবাহ ব্যাপারে যেমন কিছু পণাপণ দিতে হইত, তেমন কনিষ্ঠ পুত্র ও ক্যাগণের বিবাহে পিতা তাহার চতুগুণ সুদ সুদ্ধ আদায় করিতে পারিতেন!

এখন সেই কায়স্তকুলে আর কুলীন মৌলিক নাই; বল্লালী কৌলিন্তের भगामत इरेग्रा रेफेनिजार्नित कोनिएकत नव व्यवर्तन रहेग्राए । ठिकू भी কোষ্ঠী, মুখ্য, বেড়েমুখ্য, কনিষ্ঠী ইত্যাদি আর দেখা নাই; ছেলে কটা পাস করিয়াছে অত্তে তাহাই দেখা হইয়া থাকে; এণ্ট্রান্স পাসের দাম রূপার षड़ा, চুড়ি স্কট, মুক্তার মালা এবং হার বাজু আংটী ঘড়ী ইত্যাদি ! এল, এ, পাদের দাম রূপার ঘড়া, আধা জড়োয়া আধা দোনা এবং হার, বাজু, আংটী ও ঘড়ী ইত্যাদি! বি, এ. পাদের দাম রূপার ঘড়া, রূপার পিঁড়ী, অড়োয়া গহনা, আংটা ঘড়ী ইত্যাদি ! বি, এ বি, এল অথবা এম, এ, বি, এলের দাম ঐ সব ব্যতীত আরো কত কি, তাহা আর কি বলিব! এবং প্রায় সকলের বেলাই হয় নগদ নয় কোম্পানীর কাগজ নয় বাড়ী ইত্যাদি! মধ্যবিধ গৃহ-স্থের ঘরেই এই ব্যাপার, ধনীর কথা তো ধর্তবাই নয়! ছেলের বাজারে আ'জ্ কা'ল্ এই চাড়া দরই দাঁড়াইরাছে, অর্থাৎ "হাই প্রিমিয়ম !" তবে কেঁলে ককিয়ে যাহা কিছু কমান যায় ! যাহার মেষে হয় তাহার সর্কনাশ; ষাহার ছেলে পাস করে, তাহার আর মাটীর পৃথিবীতে পা দিবার আবশুক নাই। আবার পাস হয় নাই—ফেল হইয়াছে, কি আরবছর পাস করিবে, এমন ছেলের দরও বড় সামাত্তড়ানয়, ফর্ম ঐক্লপই প্রায়, শেষে যা বাদ শাদ হইয়া উঠে।

আমরা অবাক হইরাছি, ধাহারা বলালী কৌলিপ্তের বিক্লকে সভার বড় বজ্ বজ্তা করেন এবং সংবাদপত্রে বড় বড় প্রতাব লেখেন, ভাঁহাদের পাদ করা ছেলের বিবাহেও ফর্পের এই ঘটা। ভাঁহাদের ব্যবহারে এমনি বোধ হর, যেন ইউনিভার্নিটী-কৌলিস্ত আনিবার জ্ঞাই দেকেলে বলালী কৌলিস্ত ভাঁহারা যত্বপূর্বক উঠাইরা দিতেছেন। ইংরাজী শিক্ষার কি এই ফল হইল ও দেশের একটা অনিপ্তকর আচার উঠাইতে গিরা তদপেকা বিংশতি গুণে পীড়াদায়ক রীতি প্রবর্ত্তিক হইল ও ইংগেকা তো পূর্ব প্রণালী ভাল ছিল, তাহাতে তো ক্যাক্রির এত ব্যর হইতে লা। ক্রমে এ বিষয়ে বক্ষদেশের দুলা উত্তর

পশিচমের ভাষ হইতেছে, তাহা কি সভ্যাভিমানী শিক্ষিতর্ন দেখিতেছেন ना ? यि वर्णन, फाँशांता कि कतिरान ? छाँशांता कतिरान ना राजा रक করিবে ? এরপ বিবাহ কাহার হইয়া থাকে ? দূরবর্ত্তী প্রদেশ মধ্যে এখনো তো পূর্বপদ্ধতি অনেক প্রচলিত আছে; যত কিছু বিঘটন, তাহা এই রাজধানী এবং রাজধানী-সন্নিহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্রগণের বিবাহেই ঘটিতেছে! তবে আর দেশের ভালোর আশা কাহার নিকট করিব ? ক্সা সম্প্রদানের সহিত যথা সর্বাস্ত্র সমর্পণ করিতে হইবে, এই নিষ্ঠুর রীতি হই-তেই ভারতবর্ষ অপত্য-হনন রূপ গুরুপাপে দূষিত হইতেছিল, কোথায় তাহার সংশোধনের জন্ম রাজপুরুষদের সহিত অগ্রগামী সভ্য বঙ্গবাসীরা যোগ দিবেন, না, তাঁহাদের নিজের ঘরেই সেই মহা পাপের স্ত্রপাত হই-তেছে! শিক্ষা, জ্ঞান এবং মুথের উপদেশের সহিত ব্যবহারের এত অসা-মঞ্জস্য তো শীঘ্ৰ কোনো স্থলে দৃষ্ট হয় না! ইহাতে কি আমাদের নবীন ममाज-मःश्वातक मारहरी-मञ्ज्ञात अहल अकुकत्रगकातीरमत नज्जाताम हरे-তেছে না ? যথন এই প্রথা আরো বাড়িয়া উঠিবে, তথন তাঁহারা কি বলিয়া উত্তর দিবেন ? যাহা হউক, এখনো ইহা অপ্রতিবিধেয় হইতে পারে নাই, এখনো সতর্ক হইয়া প্রতিবিধানের চেষ্টা পাওয়া উচিত।

এক্লে সামাজিক দানের বিষয় কিঞ্চিৎ বলিব;—সভা ইউরোপীয়ের। অভিমান করেন, এটান ধর্মের ভায় দয়া ধর্মের উপদেশ ও অনুষ্ঠান, অন্ত ধর্মে নাই। কেহ বা স্পষ্টই বলিয়া থাকেন "হিলুদের চাারিটী নাই!" কিন্ত স্ক্ষারূপে বিবেচনা করিলে হিলুশাস্ত্র এবং হিলুসমাজ কেবলই দয়ামৃত-সাথা!

পেয়মার্ভ্রস্য শিয়নং স্থিতপ্রান্তস্য চাসনং। তৃষিতস্য চ পানীয়ং ক্ষুধিতস্য চ ভোজনং॥

গৃহী ব্যক্তি পীড়িতকে শ্ব্যা, শ্রান্তকে আসন, ত্বিতকে জল ও ক্ষতকে ভোজ্য প্রদান করিবে।

আপনি না থাইয়া ও আপনার জনকে না থাওয়াইয়াও জতিথিকে ভোজ্য দিবার ব্যবস্থা আর কোন্ জাতির ধর্ম শাস্ত্রে আছে ? অতো মিউতরং নান্তৎ পূতং কিঞ্চিছতক্রতো। দত্ত্বা যস্ততিথিভ্যোহন্নং ভুংক্তেতৈনৈব নিত্যশঃ॥

অতিথিদিগকে ভোজন করাইয়া তদবশিষ্ট অন্ন যে ভোজন হয়, তদপেক্ষা পবিত্র ও উপাদেয় অন্ন আর নাই।

> অরাবপ্যুচিতং কার্য্যমাতিথ্যং গৃহমাগতে। ছেত্তুঃ পার্ম্ব গতাং ছায়াং নোপদংহরতে ক্রমঃ॥

শক্তও যদি গৃহে আসিরা অতিথি হয়, তাহার সৎকার করা কর্ত্তর। বৃক্ষ তাহার ছেদনকর্তার উপরিগত ছায়াকেও হরণ করে না। এমন উপদেশ কতশত স্থানে আছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। স্থদ্ধ কি তাই ? পশু পক্ষী কীট পতঙ্গকেও সমভাবে দরা করিতে হিন্দুশাস্ত্রে ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ করিয়াছেন। শ্রাদ্ধলালে অগ্রে পুত্র-পুত্রী-জ্ঞাতি-বৃদ্ধু-হীন অগ্রিদগ্ধা কোথাকার কে, তাদের পিশু না দিয়া যাহারা আপনাদের বাপ মাকে পিশু দান করে না, তাদের দয়ার কি তুলনা আছে?

গ্রীষ্টান সমাজের অধিকাংশ দানের কাজ সভাবিশেব কর্ত্বক দাতাগণের নিকট চানা সংগ্রহ পূর্বক হইয়া থাকে; হিন্দুসমাজে ভূরিদান-কার্য প্রাদ্ধাদি ক্রিয়ার উপলক্ষে ধর্মাষ্টানযোগে আবহমান সাধিত হইয়া আসিতেছে। ইহার কোন্টী ভাল, কোন্টী মন্দ, এস্থলে তাহার বিচার করিতেছি না। অন্ন কথায় তাহার সক্ষ বিচার হইতেও পারে না। যে সমাজের আফৃতি প্রকৃতি গঠন যেরপ, কার্যায়্টানের রীতি পদ্ধতিও তদমূরপ হইয়া থাকে। ইউরোপীয় লোকের আচার ব্যবহার, ইউরোপীয় দাতার ধর্ম বৃদ্ধি এবং ইউরোপীয় লোকের আচার ব্যবহার, ইউরোপীয় দাতার ধর্ম বৃদ্ধি এবং ইউরোপীয় ভিক্ষুর স্বভাব ও অভাব যেরপ, অভাব নিবারক দানের প্রথাও তত্বপ্রোগী হইয়াছে। এ দেশের সমৃদয় কার্যাই ধর্ম-মূলক; আবার প্রত্যেক ধর্ম-মূলক কার্যায় প্রথমেই দান; প্রতি গৃহস্থ প্রতিদিন দান না করিয়া থাকিতে পারে না—যাহার কিছুই নাই, সে মৃষ্টিভিক্ষাও দিবে, না হয় গোরুকেও গোকল দিবে; এ সকলের কিছুই না পারে তো নিদান তুল্গী গাছেও জন্দান করিবে! স্ক্তরাং চান্দার প্রথা না থাকিলেও দানের ক্রেটী নাই।

চান্দায় দেশের কয়ড়ন স্থাকর করে ? শত বৎসর শত সভার দ্বারা ষত লোকের অভাব নিবারিত হওয়া সম্ভব, হিন্দু সামাজিক দান দ্বারা এক বৎসরে, তাহারও অধিক লোক প্রতিপালিত হইতেছে। এ কথা হঠাৎ ভনিতে অত্যুক্তিবৎ বোধ হইতে পারে, কিন্তু বাঁহারা হিন্দু সমাজের আভ্যম্ভরিক কার্য্যপ্রণালী ও অসংখ্যপ্রকার দানের সোপান চিন্তা করিয়া থাকেন, তাঁহারা কথনই ইহাকে অতি-বর্ণনা ভাবিবেন না; বরং ন্যুন-বর্ণনাই বলিবেন!

যদি বল, দানের পাত্র বাছনি হয় না, দীন হুঃখীর অপেক্ষা ব্রাহ্মণণণকেই অধিক দেওয়া হয়। তছতুরে নিবেদন, অকারণ যে সেই দানের ব্যবহা হইয়াছে তাহা নহে। যখন বর্গ বিভাগ অমুসারে কার্য্য বিভাগ নিক্সিত ছিল, তখন হিন্দুরাজত্বে অভাভ বর্ণের লোকেরা যে নিতান্ত হুঃস্থ হইবে তাহার সম্ভাবনা অল্ল। এদেশের দাতাগণের সংক্ষারাহ্মণারে দানের পাত্র

যাঁহার। ধর্মের জন্ম সংসার-ত্যাগী; ধাঁহারা হীনাক্ত ও হীনাবস্থ; এবং ধাঁহারা জ্ঞান ও ধর্মরক্ষক।

প্রথম শ্রেণী অর্থাৎ বাঁহারা ধর্ম্মের জন্ত অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করিতে।
পারেন, তাঁহানিগকে সামান্ত ব্যক্তি বলা যায় না। তাঁহারা সাধু, প্রাণধারণোপযুক্ত যৎকিঞ্চিৎ অন্নপান ভিন্ন তাঁহারা আর কিছুই চান না। সেই অন্ন গৃহস্থ
না দিলে তাঁহারা কোথায় পাইবেন ? কাজেকাজেই হিলুর সংস্কার, যে এমন
সাধুকে অন্নাদি দান করা গৃহস্থের পরম ধর্ম। এইজন্ত যতি, ব্রহ্মচারী, দণ্ডী,
সন্ম্যাসী প্রভৃতি উদাসীনের এত গোরব। এথনকার ভণ্ড তপস্বীদের দেখিয়া,
বাঁহারা এ বিষয়ে অবজ্ঞা প্রদর্শন কবেন, তাঁহাদের বিষম ভ্রাম্ভি!

দিতীয় শ্রেণীর লোক প্রপ্রকার ঈশ্বরপরায়ণ নহে, তাহারা সর্ব্বধর্ম মতে যথার্থই ঈশ্বরের জীব! তাহারা সর্ব্বদেশস্থ গৃহস্থের যথার্থই দয়ার যোগা পাত্র! অন্ধ, ঝঞ্জ, কাণ, বিধিরাদি বিকলেন্দ্রিস, উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত এবং নির্বান্ধর, নিঃসহায়, নিরাশ্রয়, নির্ধন, নির্ভূম, দীনদরিক্র অনাথগণ লইরাই এই শ্রেণী। সমাজের সম্পত্তি-বিভাগ-রহস্য এমনি আশ্চর্য্য যে, অন্ন সংপ্যক্ষ মহাষ্য অন্নোপরি অন্ন, ব্যোপরি বস্ত্র, স্থভোজ্যোপরি স্থভোজ্য, স্থাবার উষ্ত্র, অর্থে মণি মুক্তা যান বাহনোপরি অসীম ঐশ্ব্যভোগী।

কিয়দংশ লোক কোনো মতে গ্রাসাচ্ছাদন নির্বাহে সক্ষম; এবং অবশিষ্ট মুম্ব্য তল্লাভেও বঞ্চিত্! এই শেষোক্ত লোকেরা পূর্ব্বোক্ত সমর্থ আতাগণের ভূক্তাতিরিক্ত বস্তব অংশ অবশুই পাইতে পারে। কিন্তু সে পাওয়া বলপূর্ব্বক নয়, দায়াদের স্থায় রাজকীয় ধর্মাধিকরণ হইতেও নয়—সেই অংশদাতাদের দ্য়া নামক ধর্মাধিকরণে আর্দাশ করিয়াই পাইয়া থাকে!

তৃতীয় শ্রেণী না উদাসীন, না অন্ধ, না অনাথ, তাঁহারাও নিজে গৃহস্থ ও নিজে প্রধান সামাজিক। সমাজের গুরুতর কার্য্য-ভার উাহানের উপর অপিত। সেই গুরুতার বহন জন্য—সেই কাজ করেন বলিয়াই সমাজের নিকট কর্মের বেতন স্বরূপ—গুণের পুরস্কার স্বরূপ সামাজিক দানপ্রাপ্তির অধিকারটী লাভ করিয়াছেন! রাহ্মণ, আচার্য্য, ঘটক ও ভট্ট প্রভৃতি জাতিরাই এই শ্রেণী-নিবিষ্ঠ। তন্মধ্যে যজন, পুজন, স্বত্যেয়ন, অধ্যামন, অধ্যাপনা, ব্যবস্থানা, শাস্ত্রহ্মণ এবং ধর্মের প্রহরিতা করেন বলিয়া রাহ্মণ জাতি সর্কোচ্চরূপে পুজা ও শ্রেষ্ঠদানাস্পদ হইনা আসিতেছেন।

বোধহয়, শান্তকারের। এতন্মর্মেই প্রচলিত দানের ব্যবস্থা করিয়া দিবাছেন।
দে ব্যবস্থা এত স্কুলর, যে, চাহিতে হয় না, জোর করিতে হয় না, চালা
সংগ্রহের কই লইতে হয় না, সভা বক্তৃতাদির প্রযোজন করেনা, অথচ ঐ তিন
শ্রেণীর লক্ষ লক্ষ আশাঘিত লোক প্রত্যাহ দানের উপর নির্ভব করিয়াই জীবন
যাত্রা নির্বাহ করিতেছে! তুলনা করিয়া দেখুন, এমন সামাজিক দানের
কৌশল কি কুত্রাপি আর দৃষ্ট হইয়া থাকে ? দাতা ও দান সর্ব্যদেশই আছে,
কিন্তু অবলীলাক্রমে এতলোক প্রতিপালিত হওয়ার প্রথা আর কোনো সমাজে
প্রচলিত নাই! ইহার স্থচাক কৌশলের বিষয়্ যত্ই চিন্তা করা যায়, ততই
মুশ্ধ হইতে হয়। অতিশয় হুশ্চরিত্র এবং নিতান্ত দির্চ্ছ করা বারির ব্যক্তিরাও
হিন্দুসমাজে কথনো না কথনো, কিছু না কিছু দান না করিয়া বাঁচিতে পারে
না। এই সামাজিক প্রণালীতে অত্যন্ত ব্যরকুঠ ব্যক্তিকেও সময় বিশেষে মুক্তহস্ত হইতে হয়। সহস্র অন্থরোধে যাহার নিকট একপয়সা চালা বাহির করা
ভার, তাহাকেও পিতৃমাতৃ শ্রান্ধাদিতে এই কৌশল-ফাঁদে পজ্য়া হঠাৎ দাতা
হহতে হয়! সকল কর্প্রেই দান ও ভোজ, এবড় সাধারণ কথা নহে। সর্বাপেক্ষা আবার অধ্যাপক বিদায়ের রীতিটী যে কি যশস্বর, উপাদেয় ও

উপকারক প্রথা, তাহা এই বছ-বিষয়িনী বজ্তা মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বির্ত হওয়া সম্ভবে না।

কিন্তু যে মে উদ্দেশে উপযু্তিক তিন শ্রেণীর লোক আবহমান সামাজিক দান-বৃত্তি ভোগ করিয়া আদিতেছে, এক্ষণে তাহাতে অনেক দোষ স্পর্শ হই-রাছে। উদাসীন ও ত্যাগ-স্বীকারকারী সাধুশ্রেণীর মধ্যে অসংথ্য ভাক্ত তুর্ব্ব ত্ত প্রবেশ করিয়াছে এবং অধ্যাপকের টিকি ও ফোঁটা-চিহ্ন ধারণ করিয়া অধ্যাপকের বংশজাত বলিয়া ও উপদ্বোধ অমুরোধের যোগাযোগ করিয়া অনেক বর্ণজ্ঞানহীন ব্রাহ্মণ অধ্যাপকের বিদায পাইতেছে। তাহাতে সমাজের বিশেষ হানি হইতেছে। দেশমধ্যে ষথার্থ উদাসীন, ষথার্থ অন্ধ আতুর নিরাশ্রয় এবং যথার্থ অধ্যাপক মণ্ডলীকে দান দিতে ক্রিয়াকর্তা মাত্রেরই ইচ্ছা ও শ্রদ্ধা হইতে পারে। ছন্মবেশীকে দিতে শ্রদ্ধার বৈপরীত্যে বরং বৈরক্তিই হইয়া থাকে। এমন কি, দেখা গিয়াছে, ঐ ভাক্তশ্রেণীৰ দৌবাস্মা-ভয়ে, সাধ্য ও ইচ্ছা সত্ত্বেও অনেকে অধ্যাপক নিমন্ত্ৰণ কৰিতে সাহদী হইতে পারেন না। ফলতঃ যথার্থ অধ্যাপকের সংখ্যা ক্যন্তন ? যদ্যপি সেই ক্যন্তন মাত্রকে দিলেই হইত, তবে যত বাজীতে যত কৰ্মে এখন অধ্যাপক বলা হইয়া থাকে, অস্ততঃ তাহার চতুপ্তণি বেশীলোকেব বাটীতে অনাবাদে অধ্যা-পকের নিমন্ত্রণ হইতে পারে। এমতে ব্যয়ের দার্থকতা, কর্মকর্ত্তাব ভৃপ্তি এবং পণ্ডিতবর্গের সমূচিত সাহায্য হইয়া সর্কদিগেই বিস্তব্ধ উপকার সাধিত হয়।

তাঁহাদিগকে দেওয়া স্থন্ধ যে দয়া ভাবিয়া—য়ন্ধ যে এাদ্ধণ ও বিদ্বান বলিয়া তাহাও নহে। তদ্বাতীত আর একটা গুরুতর বিবেচনা আছে; ইতিপূর্বে তাঁহাদের চতুপাটাই অন্ধতমসাচ্ছন্ন বঙ্গভূমির একমাত্র উজ্জল আলোকাধার ছিল এবং এথকোঁ জন্ন পরিমাণে আছে। যথন যবন প্লাবনে দেশ মূর্থতা ও পাপতরকে নিমগ্ন হইয়া গেল—চারিদিগেই অনভিজ্ঞতারপ অক্ল সমৃত্র, দেই কালে সেই অক্লমধ্যে সব ভূবিল, কেবল একটা উচ্চ স্থান ঠিক যেন সিন্ধু শৈলবং মন্তক উন্নত করিয়া রহিয়াছিল। সে শৈলের নাম "টোল!" ভীষণ অর্ণব মধ্যে যেথানে যেথানে গুপ্তচর ও গুপ্তপামাণ থাকে, ইংরাজেরা সেথানে সেথানে আলোজন্ত অর্থাৎ "লাইট্ হাউন্" নির্দাণ করিয়া এক একজন প্রহরী নিযুক্ত রাথেন। সেই প্রহরী যেমন জনপদের সকল স্থ্

ত্যাগ পূর্ব্বক বণিকদের উপকারার্থ আপন প্রাণ হাতে করিয়া গুল্ডের পেখর দেশে প্রত্যহ আলো জালিয়া পোতবাহীগণকে বিপদ স্থানের নির্দেশ করিয়া দেয়, বঙ্গ দেশের তাৎকালিক মূর্থতা ও পাপ-সিন্ধুর মধ্যে সেইরূপে কয়েক থানি চতুষ্পাটী সেই লাইট্ হাউদের কাজ করিয়াছে এবং কষ্ট-সহিষ্ণু ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা তাহার আলোকধারী প্রহরীরূপে আপনা হইতেই নিযুক্ত ছিলেন! অতএব আধুনিক বাবুদের ঘৃণ্য আতপতভুল-নিরামিষাশী কাঁচকলা-ভোক্তা রোগা বাহ্মণ কয়জন ভারতের নির্বাণোনুগ জ্ঞান-দীপ জ্বালিয়া রাথিয়াছিলেন বলিয়াই ঘোর বন্যতারূপ তুর্দশার হত্তে বঙ্গীয় সমাজের প্রাণটা বাঁচিয়া রহিয়াছে ! আবার প্রদক্ষতঃ ইহাও বলিতে হয়, যে, যে গুরু মহাশয়-দের পাঠশালা বাবুদের চক্ষুশূল, তাহাও বঙ্গদেশে ক্ষুদ্র লাইট্ হাউদের কাজ क्तिएं क्रिके करत नारे! एम अयान वल, मूनी वल, कात्रून वल, अभी नात বল, রাজা উজীর যাই বল, বাঙ্গালীরা বাদশা ও নবাবদের আমলে যিনি যত বড় হইয়াছিলেন এবং চক্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজাধীনে যত উচ্চ পদের কাজ করিয়াছিলেন, সব সেই গুরু পাঠশালার ছাত্র ! সে শিক্ষাকে খাঁহারা এখন ঘূণা করেন, তাঁহাদের ভাবা উচিত, সেই অশুদ্ধ বর্ণমালা ও শুভঙ্করের দক্ষেতাবলী গুরু মহাশয়েরা রাথিযাছিলেন বলিয়াই সেই মূল প্তনের উপরে অধুনা এত বড় বাঙ্কালা ভাষার পুরী নির্দ্মিত হইতেছে ! সেই গুরু-শিক্ষার প্রণালীতে অস্ততঃ একটা গুণ এই ছিল, যে, লোকে বৈষ্থিক ব্যাপারে বিলক্ষণ চতুরতা দেখাইতে পারিত। এখনকার ক্লের বাবুরা বাজার করিতে গেলে বিক্রেতার মূল্য দিবার সময় যেমন শ্লেট পেন্সিল লইয়া ত্রৈরাশিক কসিতে বসেন, অন্ততঃ তথন সে তুর্দশা ছিল না !!

আধুনিক অর্দ্ধশিক্ষিত নব্যগণ অকারথে বিচার না করিয়াই পূর্ব্ব সমাজের সকল বিষরের প্রতি বিদ্বেষ-বৃদ্ধি-পরারণ, এই ছঃথে জানিয়া শুনিয়া প্রসঙ্গতঃ অপ্রাসন্ধিক শুরু মহাশয়দের কথা তুলিলাম। নতুবা চতুপাঠীর ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের বিষয় উল্লেখ করাই আমার মূল অভিপ্রায়। ফলতঃ যাঁহারা সমাজের এত হিতকারী, যাঁহারা স্বীয় স্বীয় ব্রাহ্মণীগণকে সারাদিন রন্ধনশালায় ভয়ানক কন্ত (এখনকার মতে কন্ত!) দিয়া এবং আত্ম-ব্যয়ে খাওয়াইয়া বিদ্যার্থী মাত্রকেই যত্ন পূর্ব্বক রক্ষণ ও শিক্ষা দান করেন, তাঁহাদের অপরিশোধ্য ঋণের

কিয়দংশ শোধিবার জন্মই এই সকল সামাজিক দানের প্রথা প্রচলিত আছে। তাহাতে বিম্ন ঘটিলে বড় ফুংথের বিষয়। অতএব বিজ্ঞমণ্ডলী ইহার দোষোদ্ধার ও স্কুব্যবস্থা করেন, ইহা আমাদের ঐকাস্তিক প্রার্থনা!

দানের কথা হইল, এই সঙ্গে ভোজের কথাও কিছু হওয়া উচিত। কিন্তু প্রস্তাব দীর্ঘ হইয়া উঠিয়াছে। বৈরক্তি উৎপাদনের আশক্ষায় আর বাহলা বলিতে পারি না। একত্র বহু লোকের পংক্তি ভোজন, কদলীপত্র ভোজনপাত্র এবং প্রাঙ্গণভূমি স্থান, ইহার জন্ম নবা সভ্যাগণ কিছু চটা আছেন, তজ্জন্ম কিছু বলিবার আবশ্মক ছিল। কিন্তু যে প্রণালীতে ও যে প্রকরণে তাঁহাদের অন্যান্ম বিষয়ক বীভৎসরোগের শান্তি চেঠা হইল, ইহাতেও কিঞ্চিৎ মৃষ্টিবোগ সহকারে সেই প্রণালী, সেই প্রকরণ ও সেই অন্থান প্রয়োগ করিলেই যথেপ্ট ইইবেক—স্কুতরাং আর বিশেষ করিয়া বলা বাড়ার ভাগ!

সপ্তম অধ্যায়।

আমোদ আহলাদ।

একথা সকলেই জানেন যে, যতপ্রকার নির্দোষ আমোদ আছে, তন্মধ্যে সঙ্গীতই সর্বপ্রেষ্ঠ। অনুমান হয়, মানব সমাজের আদ্যাবস্থা হইতেই নৃত্যগীতের আমোদ আছে এবং তৎপরে যাত্রাদির স্পষ্টি হইয়া থাকিবেক। জগদীশ্বর প্রিয়পুত্র মন্থ্যের আনন্দ বিধান জন্ম স্থন্ধ পক্ষাকঠে স্করে দিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই, তাহার নিজ কঠেও ক্ষান্ত্র্যি স্বর-শক্তি দান করিয়াছেন এবং নানা নিজাব পদার্থের সংযোগে অন্ত্র স্করের উৎপাদনে তাহাকে সন্থ করিয়াকত দয়াই প্রকাশ করিয়াছেন। আহ্লাদের সময় অনেক ইতর প্রাণীও নৃত্য করিয়া থাকে, মনুষ্য তো করিবেই।

তৌর্যাত্রিক সঙ্গীতামোদ সকল জাতিতেই আছে, কিন্ত এদেশে ইহাব নত উৎকর্ম সাধিত হইয়াছিল, অন্যাপি কুত্রাপি তেমন দেখা যায় না। তৈলাসনাথ মহেশ্বর ও দেববি নারদ হইতে মিয়া তান্দানের সময়ের পর পর্যান্ত এবিষয়ের কত লিখিত পঠিত, কত জনপ্রবাদ ও কত দৃষ্টাস্তই শ্রুত হইরাথাকে! অতি অশ্ন কাল পূর্বেও ইহার আধিক্য ও পারিপাট্য চমৎকার ছিল। আ'জ্ কা'ল্ ভার-তের সকল স্থসভ্যতার সহিত ইহারও হ্রাসতা ঘটিয়া উঠিয়াছে! তথাপি "প'ড়ে মরে বঙ্গের রাজা!" এখনো—এই হীনাবস্থার দিনেও অফ্রান্তবিষয়ে সভ্যতর জাতিরা আমাদের শ্রেষ্ঠ হইরাও এ বিষয়ে কিয়দংশে নিরুষ্ট আছেন!

हिन्दू मामाजिक आत्मान आञ्चारनत পরিচ্ছেদে मঙ্গীতের আলোচনায় ছুইটী কথা সহজেই আদিয়া উদিত হয়। একটা, গুরুলোকের সাক্ষাতে সঙ্গাতের প্রয়োগ। দ্বিতীয়টী, অন্তঃপুরে সঙ্গীতের আলোচনা। এই হুইটীই ইউরোপীর সভ্য সমাজে প্রচলিত আছে। হিন্দুদিগের জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ গুরু-লঘু-ভাব সেদেশে নাই এবং স্ত্রী-সাধীনতার প্রথাটী অত্যন্ত প্রবল, এইজন্তই তাঁহাদের সমাজে তাহা উত্তমরূপে থাটিয়াছে। আমাদের সমাজে পিতা, জ্যেষ্ঠতাত, খুল্লতাত, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, প্রভৃতি গুরুতর সম্পর্কীয় এবং বয়োধিক ব্যক্তি মাত্রকেই মাতা করিবার রীতি বিলক্ষণ প্রচলিত আছে। এমন কি, শুরুলোকের, সহিত সমানভাবে ঘাড় তুলিয়া ঔদ্ধত্যভাবে কথা কওয়া হিন্দু-দমাজে দোষের বিষয়, স্মৃতরাং তাঁহাদের দমক্ষে গীত-বাদ্য-প্রয়োগরূপ ঔদ্ধৃত্য প্রকাশ করা সঙ্গত হইতে পারে না। সমাজের ধাতু সর্বাত্র সমান নয়; সেই কারণে সামাজিক শিষ্টাচারের রীতিতেও প্রভেদ দৃষ্ট হয়। কোনো কোনো দেশে যুবকগণের স্বাধীনতা প্রকাশ লোকের চক্ষে নিন্দিত বলিয়া গণ্য হয় ना। (कनना, त्मरे त्मरे तिर्म युवजीत श्वाधीनजारे यथन असूत्मामनीय, जथन युवरकत शरक जांश रजा मामाच्य कथा ! अरमर्भ खीलारकत साधीनजा नारे, অর্থাৎ যেখানে দেখানে যাহার তাহার সহিত যাওয়া এবং পরম-স্নেহবান্ পিতা, ভর্ত্তা, পুত্র প্রভৃতির পরম মঙ্গলময়'বৠতা-গণ্ডীর বাহিরে যাওয়ার রীতি নাই, এবং অপর পুরুষগণেরও অন্তঃপুর-যাতায়াতের প্রথা নাই, স্থতরাং স্ত্রীলোকের গীতবাদ্য-শিক্ষার উপায়াভাব। ইহা তো সামান্ত একটী কারণ; বিশেষ অন্তরায় আরো আছে। সত্য বটে, বহু পূর্ব্বকালে বড় বড় রাজ-পরিবারে সঙ্গীতের চর্চার কথা কাব্যশাস্ত্রে ও পুরাণে পাওয়া যায় এবং এখন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের বড়বড় ঘরে ও মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে গৃহস্থভবনেও প্রায় তাহার প্রচলন দৃষ্ট হয়। কিন্তু সাধারণ সমাজে বছকালাবধি এদেশে

ेनीত বাল্যের ব্যাপারে গুণও দোষ মিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। ইছার যে বিষব্যাপ্ত গুণ, দেই গুণের জন্ম দকলেই ইহাকে ভালবাদে। কিন্তু সঞ্চীত-সংক্রাস্ত কোনো কোনো দোষের নিমিত্ত অল্ল লোকেই ইহার শিক্ষায় প্রারুদ্ধ হয়। প্রায়ই দৃষ্ট হইয়া থাকে, যাহারা গানবাদ্য শিথে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই অন্তকর্ম্মে উদাস, অপেক্ষাক্তত অধিক নির্গজ্জ, মাদকত্তা-প্রিয় এবং ইন্দ্রিয়াসক্ত। সঙ্গীতের আভ্যন্তরিক কোনো ধর্মে ইহা ঘটে, কি দেশ কাল পাত্র দোষে ইহা হইয়া উঠে, এন্থলে তদ্বিচারে এখন প্রস্তুত নহি। কিন্তু যাহা বলিলাম, তাহার সত্যতাতে বোধ হয় কেহ আগত্তি করিতে পারিবেন না। তদ্যতীত আর এক কথা আছে; ইউরোপের দঙ্গীত বিদ্যা ঐকতান-ধাতুমূলক, রাগরাগিণী-মূলক সঙ্গীতের তুলনায় অতি সামান্ত, স্থুতরাং লোকে অপেকাকৃত অল আয়াদেই আয়ত্ত করিতে পারে। ভারতবর্ষের সঙ্গীত শাস্ত্র অসীম, তাহাতে স্থানিপুণ হইতে হইলে একপ্রকার অন্তর্কর্মা হইয়া কেবল তাহারই ধ্যান ও অভ্যাস করিতে হয়। দেখা গিয়াছে, বা**হার।** ু অল্প বয়সে গীতবাদ্য শিথিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের দেখা পড়া শিক্ষা বা অপর কার্য্যে পারদর্শিতা প্রায় কিছুই হয় না। এই সমস্ত নিগূঢ় দোষের জক্তই কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক আপন সন্তানকে দঙ্গীত শাস্তাভ্যাদে নিযুক্ত করেন না ; এই मव कांत्र(पेटे श्वकृत्नारकत माक्नारा ও असूरभावत तम कांक रहा ना ; এरे সব প্রতিবন্ধকতাতেই অন্তঃপুরে তাহা প্রবেশ করিতে পারে না; এই জন্মই নির্লজ্জ কাজ বলিয়া তাহা গণ্যহয়; এবং ঐ সমুদ্য কারণ একত্রিত হই-য়াই ব্যবসায়ীর শ্রেণী স্বতন্ত্র হইয়াছে, তাহারাই বিশেষ নিপুণতা লাভ করে।

যত কথা বলা হইল, উহা উচ্চ অন্ধের অর্থাৎ কালোয়াতি গানের কথা।
তদ্যতীত বন্ধদেশে সাধারণ মুন্নোরঞ্জক কত প্রকার সন্ধীত প্রণালীর স্থাই ইইরাছে, তাহা গণনা করা ভার। প্রত্যুত, এদেশের লোকের ভার গানোমত জাতি
দিতীয় আছে কিনা, বলিতে পারি না। যে দেশের বেদ অবধি গুরুপাঠশালের ধারাপাত পর্যান্ত স্বর সংযোগ ব্যতীত পঠিত হয় না; যে দেশের
লোক স্তবপাঠ, চঙীপাঠ, ও পুরাণপাঠ পর্যান্ত স্বস্থরের সাহায্য ভিন্ন শ্রবণ
করেনা; যে দেশে কীর্ত্তন, বাধাই, নগরসংকীর্ত্তন, পাঁচালি, কবি, যাত্রা, আর্থ্যু
ভাই, হাক্ আর্থ্যাই, তর্জ্জা, ভজন, মরিচা প্রভৃতি বিবিধ শ্রেণীর বিবিধ

প্রকার সঙ্গীত প্রচলিত হইয়াও তৃথির শেষ হয় না; অধিক কি, যে দেশের দিবা-ভিক্ষুও রা'ত্ভিথারীরাও গান না শুনাইলে পর্যাপ্ত ভিক্ষার পাইতে পারে না; সে দেশের সঙ্গীতামোদের মত্ততা বিষয়ে বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে কেন? কিন্তু স্ক্রে যদি এই আমোদেই দেশের লোক ময় থাকিত, তবে কিনা হইত? তবে আমরা আমাদের পবন সৌভাগ্য ত্রীকার কবিতাম!

তবে কি হিন্দু সমাজ জীড়া-প্রির ? হাঁ তাহাও কিয়দংশে সত্য। পাশা, দাবা, তাস প্রভৃতি বিবিধ প্রকারের ক্রীড়া সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই প্রচলিত। যদিও ইহারা দামাগুতঃ আল্ফুবর্দ্ধক, কিন্তু অতিরিক্ত না হইলে সম্পূর্ণরূপে নিৰ্দ্দোষ ও চিত্ততোষক বটে। প্ৰত্যুত, যদি তত্তাবতের শাদাশিদে ক্ৰীড়াতেই লোকে সন্তুপ্ত থাকিত, তাহাকেও প্রম ভাগ্য বলিয়া মানিতাম। কিন্তু স্কল . সমাজের মধ্যেই কতকগুলি লোক থাকে, তাহারা উত্তম উপভোগকে অন্তিম সীমার পারে লইয়া গিয়া বিক্বত না করিয়া ছাড়ে না! পরিশ্রমের পর ছণ্ড বদিয়া ভাল গান বাদ্য অথবা কোনোক্লপ ভদ্ৰ থেলা করা নিন্দনীয় হওয়া দুরে থাকুক বরং প্রকৃতি-মূলক, আনন্দজনক ও স্বাস্থ্য-বিধায়ক ব্যবহার। রিপু বিশেষের প্রাবল্যে কতক লোকে তাহার নির্দ্ধোষ ভাবে সম্ভই না হইয়া ধন, মান, স্বাস্থ্য ও পারিবারিক শান্তি প্রভৃতি ধর্মনাশক দ্যুত-ক্রীড়া, যাহাকে জুয়া থেলা বলে, ছর্ভাগ্যক্রমে তাহাতেই পুনঃ পুনঃ লিপ্ত হয় ! সমস্ত ভারত-বর্ষে এই দোষাবহ ক্রীড়ার এত বৈচিত্র্য ও এত প্রাবল্য, যে, রাজপুরুষেরা তজ্জন্ত স্বতন্ত্র দণ্ডনীতি স্থাপনে বাধ্য হইয়াছেন; তথাপি অদ্যাপি কিছুই ক্রিয়া উঠিতে পারেন নাই! আশা ছিল, শিক্ষার প্রভাবে ইহার মূলোৎ-পাটন হইবে। কৈ ? তাহারও সম্ভাবনা অন্ন। যদিও স্থশিক্ষিতের মধ্যে অনেকে এ সকল পাপে বিরত, কিন্তু অনেকেও ্বুঝাবার সম্পূর্ণ রত। বাহো অত প্রকাশ পায় না, কিন্তু গোপনে গোপনে তাহাদের কাণ্ড ভয়ানক। ইহাই আমাদের ত্বরুষ্টের শেষ নহে ;—বহু বহু সামাজিক পাপ বহু কালাবণি চলিয়া আসিতেছিল, তন্মধ্যে ব্যভিচার ও গাঁজা চরদ প্রভৃতি মাদকতার অন্তরাগ প্রধান। কিন্তু দে সব-কত গাকুক, এক্ষণে আবার নূতন সভ্যতার আমদানির স্হিত যে একটা পান-দোৰ সমাজকে আশ্রম করিয়া বদিরাছে, তাহার ভাষ ভন্নাবহ সর্কশান্তিম বুঝি অন্ত সকল পাপের যোগ-ফলও হইতে পারে না!

আমরা এমন বলিতেছিনা, যে, ইংরাজ রাজত্বের পূর্বের প্ররার নামগন্ধও এদেশে ছিল'না। বারুণী যে বছপ্রাচীন কালেও এদেশের পরিচিতা দেবী, তাহা আমরা জানি। শাস্ত্রে যথন ইহার উল্লেখ আছে, তথন অবশ্রুই ইনি কাহারও না কাহারও দেবিতা ছিলেন। আমরা জানিতাম দেবতারা যে বারণীর দেবা করিতেন, দে এক প্রকার; দৈত্যেরা যাহাতে মন্ততা প্রাপ্ত হইত, সে আর এক প্রকার স্থরা। অথবা এই জানিতাম, যে, যাহাদের পানো-ন্মত্তা দোষ ছিল, তাহাদিগকে আ্যাজাতি অস্ত্র আ্থাা দিতেন। ঋষি-প্রণীত সংহিতা মধ্যে সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত লেখা আছে, কেবল ব্রাহ্মণ হইয়া স্করাপান রূপ ভয়ানক পাপে পাপী হইলে তাহার আর প্রায়ন্চিত্ত নাই। যদিও অবিতীয় অনুসন্ধিংস্থ বাবু রাজেজলাল মিত্র মহাশ্য সপরিবারে জীক্ষণ্ড ও বলদেবের সম্পূর্ণ পান-দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, তথাপি তাহা বীরভাবাপন্ন ক্ষত্রিয় জাতির কাজ। সে যাহা হউক, ফল কথা পূর্বকালে সুরা ছিল, কিন্তু বিরল ব্যবহার। এ সংস্কার সকলের হৃদয়েই বন্ধমূল আছে। অপেক্ষা-ক্কৃত আধুনিক কালে হিন্দু-সমাজে ইহা যে অতি ঘৃণ্য পদার্থ ছিল, তাহাতেও সন্দেহ নাই। ইতিপূর্বে বঙ্গদেশে ঘোর তান্ত্রিক মতাবলম্বী কোনো কোনো পরিবার কেবল অতি গোপনে মদ্রিকা ব্যবহার করিত, কিন্তু তাহাও প্রধা-নতঃ উন্মত্ততার জন্ম নহে, সে কেবল কৌলিক ও তান্ত্রিক দৈবামুষ্ঠান বিশে-ষের সাধনোদ্দেশে, এই মাত্র। মত্তার অন্থরোধে কোনো কোনো স্থানে ইহার অল্প বিস্তর প্রচলন ছিল, তাহাও শুনা আছে—শুনা কেন, এক প্রকার দেখাও আছে। কিন্তু সমস্ত অধিবাসীর তুলনায় সেরূপ স্থরাপায়ীর সংখ্যা এত অল্ল ছিল, যে, তাহা ধর্ত্তবাই নহে। এ বিষয়ে সাধারণ সমাজের কিরূপ প্রবৃত্তি, কিন্নপ অভ্যাস এবং স্ক্রাপানীদের প্রতি কি প্রকার চিত্তভান ছিল, তাহাই দেখা কর্ত্তব্য। বিশ্বস্ত প্রাচীন লোকের মুখে ভনিরাছি, যদি কেহ একাজ করিত, সে ব্যক্তি তক্ষণবয়স্ক হইলে ও তাহার পিতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদি বর্ত্তমান থাকিলে, তাহাকে বংশের ত্যজ্যপুত্র হইতে হইত। সে যদি বাটীর স্বয়ং কর্ত্তা হইত, তবে তাহাকে লোকে এক-ঘ'রে করিত। অন্ততঃ তাহার হাতে, কি তাহাকে লইয়া, কেহ আহার করিত না। মদ্রিকা-চ্যাগ ও সমুচিত প্রায়-শ্চিত্ত ব্যতীত তাহার পক্ষে পূর্ব্ধকার সামাজিক পদ লাভের সম্ভাবনা ছিল না।

আমরাও বাল্যকালে পল্লীগ্রামে ও এই রাজধানীতে দেখিয়াছি—তথন তোইংরাজের রাজত্ব পুরাতন হইয়া উঠিয়াছে—তথন তো প্রীযুক্ত নব সভ্যতা মহারাজ বলীয় সমাজে আপন সিংহাসন থানি পাতিয়া বসিয়াছেন! তথাপি তথন প্রকাশতঃ কেহ একাজ করিয়া অব্যাহতি পাইতে পারিত না। প্রথমেই পাড়ায় গালাঘুলা উঠিত—"ওহে ভাই! শুনেছ, মদন নাকি মদ থাইতে শিথিয়াছে!" তছত্তর প্রায় এইরূপ হইত "বল কি ? না, এমন হবে না!" পুনর্রার প্রথম বক্তা—"হ্যা হে আমি অমুকের মুথে শুনেছি, তিনি তো মিথ্যা কবার লোক নন!" পুনর্রার উত্তর "হায়! হায়! এমন ঘরে এমন সর্বনাশ হ'লো!" পুনর্রার প্রথম বক্তা "যেমন তেমন ঘর নয়, প্রাতঃশ্রমণীয় রাজীবলোচনের বংশ!" পুনর্রার উত্তর "মিন্সে আর মাগী শুনেছে ?" পুনর্রার প্রথম বক্তা "তারা শুন্লে গলায় দড়ি দে ম'র্ব্বেন, কেন না লায়েক বেটা, ওরে তো তাড়াতে পা'র্বেন না।" ইত্যাদি।

তাহার পর দলের কর্ত্তারা শুনিতে পাইলেই আকুগুকুও বাঁধিত—প্রথমে তাঁহারা মদনকে ডাকাইয়া বুঝাইয়া পড়াইয়া সাবধান করিয়া দিতেন; মদন তাঁহাদের পায় হাত দিয়া শপথ করিয়া আসিত "এমন কর্ম আর করিব না।" তাঁহারা দদর চিত্তে ক্ষমাবান হইয়া প্রায়শ্চিত্তের পরামর্শ সহিত বলিয়া দিতেন "নিদান বাপু সংকল্প ক'রে গলাস্থানটাও ক'রো।" এই সতর্কতাও এই শপথ যদি বার্থ হইত, তবে পানকর্ত্তা মদনের পিতা ল্রাতা অথবা গুরুলোক যে থাকুন, তাঁহাকে ডাকাইয়া তাঁহারা বিধিমতে সংশোধনের চেষ্টা পাইতেন এবং যাহাতে চলাচলি না হয়, তাহার সম্মণ্ উপায় দেখিতেন। কিছুতেই নিবারণ না হইলে কাজেই শেষে এক ঘরিয়া বা দশাদলির ব্যাপার উপস্থিত হইত!

সর্বস্থানেই যে এই পাপের প্রতি এত ভয়, এত ঘৃণা, এত দ্বেষ, ব্রুক্ত সত্তর্কতা, এত শাসন ছিল, তাহা বলিতেছি না। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই এই গুলি কি এ প্রকারের কোনো কিছু ঘটিত তাহা নিঃসন্দেহ। হায়! ক্রমে সে দিন, সে অবস্থা, সে সমাজ অন্তর্হিত হইল! ক্রমেই ইংরাজী সভ্যতা মূর্ত্তিমান হইতে লাগিল! ক্রমেই এই গরলের সহস্র সহস্র পিপা ক্রেক্ত্রজাতিরা আনিতে লাগিলেন! ক্রমেই উপরিতন কর্ম্বচারীদের শ্বারা উত্তেজিত হইয়া অপকারী

আব্কারী দাবোগারা দেশ মধ্যে মদের দোকান বাড়াইতে লাগিল ! ক্রমেই ইংরাজ জাতির বাহুসভ্যতার দীপালোকে মুগ্ধ হইরা প্রান্ত পতঙ্গবৎ নবশিক্ষিত তক্ষণগণ উল্লক্ষন পূর্ব্বক তাহাতে পতিত হইল ! ক্রমেই এই সর্ব্বনাশের প্রোত ভয়ানক বেগে বাড়িতে লাগিল !

ব্রিটনজাতি আাগাদের বিস্তর ভাশ করিয়াছেন—জাঁহারা ভারত-ভূমিতে পূর্ব্ব স্বেচ্ছাচারের স্থানে ব্যবস্থামূলক স্থশাসন আনিয়াছেন। তাঁহারা আমা-দিগকে আইন দিলেন; শিক্ষা দিলেন; ধর্ম, ব্যবহার, বাক্য ও লেখনীর স্বাধী-नजा नित्नन; मूजायस नित्नन; स्वीठांत्र नित्नन; धनौ ও जमीनांतानि অত্যাচারীর হস্তে দীন দরিজ ছঃখী লোকের মান প্রাণ স্বাধীনতা রক্ষার উপায় দিলেন; ডাকাইত দমন করিয়া দিলেন; রাস্তা দিলেন, সেতু দিলেন; কলের গাড়ী চড়িতে দিলেন; তারে সংবাদ পাঠাইতে দিলেন; ্বিলাতে লইয়া গিয়াউচ্চ শিক্ষাও উচ্চ পদ দিলেন; সর্কোচ্চ বিচারালয়ে বিদিতে দিলেন; দর্কোচ্চ ব্যবস্থাপক সভায় বদাইয়া বিধান করিবার ক্ষমতা দিলেন; সর্ব্বোচ্চ চিহ্লিত কর্মে প্রবিষ্ট হইতে দিলেন; সব দিলেন-সব করিলেন-সব মঙ্গলের পথ মুক্ত রাখিলেন; কিন্তু এত যে দিলেন-এত বে সব করিলেন; এক স্থরাপানের পাপ ছড়াইয়াও বাড়াইয়া পয়ঃকুভ্তে গোরচনা নিক্ষেপের প্রধান হেতু হইলেন! যত করিয়াছেন, এই এক মহা দোবে ভমে ঘৃত ঢালাই হইল! বরং আমাদিগকে শিক্ষা না দিতেন—উচ্চ পদ না দিতেন, দেও ভাল ছিল—বরং আমরা মূর্থ থাকিতাম—বরং আমরা সেই গুরু মহাশ্যের পড়ুয়া থাকিতাম—সেই আথুঞ্জির কাছে তুতিনামা পড়িতাম—দেইরূপে স্বেচ্ছাচারের অত্যাচার ভোগ করিতাম, দেও ভাল ছিল; তবু মদের দঙ্গে পদের স্থা, কিপদের হেতু বৈ আর কিছুই নয়! সেক্সপিয়ার, মিল্টন, মেকলে, মিল, হক্সলির জ্ঞান, "মণিনা ভৃষিতঃ দর্প" বৈ আর কিছুই নয়—মদের সঙ্গে স্বাধীনতার স্থুথ পাপতাপের ভোগ বৈ আর কিছুই নয়!

হায়! আমাদের কত যুবক এই কয় বৎসরের মধ্যে কেমন বড় বড় গুণী হইয়া উঠিয়াছিলেন—কেহবা এমন লেথক হইয়াছিলেন, যে, তাঁহার সেই লেখনীর বলে ছর্দান্ত প্রীর্দ্ধিকারী (অর্থাৎ শ্রীহারী) সাহেবেরাও কাঁপিতে লাগিল—কেহবা এমন রা্জ-বিধিজ হইয়াছিলেন, যে, গবর্ণর জেনেরলও তাঁহাকে জিজ্ঞানা করিয়া ব্যবস্থা করিতেন; যোগ্যতার পুরস্কার স্করপ তাঁহাকে সর্ব্বোচ্চ ব্যবস্থাপক সভায় ম্বাহ্বান করিয়াছিলেন (কিন্তু হায় বসিতে षात इहेन ना!); (कह्वा अपन स्रायाना चानमास्त्रानी स्रवाभी हहेगाहित्नन, বে, রাজপুরুষেরা সেই যোগ্যতা দেখিয়া ও সেই বাগ্মীতা গুনিয়া স্বেচ্ছাচার-মূলক কত আজ্ঞা রহিত করিতে বাধিত হইয়াছিলেন! হায়! তাঁহারা সব কোণায় গেলেন ? হায়! তাঁহারা তো বৃদ্ধ হন নাই, তবু কেন অকালে আমাদিগকে ছাড়িয়া গেলেন ? হায়! বুক ফাটিয়া যায়; কালস্বরূপ পানদোষ যদি দেশে প্রবল হইতে না পারিত, তবে কি আমরা সে দব অমূল্য ধনে এখনি বঞ্চিত হই ? স্মরণ উদ্দীপন জন্ত অথবা নমুনা স্বরূপে বিশেষ করিয়া ছই তিনটী দৃষ্টান্ত দিলাম, কিন্তু কত যুবক যে এইরূপে এই দর্বনেশে স্থবার হাতে পডিয়া তুর্ভাগা জনক জননী, স্ব স্ব প্রণ্যিণী, বন্ধবান্ধব ও সমাজের অপ্রতিবিধের ক্ষতি করিয়া চলিয়া যাইতেছে, কত শত আশার পাত্র যে অপাত্র হইয়া পড়িতেছে, কত শত উত্থানোন্মুগ স্থকর্মা স্থনব্য পুরুষ যে অকর্মণ্য হইয়া যাইতেছে, তাহার যদি তালিকা করিবার উপায় থাকিত, তবে দেই সংখ্যাপাত ও অশেষ গুণগ্রামের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া নৈরাশ্যে আর আতঙ্কে চমকিয়া উঠিতে হইত! আ'জ দেখিলাম, দিব্য খ্রীমান, দিব্য कां खि-शृष्टि धीमान वाव नवीनहत्त थम, थ, वि, थण, महां गर्म नत्वां पार्ट বিকশিত জ্ঞানচন্দ্রতি-বদনে প্রাক্ত অনুসন্ধিৎমুর তার সমাজের অভাব, আই-নের ত্রুটী, রাজকর্মচারীর অভায়, পান দোষের সর্বনাশক ফল বুঝাইয়া দিতেছেন এবং অকপট চিত্তে স্বদেশ-বাৎসল্য-ধর্ম-পালনে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া সহাধ্যায়ী পরীক্ষোত্তীর্ণ সমবয়স্কর্ণকে এই বলিয়া লওয়াইতেছেন, যে, "ভাই, জন্মভূমির এই দব শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া যদ্ধি আমরী নিশ্চিত্ত হইয়া বদিয়া थांकि, তবে আমাদের লেখা পড়া শিখিবার ফল কি ? ভাই, আমরা यनि প্রতীকারের চেষ্টা না করিব, কে করিবে ? শিক্ষিতগণের সমবেত যত্ন ভিন্ন মাতৃভূমির উদ্ধারের দিতীয় গতি দেখিতেছি না, ইত্যাদি।" এই বক্তৃতা শুনিয়া—চক্ষু মুথে অকপট অনুরাগের চিহু দেখিয়া, মনে মনে কত আশাই করিকাম! ভাবিলাম, এই নবীন প্রবীণ হইলে ছর্দ্দিন আর থাকিবে না! हेशांत इयमान পरत এकानन मन्तात भत ताजभा निया हिनया गारे, হঠাৎ এক অধঃপাতের স্থান হইতে ন্বীনের হো হো হাস্ত-ন্বীনের সেই কণ্ঠস্বর আসিয়া শ্রুতি স্পর্শ করিল! অমনি চমকিয়া উঠিলাম—অমনি চরণ স্থাগত হইল! অমনি হস্তমুষ্টি হইতে যষ্টিগাছি স্থালিত হইয়া পড়িল! ভাবি-लाग, এकि ? तिर नवीन अथात्न ? त्य नवीन चात्रभाग्नतान-बाटन चानीय তপোধন—জন্মভূমির হিত সাধন-রূপ পবিত্র তপোবনই যাহার আশ্রম, সেই নবীন এই অগম্যা পুরীতে কেন? বুঝি আমার ভ্রম হইয়াছে - কিয়ৎকাল তিষ্ঠিতে হইল ! এই চিস্তাতে মগ্ন হইয়া দাডাইলাম-ক্রন্যথানি ভগ্নপ্রায় হইয়া উঠিব ! হৃৎপিতে যেন ঢেঁকির পাড় পড়িতে লাগিল ! আঘাতপ্রাপ্ত শোণিত-স্থালীর ধড়ফড়ানি শব্দ স্পষ্ট বেন শ্রুত হইতে লাগিল! সমুদ্র গায়ের রক্ত সঙ্গে লইয়া নৈরাখের শঙ্কা আর অনিশ্চিতের সন্দেহ নক্ষত্র-গতিতে মস্তিকে ছুটিল ! কিন্তু দে যন্ত্রণা অধিকক্ষণ ভোগ করিতে হইল না— তৎক্ষণাৎ দেই স্থর আবার গুনিলাম—নিঃসন্দেহ নবীনের স্থর বটে! এবার আরো চমৎকার শুনিলাম—ছুই এক পাত্রের পর যে প্রকার অস্বাভাবিক উৎসাহ হয়, অথচ মত্তার জন্ম তথনো আর ছই এক পাত্রের অপেক্ষা আছে, এমত অবস্থাৰ লোকে যে ভাবে, যে স্বরে কথা কহিয়া থাকে, নবীন ঠিক সেইরপে বাক্য বিফাস করিতেছিল। নবীন কাহাকে কি উদ্দেশে কি বলিতে-ছিল, তাহাও শুনিলাম। নবীন যে ভাবে সহাধ্যায়ীগণকে ছয়মাস পূর্বে স্বদেশের শুভব্রতে উত্তেজনা করিয়াছিল, অদ্যও সেইরূপ আগ্রহের সহিত নানা যুক্তি দিয়া একজন অনিচ্ছুক বন্ধুকে মদ্য-পানে লওয়াইতেছিল! নবীন বিদান হইয়াছে, ভাষশাস্ত ভাল জানে, যুক্তিমার্গ উত্তমরূপে পরিষ্কার রাথিতে পারে, যথন যে কাজে লাগে তথন মন খুলিয়া লাগে, তাহার উপর মিইভাষী। এমন লোক ব্রিটীসইণ্ডিয়ান 🛊 ধুসোসিএসনের বা ভারতবর্ষীয় সভার সভ্য হইলে মভার অঙ্গরাগ কতবিধন্নপে বাড়িতে পারে; এমন লোক পাপের পথে গেলে এক সপ্তাহে পাড়াস্থন্ধ লোককে মজাইতে পারে! ঐ অনিচ্ছ্ক বন্ধকে নবীন মিষ্ট মিষ্ট করিয়া মহাব্যপ্ত হইয়া এই বুঝাইতেছিল, যে, "ওহে ভাই, তুমি যে ব'ল্ছো, মদ বড় বিপদের কারণ, আমি তা স্বীকার করি। কিন্তু তবে তো আগুনও বিপদের কারণ! আগুন যদি ঘরে পাঁগে, তবে কি হয় ভাব দেখি! কিন্তু সাগুনের মতন উপকারী সার কি আছে ? (এই

हिंगु-शाह्यक्रकानस्था

বিশেষ ঘটান। ইত্যাদি আনেক বলিব। বে ব্যক্তি করিবারে বাবি-বার করিতে জানে, আগুন তাহার মহোপকারী হয়; যে তা না পারে, তার বিশাস ঘটে। তেমনি ভাই, এই বারে মাসে ঢেলেছি, এঁরে যে ব্যবহার কার্তে জানে, ইনি তাঁর মাতার স্বরূপ হিতৈষিণী হন—ব্যবহার না জা'ন্লেই বিশাদ ঘটান। ইত্যাদি।"

কিন্তু আর না—প্রস্তাবটী অতি দীর্ঘ হইয়া উঠিয়াছে, স্কুতরাং উপসংহার প্রায়েকেন। সকল কথাই একপ্রকার বলা হইয়াছে, উপসংহারে তত্ত্যবতের সার সম্ভলন দারা বাগাড়েদর বৃদ্ধির আবশুক বোধ করিলাম না। কেবল বিলাত-ফেরত যুবকগণকে সমাজে পুনঃগ্রহণ এবং তাহাদের প্রতিপাল্য আচার ব্যবহার সম্ভন্ধ কিছু বলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহা একটা অত্যন্ত গুক্তর বিষয়—এ প্রস্তাবে তদালোচনা না করিয়া শীঘুই তৎসম্বন্ধে স্বতম্ভ লিপির বাসনা রহিল।

সমাপ্ত ৷

"তারা-বিজয়" নবন্যাস সমৃক্ষে

সংবাদ-পত্রের অভিপ্রায়।

সামর। এই পুস্তকথানি বিশেষ যত্ন ও আগ্রহের সহিত পাঠ ক্রি পরম সন্তঃই হইলাম। গ্রন্থগানি আধুনিক নবন্যাস বা উপভাস সাধারণ ব্যে ধরণে লিখিত হইয়া থাকে, তাহা অপেক্ষা অনেক অংশে উৎই হইয়াছে।
সময়, ২রা আঘাচ ১২১

এই পুস্তকের ভাষা সরস, গলটিও মন্দ নয়। ইহাতে যুবক ছুবত প্রথম, রাজপুতের বীরত্ব, মুসলমান সমাটের অভ্যাচারের কথা লে আছে। এই পুস্তকের জন্য আটি আনা প্রসা ব্যয় করিলে নিশ্চয়ই তা বুপা হইবে না। বদ্ধমান সঞ্জীবনী, ৩১এ আঘাড় ১২১

আমরা এই পুস্তকথানি পড়িয়া অতিশয় সম্ভই হইলাম। বেশ
ন্তনত্ব ও ভাবের উচ্ছাস আছে, লেথক মধ্যে মধ্যে নিজ গভীর চিত্ত
বিশেষ পরিচয় দিয়ছেন। তারাবতীর রূপবর্ণনাটী অতীব স্কলর হ
য়াছে। * * গ্রন্থকার মুসলমান সম্রাটগণের স্বভাব এবং প্রণয়ের ছবি
স্থলররপে অভিত করিয়া সাধারণের ধন্যবাদের পাত্র হয়াছেন। পুস্তবে
আকার অনুসারে মূল্য অতি স্থলত। এ প্রকার পুস্তকের বহল বিশ্ব
প্রার্থনীয়। স্থাপান, ১৭ই প্রাবণ ১২৯২

আমরা এই নবন্যাস্থানি পাঠে প্রীত হইলাম। ইহার ভাষা আৰু স্থানর ও সরল; রচনা প্রণালী ভাল এবং জাতীর শৌর্য ও বীর্থে গরিমায় পূর্ণ। সোমপ্রকাশ, ২রা ভান্ত ১২৯২

* * ভারতের পূর্ব্ব গোরবের কথা যিনি বিশদরূপে ভারত্র্বী

ক্ষিতিপথে উদিত করিয়া দিতে পারেন, তিনিই আমানের ধনাবানের প্রে

ছকার ইহাতে অনেকটা কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ইহার ভাষা সরল এবং বিপূর্ব। তারা-বিজয় পড়িয়া আমবা প্রীতিলাভ করিলাম।

রঙ্গপুর দিক্প্রকাশ, ২৬এ ভাদ্র ১২৯২।

* ভারতের রাজপুত জাতির বলবীর্যা ও রমণীর সতীত্ব প্রভৃতি
না করিয়া এই নবস্তাস্থানি রচিত হইয়াছে। লেগাটী পরিকার,
য়ছয় ও সরল বটে।
 * * দৈনিক, ২৪এ আবাঢ় ১২৯৩।

The tale is written in a simple and attractive style id is likely to afford interesting reading to Bengali aders of both sexes.

Indian Mirror, 1st July 1885.

The book is written in chaste Bengali. The author lows considerable insight into human character and as successfully attempted to delineate some of the rightest phases of Rajput character during the Moslem eriod of Indian history. Hindoo Patriot, 6th July 1885.

The style of the book is excellent, its sentiments bod and the delineation of characters generally sucseful. The parts played by Taravati and Bijoy Sing he heroine and hero, seem to us to be very natural and quite romantic. We can safely recommend the bok to the public.

Amrita Bazar Patrika, July 30th 1885.

The book is written in an interesting style.

Statesman, April 4th 1886.

্ এই পুস্তেকের দাস গাট আলা, মাশুল স্থানা । সমস্ত প্রধান ধানি পুস্তুকলিয়ে ও নিম ঠিকানায় আমার নিকিট পাওয়া যায় ।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বস্তু।
নং ২০২ করন্ওয়ালিদ খ্রীট, কলিকাতা।

বৈজ্ঞাপন।

নিমুলিথিত পুস্তকগুলি আমার নীচের ঠিকানায় ও তৎ-পাশ্বস্থ ২০১নং বাটীতে বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের বেঙ্গল মেডিক্যাল্ লাইব্রেরি ও অন্যান্য প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য

পুস্তক ৷				মূল্য	মাওল
(বাবু মনোমোহন বস্থ	প্ৰণীত)				
রামাভিষেক নাটক	৭ম মুঃ	• • •		>/	10
গ্রণয়-পরীক্ষা নাটক	8र्थ जे			>,	10
সতী নাটক	७ हे जे	• • •	•••	· 5、	10
হরিশ্চন্দ্র নটিক	8 र्थ जे	•••	•••	5	10
পার্থ-প্রজেগ নাইক	२ग ঐ	•••	•••	5	10
পদ্যমালা ১ম ভাগ	50m 3 (শ্ৰেণী-পাঠ্য) ···	%	ه د ۲
ঐ ২য় ভাগ	তয় ঐ	ঐ	***	0	رځه
বকুতামালা (বহু বকু	তা একত্র সঙ্গ	লিত)	•••	110/0	10
হিন্দু-আচাব-ব্যবহার ১			•••	110	10
নাগাশ্রনেব অভিনয় (ে	ক্রেলকত প্রঃ	हम्म)	•••	110	630
मत्नारगाइन-गीठावनी, ज	ৰ্থাং হাফ্ আ	খ্ড়াই, কবি	, নাটক,)	- 510	150
পাঁচালি, আগমনী, উপ্পা,	রঙ্গিলাদি বিভি	ব্ধ গানের হু	াহৎ গ্ৰন্থ।	- 10	/ 10
(মংপ্ৰণীত)					
পদ্যমালার্থ ১ম ভাগ (১	ম ভাগ পদ্যম	ালার অর্থপু	(স্ক)	10	60
ঐ ২য়ভাগ(২	য় ভাগ 🔞	ী ঐ)	%	630
তারাবিজয় (ঐতিহাসিক	নবস্থাস)	• • •	•••	0	(30
স্থুরেন্দ্র-বিজয় (পদ্য—১	ণ ও ২য় ভাগ)	: .	10	(30
থ্রীঃ ১৮৪৭ সালের ২	• আইনান্থপা	রে এই সময	ও পুস্তক (বেজিষ্ট্রার	জেনা-
রলের আফিসে রেজিষ্ট্রী	কৰা হইয়াছে	, স্থাতরাং (য়ে কেহ এ	সকল পু	<u>ত্তেকের</u>
কাপি রাইটেব বিরুদ্ধে					
অ পহরণ, রূপান্তরভাবে ও	গ্ৰহণ বা বিনা	হুণতিতে 🤊	মহুবাদাদি	করিবেন,	, তিনি
আদালতে আইনানুসারে	प श्चनीय हरेर	বন। মধ্যে	রামাভিয়ে	ক নাটক	नवःक
এইরপে এক জন দণ্ড প					
মাবশুক হইল। পুস্তকা					
•					